ফরজ নামাযের পর দু'আ ও হাত তুলে প্রার্থনার প্রমাণ

-:লেখক:-

মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী

-:প্রেসিডেন্ট:-

আল জামিয়াতুস সুন্নিয়াতুল আশরাফীয়া

-:প্রকাশনায়:-

সুন্নি মিশন

দালানবাড়ি {বারইডাঙ্গা} কালিকামোড়া,
কুশমন্ডি, দক্ষিন দিনাজপুর, পশ্চিম বঙ্গ
হেল্প লাইন:-৯৭৩৩৪০৪৯০২/৯৬৪৭৭৩১১৯৬

ফরজ নামাযের পর দু'আ ও হাত তুলে প্রার্থনার প্রমাণ

-: লেখকের কলমে অন্যান্য পুস্তক সমূহ :-

১:- জ্ঞান ভান্ডার নাবী মুস্তাফা আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম।
২:- ফরজ নামাজের পর দু'আ ও হাত তুলে প্রার্থনার প্রমাণ।
৩:- আকাঈদে আহ্‌লে সুন্নাত-এর সত্যতা।
৪:- তোহফায়ে রামজান।
৫:- ঈসালে সাওয়াবে-এর অকাট্য প্রমাণ।
৬:- হানাফী মাযহাব সিহাহে সিত্তার আলোকে।
৭:- তাহকীক ও তাখরীজ-প্রশ্ন উত্তরে আক্বাঈদ ও মাসাঈল শিক্ষা।
৮:- বিশ রাকাত তারাবীহ ও দুই হাতে মুসাফাহ্ ।
৯:- মুহাক্কাকানা ফায়স্বালা বা অটুট সিদ্ধান্ত।
১০:- হাত তুলে দু'আর শারয়ী বিধান।
১১:- শিরক ও বিদ্‌আতের বিনাশক আলা-হাযরাত।
১২:- আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার ফযীলত সমূহ।
১৩:- কুর-আনি জ্ঞান।
১৪:- ইমামের পিছনে ক্বেরাত ও রাফাউল-ইয়াদাইন এর সঠিক বিধান।

-:প্রকাশনায়:-

সুন্নি মিশন

দালানবাড়ি {বারইডাঙ্গা} কালিকামোড়া,
কুশমন্ডি, দক্ষিন দিনাজপুর, পশ্চিম বঙ্গ
হেল্প লাইন:-৯৭৩৩৪০৪৯০২/৯৬৪৭৭৩১১৯৬

بسم الله الرحمٰن الرحيم

ফরজ নামাযের পর দু'আ
ও
হাত তুলে প্রার্থনার প্রমাণ

-: লেখক :-

মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী আশরাফী

প্রেসিডেন্ট :- **সুন্নি মিশন, দালানবাড়ী, কুশমুন্ডি, দঃ দিনাজপুর**

-: প্রকাশনায় :-

পুস্তকের নাম :- ফরজ নামাযের পর দু'আ ও হাত তুলে প্রার্থনার প্রমাণ
Foroj Namajer Por Dua o Hath Tule Prarthonar Proman

লেখক :-মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী আশরাফী
গ্রাম- বারইডাঙ্গা, পোঃ- কালিকামোড়া, থানা- কুশমুন্ডি, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিম বাংলা, ভারত।
E-mail :- amjadsimnani@gmail.com

প্রকাশ কাল :- মুহার্রামূল হারাম 2019
প্রকাশ সংখ্যা :- 2100
হাদীয়া :- 90

প্রুফ নিরক্ষনে :- ১. মুফতী সাইয়্যেদ যুলফিকার বারকাতী রেজবী
২. মৌলানা জাফর হুসাইন কালিমী, কুশমন্ডি

***কম্পোজ* & *সেটিং* :-** খাইরুল হাসান আসরাফ রেজবী
আশরাফী কালিমী রেজবী হাবেলী, জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ
9775195662 / 7001258669
E-mail :- khairulhasanasraf@gmail.com

পরিবেশনায়

সুন্নি মিশন
দালানবাড়ি, কালিকামোড়া
কুশমন্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর
9733404902 / 9647731169

মুসলিম বুক ডিপো
কালিয়াচক, মালদা
9733288906 / 9647818987

অভিমত

পিরে তারিকাত, রাহবারে শারিয়াত হযরত আল্লামা মৌলানা ডক্টর সাইয়্যেদ জালালুদ্দিন আশরাফ আশরাফী আল-জিলানী (P.hd -আলিগড় মুসলিম বিশ্ব-বিদ্যালয়) কিছৌছা শারীফ, ইউ.পি।

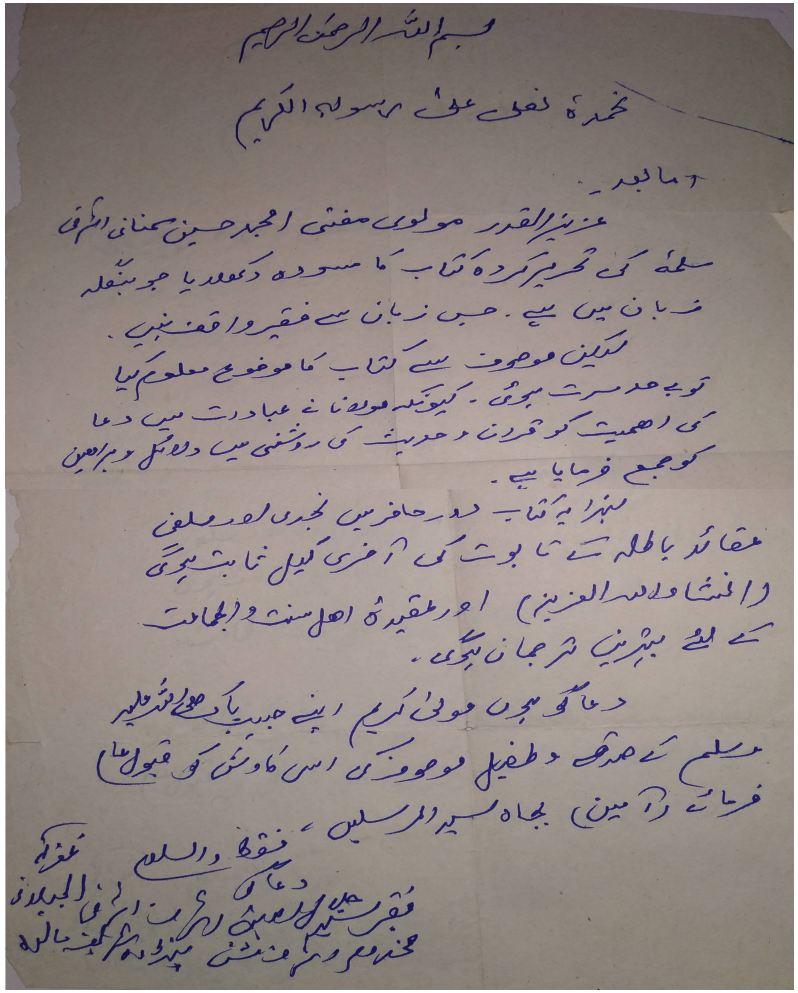

অভিমত

খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত আল্লামা মুফতী সৈয়দ জুলফিকার আলী বারকাতী রেজবী, শাইখুল হাদিস জামিয়া নুরিয়া শামপুর।

نحمدهٗ ونصلی علی حبیبه الکریم

ফরজ নামাযের পর দু'আ ও হাত তুলে প্রার্থনার প্রমাণ এই বইখানা পড়ে এধারণা জন্মেছে যে **মুফতী আমজাদ হুসেন সিমনানী** সাহেব যে উদ্দেশ্য নিয়ে বইখানা লিখেছেন তা এতে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। নামেই বুঝা যায় বইখানা লেখার মূল উদ্দেশ্য কি ? বর্তমান মুসলিম সমাজে ফরজ নামাযের পর দু'আ ও হাত তুলে প্রার্থনার প্রমাণ নিয়ে বিভিন্ন মতবাদের ও মতোবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। মুফতী সহেব এই বইয়ে সে ভুল বুঝাবুঝি দূর করার জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বিভিন্ন উদ্ধিতি দিয়ে তা দূর করার চেষ্টা করেছেন এবং সুন্দর ভাবে তা করতে পেরেছেন বলে আমার বিশ্বাস / মুসলিম সমাজ এর মাধ্যমে সঠিক পথের দিশা পাবে এটা আমার ধারণা। আমি এই বইয়ের ব্যাপক প্রচার কামনা করছি।

সৈয়দ জুলফিকার আলী বারকাতী
প্রধান শিক্ষক - জামিয়া নূরিয়া
শামপুর রায়গঞ্জ, উঃ দিণাজপুর
মোবাইল - 8348853681
Date - 12.06.2019

অভিমত

উস্তাজুল আসাতিযা, বিখ্যাত ইসলামিক চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারক হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী রাঈসুদ্দীন আসবী সাহেব, মিলকি, মালদা

نحمدهٗ و نصلی علی حبیبه الکریم

আল্লাহ তায়ালার নিকট মনোনিত ধর্ম হল ইসলাম। ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান সম্বলিত দুটি মৌলিক বিষয় হল কুরআন ও হাদিস। সাধারনের পক্ষে সরাসরি হাদিস ও কুরআন হতে শারয়ী বিধান আবিষ্কার করা দুষ্কর বলে ১৪০০ বছরের ইসলামিক ইতিহাসে কুরআন-হাদিস সহায়ক একাধিক বিষয় বা শাস্ত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যেমন তাফসীর, উসুলে তাফসীর, উসুলে হাদিস, তারিখে হাদিস, আসমাউর রেজাল, উসুলে ফিক্বাহ, বালাগাত ইত্যাদি ইত্যাদি। এতসমস্ত বিষয়াদীর ওপর পারদর্শী হওয়া ও সম্পূর্ণ রূপে মনোনিবেষ কুরআন ও হাদিসের মর্ম-কথা উদ্ঘাটন করা সর্ব সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ পাক যুগে যুগে একাধিক ক্ষণজন্মা ব্যক্তিদের মাধ্যমে এই মহান পরিসেবা গ্রহণ করে থাকেন।

বর্তমান যুগে এই অতিবাস্তব বিষয়টিকে উপেক্ষা করে কিছু অপূর্ণ মানুষ কুরআন ও হাদিসের দোহাই দিয়ে ইসলামে আপন মন্তব্য কে ঠাঁই দেওয়ার অপচেষ্টা করছে; যার জলন্ত প্রমাণ হল নামাযের পর দু'আর বিরোধিতা করা ও হাত তুলে প্রার্থনাকে বিদআত বলা।

এমন ফেৎনা বহুল পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজকে ইসলামের প্রবীণতম পরম্পরার ছায়াতলে সুরক্ষিত রাখতে **মুফতী আমজাদ হুসেন সিমনানী** সাহেব কুরআন ও হাদিসের সহস্রাধিক প্রমাণ সহকারে ''ফরজ নামাজের পর দু'আ ও হাত তুলে প্রার্থনার প্রমাণ'' নামক কেতাবটি লিখেছেন।

আমি উক্ত কেতাবটি একাধিক পৃষ্ঠা অধ্যায়ন করে নিজেও ভিষণ উপকৃত হয়েছি এবং এই কেতাব পড়লে জন সাধারণও বিশাল ফেৎনার কবল হতে উদ্ধার পাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে।

মুফতী সাহেবের নিকট উক্ত কেতাবটির ন্যায় আরও মুল্যবাণ ও তথ্য সমৃদ্ধি কেতাবের দাবি রইল। আল্লাহ তায়ালা যেন মুফতী সাহেবকে দীর্ঘায়ু করেন এবং তার দ্বারা নিজ মনোনিত ধর্মে ইসলামের অধিক খেদমত নেন।

আ-মী-ন বেহাক্কে সাইয়্যেদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ইতি

MD ABDUL JALIL
(Raisuddin)
Teacher - Mazharul Ulum
High Madrasha (H.S.)
Alipur, Kaliachak, Malda

বিশেষ দ্রষ্টব্য

নির্ভুল লেখা ও ছাপার চেষ্টা করলেও ভুল ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং পাঠকবৃন্দের চোখে যে কোন ধরনের মারাত্মক ভুল ধরা পরলে আমাকে তা সংশোধনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ইনশা-আল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে ভুল ভ্রান্তি শুদ্ধ করে প্রকাশ করতে চেষ্টা করব।

ইতি

মুহাম্মাদ আমজাদ হুসাইন
সিমনানী

-ঃ সূচিপত্র ঃ-

পৃষ্ঠা	নং
১. দু'আর অর্থ ও কুরআন শরীফে দু'আর নির্দেশ....	9
২. হাদিস শরীফে দু'আর গুরুত্ব ও ফযিলত....	11
৩. দু'আ অবহেলা ও বিলাশিতার বস্তু নয়....	15
৪. দু'আ না করলে ক্ষতি কী ?....	15
৫. দু'আ গ্রহণ না হওয়ার কারণ সমূহ....	17
৬. দু'আ গ্রহণ না হওয়ার প্রথম কারণ....	17
৭. দু'আ গ্রহণ না হওয়ার দ্বিতীয় কারণ....	18
৮. দু'আ গ্রহণ না হওয়ার তৃতীয় কারণ....	20
৯. দু'আ গ্রহণ না হওয়ার চথুর্ত কারণ....	24
১০. দু'আ কবুল না হওয়ার দ্বিতীয় দিক....	24
১১. দু'আ এবং দরূদ শরীফের পারস্পারিক সম্পর্ক....	24
১২. হাত তুলে দু'আ ও মুনাজাতের অকাট্য প্রমাণ সমূহ	33
১৩. হাত তুলে দু'আ সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন ও তার সমাধান ...	43
১৪. ওযুর পর কারো জন্য হাত তুলে দু'আ....	47
১৫. অসন্তুষ্টি প্রকাশের উদেশ্যে হাত তুলে দু'আ....	48
১৬. কারো মাগফিরাত ও সুপারিশের জন্য হাত তুলে দু'আ....	48
১৭. দানকারীর জন্য হাত তুলে দু'আ....	50
১৮. সমস্ত উম্মতের মাগফিরাতের জন্য হাত তুলে দু'আ....	51
১৯. কোন গোত্রের হিদায়েতের উদ্দেশ্যে হাত তুলে দু'আ....	53
২০. হযরত আবু বাক্বরের জন্য হাত তুলে দু'আ....	56
২১. সূর্যগ্রহণের নামাযের পর হাত তুলে দু'আ....	57
২২. আরফা মাঠে হাত তুলে দু'আ....	58

পৃষ্ঠা	নং
২৩. স্বাদকাহ গ্রহণকারীর ভুল মন্তব্য সুনে হাত তুলে দু'আ....	59
২৪. সাফা পাহাড়ে হাত তুলে দু'আ....	61
২৫. হযরত আলীর শাক্ষাতের জন্য হাত তুলে দু'আ....	61
২৬. দুই জামরার নিকটে হাত তুলে দু'আ....	63
২৭. মৃত ব্যক্তির জন্য হাত তুলে দু'আ....	64
২৮. নিজের জন্য হাত তুলে দু'আ....	65
২৯. প্রতিটি মুসিবাতে হাত তুলে দু'আ....	65
৩০. দু'আর শেষে মুখমন্ডলে হাত বুলানোর প্রমাণ....	67
৩১. মুখমন্ডলে হাত বুলানোর কারণ	67
৩২. কুরআন শরীফ ও তাফসীর গ্রন্থ হতে ফরজ নামায পর দু'আ করার প্রমানাদী	70
৩৩. হাদিস শরীফ হতে ফরজ নামায পর দু'আর প্রমাণ সমূহ....	74
৩৪. ফরজ নামায পর দু'আ সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন ও তার সমাধান.	89
৩৫. ফরজ নামায পর হাত তুলে দু'আর প্রমাণ সমূহ....	95
৩৬. ফরজ নামায পর হাত তুলে দু'আ প্রিয় নবিজীর সুন্নাত....	96
৩৭. ফরজ নামায পর দলবদ্ধ ভাবে দু'আর প্রমাণ....	109
৩৮. দলবদ্ধ ও সম্মিলিত হাত তুলে দু'আর প্রমাণ....	111
৩৯. কবর যিয়ারত ও কবরস্থানে হাত তুলে দু'আর প্রমাণ....	121
৪০. দাফনের পর দু'আর প্রমাণ....	125
৪১. দাফনের পর দু'আয় হাত তুলার প্রমাণ....	127

بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم

لك الحمد يا الله والصلوة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم

দু'আর অর্থ ও কুরআন শরিফে দু'আর নির্দেশ

দু'আ-এর শাব্দিক অর্থ হল, আহ্বান করা, আগ্রহ করা, চাওয়া, প্রার্থনা করা ইত্যাদি। ইসলাম শরিয়তে দু'আ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আল্লাহ্ তা'লার কাছে অতি পচ্ছন্দনীয় একটি ইবাদত। আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআন শরীফের বহু আয়াতে দু'আ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। সুতরাং আল্লাহর কাছে দু'আ করা বান্দাদের প্রতি অপরিহার্য।

আল্লাহ্ তা'লা ইরশাদ করেন, --

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ

অর্থাৎ :- এবং তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমার নিকট দু'আ করো আমি গ্রহণ করবো। নিশ্চয় ঐ সব লোক, যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকারে বিমুখ হয়, তারা অতিবিলম্বে জাহান্নামে যাবে লাঞ্ছিত হয়ে।

(সূরা মুমিন, আয়াত নং ৬০)

অন্য স্থানে আল্লাহ্ তা'লা আরও বলেন, --

وَ ادْعُوْهُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থাৎ :- তাঁর নিকট দু'আ মোনাজাত করো ভীত ও আশাবাদী হয়ে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লার রহমত সৎকর্ম পরায়নদের নিকটবর্তী।

(সূরা আরাফ, আয়াত নং ৫৬)

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

অর্থাৎ :- স্বীয় প্রতিপালকের দরবারে দু'আ করো বিনীত ভাবে এবং গোপনে। নিশ্চয় সীমাতিক্রম কারীগণ তাঁর নিকট পছন্দনীয় নয়।

(সূরা আরাফ, আয়াত নং ৫৫)

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَ لْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

অর্থাৎ :- এবং হে মাহবুব ! যখন আপনাকে আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, আমি তো নিকটেই আছি। প্রার্থনা গ্রহণ করি আহ্বান করীরা যখন আমাকে আহ্বান করে। সুতরাং তাদের উচিত যে, আমায় মান্য করে এবং আমার উপর ঈমান আনে, যাতে পথের দিশা পায়।

(সূরা বাকারাহ্, আয়াত নং ১৮৬)

هُوَ الْحَىُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থাৎ :- তিনিই চিরঞ্জীব; তিনি ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী নেই। সুতরাং তার ইবাদত করো নিরেট তারই বান্দা হয়ে।

(সূরা মুমিন আয়াত নং- ৬৫)

প্রিয় পাঠক ! উপরোল্লিখিত পবিত্র কুরআন শরিফের আয়াত সমূহ হতে পরিষ্কার ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দু'আ ও প্রার্থনা আল্লাহ্ তা'লার কছে অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কারণ, যদি দু'আ ইসলাম শরিয়তে গুরুত্বহীন বিষয় হত তাহলে তা কুরআন শরিফে আলোচিত হত না। আর না মহা জ্ঞানী রাব্বুল আলামীন নিজ বান্দাদেরকে দু'আর নির্দেশ প্রদান করতেন।

পবিত্র হাদিসে দু'আর গুরুত্ব ও ফযিলত

নবীয়ে আকরাম আলাইহিস স্বালাত ওয়াস সালাম-এর বাণী, কর্ম এবং মৌন স্বীকৃতিই হচ্ছে হাদিস, যা মানব জাতীর পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। নবী করীম আলাইহিস সালামের হাদিস সমূহ পর্যালোচনা করলে আমাদের কাছে দু'আর ফযিলত ও গুরুত্ব দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হয়। নবী করীম আলাইহিস সালাম বিভিন্ন সময় ও স্থানে দু'আর ফযিলত ও গুরুত্ব ব্যক্ত করেছেন। যা হাদিস গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত হয়েছে,--

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَئٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ (رواه الترمذى و احمد و ابن ماجة و الحاكم)

অর্থাৎ :- হযরত আবু হুরাইরা রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম হতে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার নিকট দু'আর চেয়ে কোন জিনিস বেশি প্রিয় ও সম্মানিত নয়।

{তিরমিজী শরীফ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৭৩,, ইবনে মাজাহ্ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ২৭১,, মুসনাদ আহমাদ হাদিস নং ৮৩৯৩,, মিশকাত শরীফ হাদিস নং ২৩২}

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ (رواه ابن ماجه و الترمذى و ابو داؤد)

অর্থাৎ :- হযরত নৌমান বিন বাশীর রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, দু'আই হলো ইবাদত।

{ইবনে মাজাহ্ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ২৭১,, তিরমিজী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৭৩,, আবু দাউদ হাদিস নং ১৪৮৭,, রেয়াজুস সালেহীন হাদিস নং ১৪৬৫}

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدْعُ اللّٰهَ سُبْحَانُهُ غَضِبَ عَلَيْهِ (رواه ابن ماجه و الترمذى)

অর্থাৎ :- হযরত আবু হুরাইরা রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার নিকট দু'আ করে না, আল্লাহ্ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

{ইবনে মাজাহ্ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ২৭১,, তিরমিজী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৭৪,, মুসনাদ আহমাদ হাদিস নং ৯৭১৯}

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

অর্থাৎ :- হযরত আনাস বিন মালিক রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেছেন, দু'আ হল ইবাদতের মূল বা মগজ।

{তিরমিযী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৭৩,, মিশকাত শরীফ হাদিস নং ২২৩১,, আলমুজামূল আওসাত তাবরানী হাদিস নং ৩১৯৬}

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَ مَاسُئِلَ اللّٰهُ شَيْئًا يَعْنِىْ اَحَبَّ اللّٰهُ مِنْ اَنْ يُّسْأَلَ الْعَافِيَّةَ وَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَ مِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عَبَادَ اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ (رواه الترمذى)

অর্থাৎ :- হযরত উমার রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যার জন্য দু'আর দরজা খুলে দেওয়া হল, মূলত তার জন্য রহ্মতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হল। আল্লাহ তা'লার নিকট যা কিছু কামনা করা হয়, তার মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করা তাঁর নিকট বেশি প্রিয়। নবী করীম আলাইহিস সালাম আরও বলেন, যে বিপদ আপদ এসেছে আর যা এখনও আসেনি তাতে দু'আয় কল্যাণ হয়। অতএব হে আল্লাহর বান্দাগণ ! তোমরা দু'আকে আবশ্যিক করে নাও।

{তিরমিযী ২য় খন্ড হাদিস নং ৩৮৯৩,, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৩৯০}

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَزِيْدُ فِىْ الْعُمْرِ اِلَّا الْبِرُّ وَ لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ اِلَّا الدُّعَاءُ

অর্থাৎ :- হযরত সাওবান রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, কেবল সৎ কর্মই আয়ু বৃদ্ধি করে এবং দু'আ ব্যতীত অন্য কিছুতে তাকদীর রদ হয় না।

{ইবনে মাজাহ্ ১ম খন্ড হাদিস নং ৯৫,, তিরমিযী শরীফ হাদিস নং ২২৮৯,, তোহফাতুল আহ্ওয়াজী ৫/৫৭৫,, জামেউস সাগির হাদিস নং ৯৯৫০}

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلدُّعَاءُ يَرُدُّ الْبَلَاءَ (رواه الزرقانى فى مختصر المقاصد و الاصبهانى فى الفوائد)

অর্থাৎ :- নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় দু'আ বালা মুসিবতকে দুর করে।

{মুখতাসারুল মাক্বাসিদ হাদিস নং ৪৫৬,, আল ফাওয়াঈদ পৃষ্ঠা নং ২৪}

উপরোল্লিখিত হাদিস সমূহ হতে যেভাবে আল্লাহ তা'লার কাছে দু'আর গুরুত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, তদ্রুপ দু'আর বেশ কয়েকটি ফযিলতও স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়, যথা -

১. দু'আ আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিয় ইবাদত।
২. দু'আই হল মূল ইবাদত।
৩. যে ব্যক্তি দু'আ করেনা তার প্রতি আল্লাহ তা'লা অসন্তুষ্ট থাকেন।
৪. দু'আ হল সমস্ত ইবাদতের মূল ও মগজ। সুতরাং দু'আ ব্যতীত ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়।
৫. দু'আ দ্বারা আল্লাহর রহমতের দরজা সমূহ খুলে যায়।
৬. দু'আ দ্বারা উপস্থিত ও আগন্তুক বালা-মুসিবাতকে দুরিভূত করা হয়।
৭. দু'আর কারণে আল্লাহ তা'লা তাকদীর (ভাগ্য) কেও পরিবর্তন করে দেন ইত্যাদি।

(দু'আ অবহেলা ও বিলাশিতার বস্তু নয়)
দু'আ না করলে ক্ষতি কী ?

দু'আর ফযিরত ও গুরুত্ব জানার পরেও কোন মানুষ বলতে পারে যে, দু'আ করা ভালো কিন্তু দু'আ না করলে ক্ষতি নেই। সুতরাং আমাদেরকে দু'আ না করার ক্ষতি প্রসঙ্গেও জ্ঞান রাখা উচিত।

নবী করীম আলাইহিস সালামের পবিত্র হাদিস সমূহ পর্যালোচনা করলে আমরা জানতে পারি যে, দু'আ না করলে অথবা দু'আকে অবহেলা ও বিলাসিতার বস্তু বানালে কতিপয় ক্ষতির আমাদেরকে সম্মুখীন হতে হয়। যেমন --

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَلدُّعَاءُ هِيَ الْعِبَادَةُ قَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থাৎ :- হযরত নৌমান বিন বাশীর রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, দু'আই হল ইবাদত। তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমার নিকট দু'আ করো আমি গ্রহণ করবো।
{আবু দাউদ প্রথম খন্ড প্রষ্ঠা নং ২১৫,, ইবনে মাজাহ হাদিস নং ৩৯৬০,, মুসনাদ আহমাদ হাদিস নং ১৭৭০৫}

উক্ত হাদিসটি তিরমিযী শরীফ ও অন্যান্য গ্রন্থে নিম্নরুপ বর্ণিত হয়েছে --

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَ قَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ

অর্থাৎ :- হযরত নৌমান বিন বাশীর রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম বলেছেন, দু'আই

হল ইবাদত। অতঃপর তিনি আয়াত পাঠ করলেন, "এবং তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমার নিকট দু'আ করো আমি গ্রহণ করবো। নিশ্চয় ঐ সব লোক, যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকারে বিমুখ হয় তারা অনতিবিলম্বে জাহান্নামে যাবে লাঞ্ছিত হয়ে।" (হাদিসটি সহীহ)
{তিরমিযী দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং ৩৬৯৯,, মুসনাদে আহ্মাদ হাদিস নং ১৭৬৬০}

উপরোক্ত হাদিস দ্বয়ে নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, দু'আই হল ইবাদত। অতঃপর তিনি পবিত্র কোরআনের সেই আয়াতটি পাঠ করলেন, যেখানে আল্লাহ তা'লা বলেছেন, ঐসব লোক যারা আমার ইবাদত হতে অহংকারে বিমুখ হয় তারা অতিবিলম্বে জাহান্নামে যাবে লাঞ্ছিত হয়ে। সুতরাং হাদিসটির সারাংস হবে, যে সমস্ত ব্যক্তিরা দু'আকে অবহেলা ও বিলাশিতার বস্তু বানাবে অথবা দু'আ হতে অহংকারে বিমুখ হবে তারা জাহান্নামের অধিকারী।

এছাড়া অন্য এক হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে --

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدْعُ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ غَضِبَ عَلَيْهِ

অর্থাৎ :- হযরত আবু হুরাইরা রাদীআল্লাহু হতে বার্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'লার নিকট দু'আ করেনা তার প্রতি আল্লাহ তা'লা অসন্তুষ্ট হন।
{ইবনে মাজাহ্ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ২৭১,, তিরমিযী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৭৪}

প্রিয় পাঠক ! একজন বান্দার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, নিজ ইবাদত ও আমল দ্বারা নিজের প্রতিপালক কে রাজি ও সন্তুষ্ট রাখা। কিন্তু ইক্ত হাদিস দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যারা আল্লাহ তা'লার তাছে দুআ করেনা তার প্রতি আল্লাহ তা'লা সন্তুষ্ট ও রাজি থাকেন না। সুতরাং আল্লাহ তা'লার প্রকৃত বান্দা হতে চাইলে দু'আ ছেড়ে দেওয়া অথবা দু'আকে অবহেলা করার কোনই সুযোগ নেই।

দু'আ গ্রহণ না হওয়ার কারণ সমূহ

নবী করীম আলাইহিস সালামের পবিত্র হাদিস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মহান রাব্বুল আলামীন সমস্ত প্রকার মুমিন বান্দার দু'আ গ্রহণ করে থাকেন সে বান্দা নেককার হোক বা গুনাহগার। তবে কিছু বান্দাদের দু'আ তিনি গ্রহণ করেন না। আর যাদের দু'আ আল্লাহর নিকট কবুল হয় না এর পিছনে কোন না কোন কারণ নিহিত থাকে। যে সমস্ত কারণে দু'আ কবুল হয় না, সেই কারণ সমূহ বহু হাদিস শরীফে বর্নিত হয়েছে। যেমন,

প্রথম কারণ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ اَحَدٍ يَدْعُوْ بِدُعَاءٍ اِلَّا اَتَاهُ اللّٰهُ مَا سَأَلَ اَوْكَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهُ مَا لَمْ يَدْ عُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ

অর্থাৎ :- হযরত জাবির রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম আলাইহিস সালামকে বলতে শুনেছি, কোন ব্যক্তি (আল্লাহর নিকট)কোন কিছু দু'আ করলে আল্লাহ তা'লা তাকে তা প্রদান করেন কিম্বা তার পরিপ্রেক্ষিতে তার হতে কোন অকল্যাণ প্রতিহত করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য দু'আ না করে।

{তিরমিযী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৭৩ হাদিস ৩৭০৯}

দ্বিতীয় স্থানে বর্ণিত হয়েছে --

اَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَا عَلَى الْاَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُوْ اللّٰهَ بِدَعْوَةٍ اِلَّا أَتَاهُ اللّٰهُ

اِيَّاهَا اَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْ عُ بِمَاْثَمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اِذًا نُكْثِرُ قَالَ "اَللّٰهُ اَكْثَرُ" (قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح)

অর্থাৎ :- হযরত উবাদা বিন সামিত কর্তৃক বর্ণিত। নবী পাক আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, পৃথিবীর বক্ষে যে মুসলিম লোকেই আল্লাহ তা'লার নিকটে কোন কিছুর জন্য দু'আ করে, অবশ্যই আল্লাহ তা'লা তা দান করেন কিম্বা তার হতে একই রকম পরিমান ক্ষতি সরিয়ে দেন, যতক্ষণ না সে পাপে জড়িত হওয়ার জন্য অথবা আত্মীয়তার সম্মপর্ক ছিন্ন করার দু'আ করে। সমবেত ব্যক্তিদের একজন বল্‌ল, তাহলে আমরা অত্যধিক দু'আ করতে পারি। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'লা তার চাইতেও বেশি কবুলকারী।

{তিরমিযী ২য় খন্ড হাদিস ৩৯২২,, রিয়াজুস সালেহীন হাদিস নং ১৫০১}

প্রিয় পাঠক ! উপরোক্ত হাদিসদ্বয় হতে প্রতীয়মান হল যে, আল্লাহ তা'লা এত দয়ালু ও ক্ষমাশীল যে তিনি তার প্রত্যেক বান্দার দু'আ কবুল করেন কিম্বা দু'আ কারী হতে একই রকম পরিমান ক্ষতি ও অকল্যাণ সরিয়ে দেন। কিন্তু যদি কোন বান্দা হারাম ও গুনাহে জড়িত হওয়ার জন্য দু'আ করে অথবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দু'আ করে তাহলে দু'আ ও প্রার্থনা কারীর আশা ও দু'আ কবুল হয় না। কারণ আল্লাহ তা'লা হারাম ও গুনাহের কর্মে লিপ্ত হওয়াকে ও আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করাকে কখনই পছন্দ করেন না।

দ্বিতীয় কারণ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اُدْعُوْ اللّٰهَ وَ اَنْتُمْ مُؤْقِنُوْنَ بِالْاِجَابَةِ وَ اعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً

مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ (الترمذى)

অর্থাৎ :- হযরত আবু হুরাইরা রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম বলেছেন, তোমরা কবুল হওয়ার পূর্ণ আস্থা নিয়ে আল্লাহ তা'লার নিকট দু'আ করো। তোমরা জেনে রাখো যে, আল্লাহ তা'লা নিশ্চয় অমনোযোগী ও আসাড় মনের দু'আ কবুল করেন না।

{তিরমিযী ২য় খন্ড হাদিস নং ৩৮১৬,, মিশকাত হাদিস নং ২২৪১,, মুজামে আওসাত-তাবরানী হাদিস নং ৫১০৯,, মুস্তাদরাক হাদিস নং ১৮১৭}

ব্যাখ্যা :- উল্লেখিত হাদিস শরীফ থেকে বোঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি যখন আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ প্রার্থনা করবে তখন যেন সে পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখে যে, আল্লাহ তা'আলা অসিম দয়ালু ও ক্ষমাশীল তিনি অবশ্যই আমার দু'আ কবুল করবেন। অনেক মানুষ বলে থাকে ''আমি অতি গুনাহগার ব্যক্তি আমার দু'আ আল্লাহ কবুল করবেন না'' এ ধরনের বিশ্বাস রাখা ও কথা বলা মটেই উচিত হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা বান্দার গুনাহের দিকে লক্ষ না করে তার মন ও হৃদয়ের দিকে লক্ষ করে তার দু'আ কবুল করেন। তাই দু'আর সময় মানুষকে মন ও হৃদয়কে সম্পূর্ণ ভাবে আল্লাহর ধ্যানে লাগিয়ে দু'আ করা আবশ্যিক। কারণ অমনোযোগী ব্যক্তির দু'আ আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না।

তৃতীয় কারণ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ يُسْتَجَابُ لِاَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُوْلُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِىْ

অর্থাৎ :- হযরত আবু হুরাইরা রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের যে কোন ব্যক্তির দু'আই কবুল হয়ে থাকে, যতক্ষন না সে তাড়াহুরো করে বলতে থাকে, দু'আ তো করলাম অথচ আমার দু'আ কবুল হয়নি।

{তিরমিযী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৭৪ হাদিস ৩৭১৫,, বোখারী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা নং ৯৩৭,,মুসলিম ২য় খন্ড হাদিস নং ৭১১০}

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ مَالَمْ يَسْتَعْجِلْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِسْتِعْجَالُ قَالَ يَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ وَ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ اَرَ يَسْتَجِيْبُ لِىْ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذٰلِكَ وَ يَدَعُ الدُّعَاءَ

অর্থাৎ :- হযরত আবু হুরাইরা রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, বান্দার দু'আ সর্বদা গৃহীত হয় যদি না সে অন্যায় কাজ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করার জন্য দু'আ করে এবং দু'আয় তাড়াহুরো না করে। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসুল ! তাড়াহুরো করা কি ? তিনি বললেন, সে বলতে থাকে, আমি দু'আ তো করেছি, আমি দু'আ তো করেছি ; কিন্তু আমি দেখতে পেলাম না যে, তিনি আমার দু'আ কবুল করেছেন। তখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আর দু'আ করা পরিত্যাগ করে।

{মুসলিম শরীফ হাদিস নং ৭১১২}

ব্যাখ্যা :- উপরোল্লিখিত হাদিসদ্বয় হতে দু'আ কবুল না হওয়ার আর একটি কারণ স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হল আর তা হল, দু'আর ফলাফলে তাড়াহুড়ো করা। অর্থাৎ এই ভাবে বলা যে, আমি,তো দু'আ করলাম কিন্তু আল্লাহ তা'লা আমার দু'আকে কবুল করলেন না অথবা আমি তো দু'আ করেছি কিন্তু আমি দেখতে পেলাম না যে তিনি আমার দু'আকে কবুল করেছেন।

প্রিয় পাঠক ! দু'আর ফলাফল বাহ্যিক দৃষ্টিতে না দেখতে পাওয়ার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তা'লা তার দু'আ কবুল করেন নি। কারণ হাদিস শরীফ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'লা কয়েকটি মাধ্যমে দু'আ কবুল করে থাকেন। যথা - ১. দু'আর বস্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করে। ২. দু'আর সাওয়াব আখেরাতের জন্য সংরক্ষন রেখে অথবা দু'আয় চাওয়া বস্তুকে প্রদান না করে সমপরিমান কুকর্ম ও অকল্যাণ তার কাছ থেকে প্রতিহত করে।

যেমন মিশকাত শরীফের এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে --

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِى اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيْهَا اِثْمٌ وَ لَا قَطِيْعَةٌ رَحِمٍ اِلَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ بِهَا اِحْدٰى ثَلٰثٌ اِمَّا اَنْ يَّعْجَلَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَ اِمَّا اَنْ يُّدَّخِرَهَا لَهُ فِىْ الْآخِرَةِ وَ اِمَّا اَنْ يَّصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا قَالُوْا اِذًا نُكْثِرُ قَالَ اَللّٰهُ اَكْثَرٌ

অর্থাৎ :- আবু সাঈদ খুদরী রাদীআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির দু'আ আল্লাহ তা'লা তিনটি পদ্ধতির মধ্য হতে কোন একটি পদ্ধতি দ্বারা গ্রহণ ও পূর্ণ করেন, যদি সেই দু'আ গুনাহ ও সম্পর্ক নষ্ট সংক্রান্ত না হয়।

১. আল্লাহ তা'লা তার দু'আ সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ করেন।
২. অথবা দু'আর সাওয়াব আখেরাতের জন্য সংরক্ষিত রাখেন।
৩. অথবা দু'আর সমতুল্য অকল্যাণ তার কাছ থেকে দুর করে দেন। (সমবেত ব্যক্তিদের) একজন বল্‌ল, তাহলে আমরা অত্যাধিক দু'আ করতে পারি। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'লা তার চাইতেও বেশি কবুলকারী।

{মিশকাত প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৯৬,, মুসনাদে আহমাদ হাদিস নং ১০৭০৯,, আল আদাবুল মুফরাদ হাদিস নং ৮১০,, মুসনাদ আবি ইয়ালা হাদিস নং ১০১৯}

প্রিয় পাঠক বৃন্দ :- উপরোক্ত হাদিস শরীফ হতে আমরা ভালোভাবেই উপলব্ধি করলাম যে, কোন ব্যক্তি যদি দু'আর ফলাফল বাহ্যিক দৃষ্টিতে দৃশ্যায়ন না করে তাহলে তাকে এই রকম ভাবা প্রযজ্য নয় যে, আল্লাহ তা'লা আমার দু'আ কবুল করেন নি বা আমার দু'আ গ্রহণ করা হল না। কারণ, আল্লাহ তা'লা নিজ বান্দার প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি সম্পর্কে বান্দা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী। সুতরাং আল্লাহ তা'লা দু'আর পরিনাম ও ফল বান্দার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রদান করে থাকেন। অতএব আমাদের উচিত, দু'আর ফলাফলের দিকে লক্ষ না করে দু'আ কবুল হওয়ার আস্থা রেখে সুধু দু'আয় রত থাকা। এইভেবে যে, দু'আ হল একটি ইবাদত বরং ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ও সম্মানিয় হলো দু'আ। সুতরাং দু'আ কোন না কোন দিক থেকে অবশ্যই লাভজনক হবে। নবী করীম আলাইহিস সালাম নিজেই ইরশাদ করেছেন।

اِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَ مِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللّٰهِ بِالدُّعَاءِ

অর্থাৎ :- যে বিপদ-আপদ এসেছে আর যা এখনও আসেনি তাতে দু'আয় নিশ্চয় কল্যাণ হয়। সুতরাং হে আল্লাহ তা'লার বান্দাগণ! তোমরা দু'আকে অবশ্যিক করে নাও।

{মিশকাত প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৯৫,, তিরমিযী ২য় খন্ড হাদিস নং ৩৫৪৮,, ফাতহুল বারী শারহিল বুখারী ১১/৯৮,, মুসতাদরাক লিল হাকিম হাদিস নং ১৮১৫}

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে --

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَلُوْا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ اَنْ يُسْأَلَ وَ اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ اِنْتِظَارُ الْفَرْجِ

অর্থাৎ :- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহ তা'লার নিকট তার দয়া প্রার্থনা করো, কেননা আল্লাহ তা'লা তার নিকট কিছূ পাওয়ার প্রার্থনাকে ভালোবাসেন। আর সর্বোত্তম ইবাদত হল দু'আ কবুল হওয়ার অপেক্ষায় থাকা।

{তিরমিযী ২য় খন্ড হাদিস নং ৩৯১৯,, মিশকাত প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৯৫}

চতুর্থ কারণ

এটি বেশির ভাগ পরিলক্ষিত হয় যে, মানুষ সুখ-স্বাচ্ছন্দের সময় আল্লাহ তা'লাকে স্মরণ খুব কম করে থাকে এবং এ সময় আল্লাহ তা'লার নিকট দু'আয়ে মগ্ন কম হয়। কিন্তু যখন দুঃখ ও মুসিবত আসে তখন বেশি বেশি দু'আ করে থাকে। নবী করীম আলাইহিস সালামের হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, দু'আ কবুল না হওয়ার পিছনে উপরের বিষয়টিও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। যেমন, হাদিসে বর্ণিত আছে --

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّسْتَجِيْبَ اللّٰهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَ الْكُرَبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِىْ الرَّخَاءِ

অর্থাৎ :- হযরত আবু হুরাইরা রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম বলেছেন, যে লোক বিপদাপদ ও সংকটের সময় আল্লাহ তা'লার অনুগ্রহ লাভ করতে চায় সে যেন সুখ-স্বাচ্ছন্দের সময় বেশি পরিমানে দু'আ করে।

{তিরমিযী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৭৩ হাদিস নং ৩৭১০,, মুসনাদে আবু ইয়ালা হাদিস নং ৬৩৯৬,, জামেউস সাগীর লিস সূয়ুতী হাদিস নং ৮৭২৪}

(দু'আ কবুল না হওয়ার দ্বিতীয় দিক)
দু'আ এবং দরুদ শরীফের পারস্পরিক সম্পর্ক

বিশ্ববরেণ্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করা আল্লাহু তা'লার নিকট একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। দরুদ ও সালামের গুরুত্ব ও মর্যাদা আল্লাহ পাক কুরআনুল মাজীদে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষনা করেন।

اِنَّ اللّٰـهَ وَ مَـلٰـئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

অনুবাদ :- নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা ও তার ফেরেস্তাগণ দরুদ প্রেরণ করেন নবীর প্রতি, হে ঈমানদারগণ ! তার প্রতি দরুদ ও খুব বেশি সালাম প্রেরণ করো।

{সূরা আহযাব আয়াত নং ৫৬}

প্রিয় পাঠক ! উক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম আলাইহিস সালামের প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ করা আল্লাহ তা'লা ও তাঁর প্রিয় ফেরেস্তাগণের স্বীয় সুন্নাত এবং মুমিনদের জন্য আল্লাহ তা'লার নির্দেশ। আর আল্লাহ তা'লা শুধু মাত্র সেই কর্মকেই নিজের জন্য পছন্দ করেন বা নিজ বান্দাদের নির্দেশ দেন যা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

হাদিস শরীফের মধ্যে যেমন দরুদ ও সালামের অসংখ্য ফযিলত রয়েছে তদ্রুপ রয়েছে দরুদ ও সালাম পাঠ না করার ক্ষতি ও শাস্তি। পবিত্র কুরআন ও হাদিস পর্যালোচনা করলে আমরা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারবো যে, নবী করীম আলাইহিস সালামের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসাই হল ঈমানের আত্মা বা রুহ। নবী করীম আলাইহিস সালামের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা যার মধ্যে যত বেশি হবে তার ঈমানও তত শক্ত ও মজবুত হবে।

যেমন, নবী করীম আলাইহিস সালাম নিজেই ইরশাদ করেন -

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَ وَلَدِهٖ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

অর্থাৎ :- তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মোমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আমাকে নিজের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষা অধিক ভালোবাসবে। {বুখারী শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৭,, মুসলিম শরীফ হাদিস নং ৪৪,, সাহিহ ইবনে হাব্বান হাদিস নং ১৭৯,, ইবনে মাজাহ হাদিস নং ৭০}

নবী করীম আলাইহিস সালামের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করার উপায় হল, তাঁর সুন্নাতকে বাস্তবায়ন করে জীবন অতিবাহিত করা এবং তার প্রতি বেশি বেশি দরুদ ও সালাম প্রেরণ করা।

আল্লাহ তা'লা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সম্বধন করে ইরশাদ করেন --

وَ رَفَعْنَالَكَ ذِكْرَكَ

অনুবাদ :- (হে প্রিয়তম নবী) আমি, আপনার জন্য আপনার স্বরণ (জিক্‌র) কে উৎকৃষ্টতা প্রদান করেছি।

{সূরা ইনশিরাহ আয়াত নং ৪}

হাদিস শরীফে উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আয়াতটি নাযিল হলে নবী করীম আলাইহিস সালামকে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বলেন, আল্লাহ তা'লা বলেন, আপনার স্বরণকে সমুন্নত করার অর্থ হল, যখন আমাকে স্বরণ করা হবে তখন আমার সাথে আপনাকেও স্বরণ করা হবে।

মোফাস্‌সিরে আজাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, উক্ত আয়াতের অর্থ হল, আজান, তাকবীর, তাশাহ্‌হুদ ও খুৎবা ইত্যাদি সময়ে যখন আল্লাহ তা'লাকে স্বরণ করা হবে তখন নবী করীম আলাইহিস সালামের স্বরণ করা একান্ত জরুরী।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝা গেল, যদি কেউ আল্লাহ তা'লার ইবাদত করে এবং প্রত্যেক কথায় তার সত্যতা স্বীকার করে কিন্তু সৈয়্যেদে আলাম আলাইহিস সালামের রিসালাতের সাক্ষ না দেয় ও তাঁর ভালোবাসার প্রমাণ না প্রদান করে তাহলে তার সমস্ত আমল নিস্ফল।

প্রিয় পাঠক বৃন্দ ! উপরোক্ত কারণ সমূহের ফলে হাদিস শরীফের মধ্যে আল্লাহ তা'লার নিকট সব থেকে সম্মানিত ও পছন্দনীয় ইবাদত দু'আ কবুল হওয়ার মাধ্যম রূপে দরুদ শরীফ কেই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ নামাযের মধ্যে হোক বা নামাযের বাইরে যে কোন স্থানে যদি কেউ আল্লাহর নিকট দু'আ করে আর তাঁর প্রিয়তম নবী হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ না করে তাহলে তার দু'আ আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য ও গৃহীত হবে না।

দু'আ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য দরুদ শরীফের মাধ্যম হওয়া ব্যাপারটি বহু হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। তন্মধ্যে কিছু নিম্নে প্রদত্ত হল --

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَاعِدًا اِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَ ارْحَمْنِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَجِلْتَ اَيُّهَا الْمُصَلِّىْ اِذَا صَلَّيْتَ وَ قَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللّٰهَ بِمَا هُوَ اَهْلُهٗ وَ صَلِّ عَلَىَّ ثُمَّ ادْعُهُ قَالَ ثُمَّ صَلّٰى رَجُلٌ آخَرُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَ صَلّٰى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَيُّهَا الْمُصَلِّىْ اُدْعُ تُجَبْ

(قال ابو عيسى هذا حديث حسن)

অর্থাৎ :- হযরত ফোযালাহ্ ইবনে উবাইদ রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম আলাইহিস সালাম বসা অবস্থায় ছিলেন। সে সময় জনৈক লোক মসজিদে প্রবেশ করে নামায আদায় করল, তারপর বলল, হে আল্লাহ ! আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি দয়া কর। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, হে নামাযী ! তুমি তো তড়িঘড়ি করলে। যখন তুমি নামায সমাপ্ত করবে সে সময় শুরুতে আল্লাহ তা'লার যক্ষোপযুক্ত প্রশাংসা করবে এবং আমার উপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ করবে, তারপর আল্লাহ তা'লার নিকটে দু'আ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর অপর এক লোক এসে নামায আদায় করে প্রথমে আল্লাহ তা'লার প্রশংসা করল, তারপর নবী করীম আলাইহিস সালামের প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করল। নবী করীম আলাইহিস সালাম তাকে বললেন, হে নামাযী ! এবার দু'আ করো কবুল করা হবে। ইমাম তিরমিযী বলেন হাদিসটি হাসান সুত্রে বর্ণিত।

{তিরমিযী শরীফ হাদিস নং ৩৮১৪,, মিশকাত ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৮৬}

দ্বিতীয় হাদিসে রয়েছে, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন --

اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَاْ بِتَحْمِيْدِ اللّٰهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ (قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح)

অর্থাৎ :- তোমাদের কেউ নামায আদায় করলে সে যেন আল্লাহ তা'লার প্রশংসা ও তার গুনগান করে, তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম -এর উপর দরুদ পাঠ করে, তারপর তার মনের কামনা অনুযায়ী দু'আ করে। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদিসটি হাসান ও সহীহ।

{তিরমিযী শরীফ ২য় খন্ড হাদিস নং ৩৮১৫,, সহীহ ইবনে হাব্বান হাদিস নং ১৯৬০,, মুসনাদ আহমাদ হাদিস নং ২২৪১১}

প্রিয় পাঠক বৃন্দ ! উপরোল্লিখিত হাদিসদ্বয় হতে স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নামাযের মধ্যে দু'আ কবুল হওয়ার জন্য নবী করীম আলাইহিস সালামের প্রতি দরুদ পাঠ করা হল একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। এছাড়া আরও বহু হাদিস শরীফ দ্বরা প্রমাণিত যে, শুধূ নামাযের মধ্যে নয় বরং সর্বদা দু'আ কবুল হওয়ার জন্য নবী করীম আলাইহিস সালামের প্রতি দরুদ পাঠ করাটা জরুরী ও আবশ্যিক। যেমন --

عَنْ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهَا شَئٌ حَتّٰى يُصَلِّىَ عَلٰى نَبِيِّكَ

অর্থাৎ :- হযরত উমার রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় দু'আ আকাশ ও ভূখন্ডের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। এর একটুও আগে যায়না যতক্ষণ না তুমি নবী করীম আলাইহিস সালামের প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করছো। হাদিসটি হাসান ও সহীহ।
{তিরমিযী ১ম খন্ড হাদিস নং ৪৮৮,, মিশকাত ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৮৭}

وَ عَنْ عَلِيٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا مِنْ دُعَاءٍ اِلَّا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ حِجَابٌ حَتّٰى يُصَلِّىَ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاِذَا صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنْخَرَقَ الْحِجَابُ وَ اسْتُجِيْبُ الدُّعَاءُ وَ اِذَا لَمْ يُصَلِّىْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمْ يُسْتَجَبِ الدُّعَاءُ

অর্থাৎ :- হযরত আলী রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম আলাইহিস সালাম হতে বর্ণনা করেন, প্রতিটি দু'আ এবং আসমানের মাঝে একটি পর্দা থাকে যতক্ষণ না সে নবী করীম আলাইহিস সালামের প্রতি দরুদ পাঠ করেছে। অতএব যখন সে নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ প্রেরণ করে সেই পর্দাটি ফেটে যায় এবং দু'আ কবুল করা হয়। আর যদি সে নবী করীম আলাইহিস সালামের প্রতি দরুদ পাঠ না করে তার দু'আ কবুল হয় না।
{কিতাবু ফাজরিল মুনির পৃষ্ঠা নং ৮৫,, জিলাউল ইফহাম পৃষ্ঠা নং ৮৭,, আল কাউলুল বাদীয় পৃষ্ঠা নং ৩২২,, কানযুল উম্মাল হাদিস নং ৩২৭০,, তাফসীরে রুহুল বয়ান ৭/২৩০}

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوْبٌ حَتّٰى يُصَلِّىَ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ آلِ مُحَمَّدٍ (و قال الهيثمى رواه الطبرانى فى الاوسط و رجاله ثقات)

অর্থাৎ :- হযরত আলী রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতিটি দু'আ পর্দা দ্বারা বেষ্টিত থাকে (কবুল হয়না) যতক্ষণ না সে নবী করীম আলাইহিস সালাম ও তার বংশধর -এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করে। (ইমাম হাইসামী বলেন হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণিত।)
{তাবরানী আওসাত হাদিস নং ৭২১,, বাইহাকী শোয়াবুল ঈমান হাদিস নং ১৫৭৫,, মুসনাদুল ফিরদাউস হাদিস নং ৪৭৫৪,, মাজমাউজ জাওয়াঈদ ১০/১৬০}

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوْبٌ حَتّٰى يُصَلِّىَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

অর্থাৎ :- হযরত আনাস ও হযরত আলী রাদীআল্লাহু আনহুম কর্তৃক বর্ণিত। প্রতিটি দু'আ পর্দার মধ্যে থাকে (অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য হয়

না) যতক্ষণ না দু'আকারী নবী করীম আলাইহিস সালামের প্রতি দরুদ পাঠ করে।

{আল-জামেউস সাগীর ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৬০,, তোহফাতুজ জাকেরীন পৃষ্ঠা নং ৫৪,, সিলসিলাতু সাহীহা আলবানী হাদিস নং২০৩৫}

* হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণিত।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بسر المازنى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلدُّعَاءُ كُلُّهُ مَحْجُوْبٌ حَتّٰى يَكُوْنَ اَوَّلُهُ ثَنَاءً عَلَى اللّٰهِ وَ الصَّلٰوةً عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُوْ فَيُسْتَجَابُ لِدُعَائِهٖ

অর্থাৎ :- হযরত আব্দুল্লাহ বিন বাসর মাযনী কর্তৃক বর্ণিত। সমস্ত দু'আ পর্দা দ্বারা বেষ্টিত থাকে (কবুল হয় না) যতক্ষণ না সেই দু'আর শুরুতে আল্লাহ তা'লার প্রশংসা এবং নবী করীম আলাইহিস সালামের প্রতি দরুদ প্রেরণ করা হয়েছে। তারপর দু'আ করলে তার দু'আ কবুল ও মনজুর করা হবে।

* হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণিত।

{তাযকিরাতুল হুফফায ৩/১৫৪,, সিলসিলাতু সাহীহা ৫/৫৬,, জিলাউল ইফহাম পৃষ্ঠা নং ৩৭৭}

প্রিয় পাঠক ! উপরোক্ত হাদিস সমূহ হতে দিবালোকের ন্যায় প্রতীয়মান হল যে, আল্লাহ তা'লার নিকট দু'আ এবং নবী করীম আলাইহিস সালামের প্রতি দরুদের মধ্যে একটি দৃঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান। সুতরাং যে ব্যক্তি চায় যে, তার দু'আ আল্লাহ তা'লা কবুল করুক সে যেন দু'আর আগে, পরে অথবা দু'আর মাঝে আল্লাহর প্রিয়তম রসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার সহিত দরুদ শরীফ প্রেরণ করে।

আল্লাহ তা'লা সমস্ত মুসলমানকে নবী করীম আলাইহিস সালামের প্রতি বেশি বেশি দরুদ ও সালাম প্রেরণ করার তৌফিক প্রদান করুন। আমীন বিজাহে সায়্যেদিল মুরসালীম আলাইহিস স্বালাত ওয়া তাসলীম।

হাত তুলে দু'আ ও মুনাজাতের অকাট্য প্রমাণ সমূহ

প্রিয় পাঠক ! বর্তমান এই ফেতনাবহুল পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'লার নিকট দু'আ করার সময় হাত তুলা বিষয়টি খুব বিতর্কিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে, যদিও অধিকাংশ মানুষ দু'আর সময় হাত তুলাকে সুন্নাত মনে করে থাকেন তথাপি কিছু সংখ্যক মানুষ এমনও রয়েছে যারা হাত উত্তোলন করে দু'আ করারকে বিদআতের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টায় লেগে আছে।

যেনে রাখা জরুরী যে, নবী করীম আলাইহিস সালামের সুন্নাত সমূহের অনুসরণ ও অনুকরণ করাটাই হল ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কল্যাণ প্রাপ্তির একমাত্র পথ। নবী করীম আলাইহিস সালামের হাদিস সমূহের পর্যালোচনা দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'লার নিকট দু'আ করার সময় হাত উত্তোলন করা হল, নবী করীম আলাইহিস সালাম ও সাহাবায়ে কেরামগণের সুন্নাত এবং দু'আ কবুল হওয়ার সর্বত্তম পদ্ধতি।

হাত তুলে দু'আ প্রসঙ্গে কিছু হাদিস নিম্নে প্রদত্ত হল-

عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ اَلسَّكُوْنِيِّ ثُمَّ العَوْفِي اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْأَلُوْهُ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَ لَا تَسْأَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا

অর্থাৎ :- হযরত মালিক বিন ইয়াসির আস-সাকুনী আল-আওফী রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নিশ্চয় নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহ তা'লার নিকট দু'আ করার সময় হাতের তালুকে সম্মুখে রেখে দু'আ করবে, হাতের পৃষ্ঠ দিয়ে নয়। (জামেউস সাগিরে হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।)

{আবু দাউদ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ২১৬,, মিশকাত প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৯৫,, মুসনাদুস শামিয়ীন হাদিস নং ১৬৩৯,, জামেয় সাগির হাদিস নং ৬৫৮}

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ سَلُوْا اللّٰهَ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَ لَا تَسْأَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا فَاِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَكُمْ

অর্থাৎ :- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিম সালাম ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করো নিজ হাতের তালুর দিক থেকে। উল্টো হাতে দু'আ করনা। অতঃপর দু'আর শেষে তোমাদের হাতের তালু দিয়ে নিজের চেহারা মুছে নাও।

* ইমাম সুয়ূতী জামেয় সাগীর -এ হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

{মিশকাত ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৯৫,, আবু দাউদ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ২১৬,, মুসনাদুল ফিরদৌস হাদিস নং ৩৩৮৩,, সুনান কুবরা বাইহাকী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ২১২,, জামেয় সাগীর হাদিস নং ৪৬৯০}

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا دَعَوْتَ اللّٰهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ وَ لَا تَدْعُ بِظُهُوْرِهِمَا فَاِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ

অর্থাৎ :- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, তুমি যখন আল্লাহ তা'লার নিকট দু'আ করবে, তখন তোমার দু'হাতের তালু উপর দিকে রেখে দু'আ করবে, দু'হাতের পিঠ উপর দিকে রেখে দু'আ করবে না। তুমি দু'আ শেষ করে হাতের তালুদ্বয় তোমার মুখমন্ডলে বুলিয়ে নেবে।

* জামেয় সাগীর -এ হাদিসটি হাসান সুত্রে বর্ণিত হয়েছে।
{ইবনে মাজা ২য় খন্ড, হাদিস নং ৩৯৯৯,, জামেয় সাগীর হাদিস নং ৬০২}

عَنْ نَفِيْعِ بْنِ الْحَارِثِ الثَقَفِى اَبِى بَكْرَةَ ..... سَلُوْا اللّٰهَ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَ لَا تَسْئَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا

অর্থাৎ :- হযরত নাফীয় বিন হারিস সাক্বাফী রাদীআল্লাহু আনহু হতে উক্ত হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এই ভাবে,
''তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করো নিজ হাতের তালুর দিক দিয়ে আর উল্টো হাতে দু'আ করনা।

*মাজমাউজ জাওয়াইদ-এ হাদিসটি মজবুত সনদ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে।
{মাজমাউজ জাওয়াইদ ১০ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৭২,, তারিখে ইসবাহান ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৯৫}

প্রিয় পাঠক ! উপরোক্ত চারটি সহীহ হাদিস দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম নিজ উম্মতিদেরকে আল্লাহ তা'আলা নিকট দু'আ করার সময় হাত তুলার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি শুধু উম্মতিকেই হাত তুলে দু'আর নির্দেশ দেননি বরং তিনি নিজে যখন দু'আ করতেন তখন হাত তুলেই দু'আ করতেন যা নিম্নে প্রদত্ত হাদিস সমূহ হতে প্রমাণিত।

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلِيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهٗ بِيَدَيْهِ

অর্থাৎ :- হযরত সাঈব ইবনে ইয়াযিদ রাদীআল্লাহু আনহু নিজ পিতার সূত্রে বর্ণিত। নিশ্চয় নবী করীম আলাইহিস সালাম যখন দু'আ করতেন নিজের উভয় হাত উত্তোলন করতেন। দু'আর শেষে হাত দ্বয় চেহারা মোবারকে বুলিয়ে নিতেন। হাদিসটি হাসান।

{আবু দাউদ ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ২১৬ হাদিস ১৪৯৪,, নাসবুব রাইয়া ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ৫৭,, জামেয় সাগির হাদিস নং ৬৬৬৭,, মুসনাদ আহমাদ হাদিস নং ১৭৯৪৩}

قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىْ دَعَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ رَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ

অর্থাৎ :- হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাদীআল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম দু'খানা হাত এতটুকু উঠিয়ে দু'আ করেন যে, আমি তাঁর বগলের ফর্সা রং দেখতে পেয়েছি। হাদিসটি সহীহ।
{বুখারী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ৯৩৮}

قَالَ اِبْنُ عُمَرَ رَفَعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدَيْهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ

অর্থাৎ :- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদীআল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম দু'খানা হাত তুলে দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ ! খালিদ যা করেছে আমি তা থেকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি।
{বুখারী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ৯৩৮,, সহীহ ইবনে হাব্বান হাদিস নং ৪৭৪৯,, নাসাঈ শরীফ হাদিস নং ৫৪২২}

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ

অর্থাৎ :- হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নবী করীম আলাইহিস সালাম দু'খানা হাত এতটুক তুলে দু'আ করেছেন যে, আমি তার বগলের শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি।
{বুখারী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ৯৩৮}

عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ

فِىْ الدُّعَاءِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ

অর্থাৎ :- হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম দু'আ করার সময় এতটুকু হাত তুলতেন যে, তাঁর বগলের ফর্সা রং দেখা যেত।

{মিশকাত ১ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৯৪,, সহীহ ইবনে হাব্বান হাদিস নং ৮৭৭,, মুসলিম শরীফ হাদিস নং ২১১১}

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ دَعَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ اَبِى عَامِرٍ

অর্থাৎ :- হযরত আবু মুসা রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম একদা পানি আনিয়ে ওযু করলেন। তারপর উভয় হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ ! তুমি উবায়দ আবু আমর কে মাফ করে দাও।

{বুখারী শরীফ ২য় খন্ড হাদিস নং ৬৩৮৩,, মুসলিম হাদিস নং ৬৫৬২}

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِىْ الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتّٰى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهٗ (قال ابو عيسى هذا حديث صحيح غريب)

অর্থাৎ :- হযরত উমর বিন খাত্তাব রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করার সময় যখন তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করতেন, তিনি তা দিয়ে তাঁর মুখমন্ডল বুলায়ন না করা পর্যন্ত নামাতেন না। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদিসটি সহীহ।

{তিরমিযী ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৭৪ হাদিস নং ৩৭১৪,, তাবরানী আওসাত হাদিস নং ৮০৫৩,, আল আহকামুস সুগরা হাদিস নং ৮৯৯}

عَنْ اَبِىْ بُرْزَةَ الْاَسْلَمِى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِىْ الدُّعَاءِ حَتّٰى رُئِىَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ

অর্থাৎ :- হযরত আবু বুরযাহ আসলামী রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী কারীম আলাইহিস সালাম দু'আ করার সময় হাত উত্তোলন করতেন ফলে তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যেত।

{মাজমাউজ জাওয়াইদ ১০ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৮১}

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ تعلة ابى مَسْعُوْدٍ..... فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رُؤِىَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ يَدْعُوْ لِعُثْمَانَ دُعَاءَ مَا سَمِعْتُهُ دَعَا لِاَحَدٍ قَبْلَهٗ

অর্থাৎ :- হযরত ইকরা বিন আমর বিন সালেবা রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। (তিনি একটি যুদ্ধের বর্ণনায় বলেন) অতঃপর আমি দেখলাম, নবী করীম আলাইহিস সালাম নিজের হাত দ্বয় এতটা তুললেন যে, তাঁর বগলের ফর্সা রং দেখা গেল। তিনি হযরত উসমান -এর জন্য এমন ভাবে দু'আ করলেন যে, আমি পূর্বে কারো জন্য অনুরূপ দু'আ করতে তাকে শুনেনি।

{মাজমাউজ জাওয়াইন ৭ম খন্ড পৃষ্ঠা নং ৯৮,, খাসাইসে কুবরা ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ১০৫}

* উল্লেখিত হাদিসটি মাজমাউজ জাওয়াইন-এ হাসান সনদে ও খাসাইসে কুবরায় সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা :- প্রিয় মুসলিম সমাজ ! উপরোল্লিখিত হাদিস সমূহ ব্যতীত আরও অসংখ্য হাদিস দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নবীয়ে আকরম আলাইহিস সালাম সুধু উম্মতিকে দু'আর সময় হাত তুলার আদেশ দেননি বরং তিনি নিজেই যখন দুআ প্রর্থনা করতেন তখন হাত

তুলেই করতেন। কারণ নবী কারীম আলাইহিস সালামের অন্যান্য বার্তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার নিকট হাত তুলে দু'আ করে তাহলে আল্লাহ্ তাআলা সেই উত্তোলিত হাতের দু'আকে অবশ্যই গ্রহণ করে থাকেন এবং তা কবুল না করে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। যেমন --

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ رَبَّكُمْ حَىٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحِىْ مِنْ عِبْدِهٖ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اِلَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا

অর্থাৎ :- সালমান ফারসী রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীয়ে আকরাম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক চিরঞ্জীব ও মহান দাতা। যখন কোন বান্দা দু'হাত তুলে তাঁর নিকট দু'আ করে তিনি তা খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। * হাদিসটি সহিহ্।

{আবু দাউদ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ২১৬,, মিশকাত প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা নং ১৯৪,, সহিহ ইবনে হাব্বান হাদিস নং ৮৭৬}

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارَسِى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَىٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحِىْ اِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ اِلَيْهِ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ (قال ابو عيسى هذا حديث حسن)

অর্থাৎ :- হযরত সালমান রাদীআল্লাহু আনহু নবী কারীম আলাইহিস সালাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা চিরঞ্জিব দয়াশীল যখন কোন ব্যক্তি তাঁর দরবারে নিজের দু'হাত তুলে দু'আ করে তখন তিনি তাঁর হাত দু'খানা শূন্য ও বঞ্চিত ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।

* ইমাম তিরমিযী বলেন হাদিসটি হাসান সুত্রে বর্ণিত এবং অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে হাদিসটি সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

{তিরমিযী ২য় খন্ড, হাদিস ৩৯০৪,, ইবনে মাজাহ্ ২য় খন্ড, হাদিস ৩৯৯৮,, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ২য় খন্ড পৃষ্ঠা নং ৩৯০,, জামেয় সাগীর লি সুয়ুতী হাদিস ১৮২৪}

অন্য এক হাদিসে রয়েছে,

اِنَّ رَبَّكُمْ حَىٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحِىْ مِنْ عِبْدِ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اِلَيْهِ يَدْعُوْهُ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا لَيْسَ فِيْهِمَا شَىٌّ اَوْ حَتّٰى يَضَعَ فِيْهِمَا خَيْرًا

অর্থাৎ :- নিশ্চয় তোমাদের রব জীবিত মহান দাতা, যখন কোন বান্দা তার নিকট নিজের দু'খানা হাত তুলে দু'আ করে তিনি সেই দুখানা হাতে কিছু প্রদান না করে অথবা হাত দ্বয়ে খাইর প্রদান না করে খালি ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন।

* হাদিসটি "শারহুস সুন্নাহ্" গ্রন্থে ইমাম বাগবী হাসান সনদে ও "আল আরশ" গ্রন্থে ইমাম জাহবী সহিহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন।

{শারহুস সুন্নাহ্, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৫৯,, আল আরশ লি জাহবী, পৃষ্ঠা নং ৫৯,, আল মুজামুল আওসাত, হাদিস ৪৫৯১,, মুসনাদ আবী ইয়ালা, হাদিস ১৮৬৭,, আল-আমালী হালবীয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২৬,, মুসতাদরাক, হাদিস ১৮৮৪}

প্রিয় পাঠক! সংকলিত সমস্ত হাদিস সমূহের আলোকে এটা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হল যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করার সময় হাত উত্তোলন করার আদেশ দিয়েছেন আর তিনি কোনো দু'আকে হাত তুলার জন্য নির্দিষ্ট করে দেননি। বরং স্বাধীন ভাবে আমাদেরকে দু'আয় হাত তুলার নির্দেশ দিয়েছেন। এবং বলেছেন, যে দু'আয় বান্দা হাত উত্তোলন করে সেই দু'আ আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই কবুল করেন। যদি হাত উত্তোলন করা কোনো দু'আর জন্য নির্দিষ্ট হত তাহলে "যখন কোন ব্যক্তি হাত তুলে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করে তিনি সেই হাতকে খালি ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করেন" এবং "তোমরা আল্লাহ্র নিকট দু'আ করো নিজ হাতের তালুর দিক থেকে" বাক্যগুলি স্বাধীনভাবে হাদিস শরীফে বর্ণিত হত না। বরং সেই সমস্ত স্থানগুলি উল্লেখ হত যেখানে হাত তুলা

শরিয়াতের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট। উল্লেখিত বাক্যসমূহ হতে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, সংকলিত হাদিস সমূহ দ্বারা হাত তুলাকে কোন দু'আর সঙ্গে নির্দিষ্ট করা নবী করীম আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য ছিল না, বরং উল্লেখিত বাক্যগুলি থেকে নবী করীম আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্য ছিল নিজ উম্মাতকে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ কবুল হওয়ার নিয়ম-পদ্ধতি শিখানো। আর এই ব্যাখ্যাই বুঝেছেন নবী করীম আলাইহিস সালাত ওয়া সালামের অনুগত্যকারী ও সহযোগী সাহাবায়ে কেরামগণও। তাই যোগ্য বিজ্ঞ মুজতাহিদ, ফাকীহ্ ও বাহরুল উলুম সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদীআল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন-

اَلْمَسْئَلَةُ اَنْ تَرْفَعَ يَدَيْکَ حَذْوَ مَنْکِبَيْکَ اَوْ نَحْوَهُمَا

অর্থাৎ- (আল্লাহর নিকট) দু'আ করার পদ্ধতি হল, নিজ হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে দু'আ করা।

* হাদিসটি বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে সহিহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে।
{আবু দাউদ, ১ম খন্ড, ২১৬ নং পৃষ্ঠা, হাদিস ১৪৯১,, আদদাওয়াতিল কাবির বাইহাকী, হাদিস ৩১৩,, তাখরীয মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদিস ২১৯৬,, সহিহুল জামেয়, হাদিস ৬৬৯৪ }

উক্ত হাদিস শরীফে মুফাসসিরে আযাম আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদীআল্লাহু আনহু স্পষ্ট ভাবে দু'আর পদ্ধতির মধ্যে হাত তুলাকে উল্লেখ করেছেন। নবী করীম আলাইহিস সালাম যে সমস্ত স্থানে হাত তুলে দু'আ করেছেন শুধু সেই সমস্ত স্থানে হাত তুলা যদি বৈধ্য হত তাহলে তিনি কখনই স্বাধীনভাবে হাত তুলাকে দু'আ করার পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত করতেন না। আর যখন উপরোক্ত অকাট্য দলীল দ্বারা হাত তুলা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করার পদ্ধতি প্রমাণিত হল তখন কোন দু'আয় হাত উত্তোলন করা ততক্ষন পর্যন্ত বৈধ, মুস্তাহাব, শরিয়ত সম্মত ও দু'আ মাকবুলিয়াতের কারণ হয়েই থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত না কোন নির্দিষ্ট দু'আয় হাত উত্তোলন করা অকাট্য দলীল দ্বারা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়েছে।

অর্থাৎ ! যে সমস্ত স্থানে দু'আ করার সময় হাত তুলা অকাট্য দলীল দ্বারা নিষিদ্ধ প্রমাণিত শুধু সেই সমস্ত স্থানে হাত তুলে দু'আ করা নিষিদ্ধ

হবে। যেমন নামাযের মধ্যে সালাম ফিরানোর পূর্বে দুআয় হাত তুলা নিষেধ প্রমাণিত, সুতরাং সেখানে হাত তুলে দু'আ করা যাবে না, অথবা বৈধ হবে না। আর যে সমস্ত স্থানে হাত তুলে দু'আ করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত নয় সেখানে হাত তুলে দু'আ করা উপরোক্ত হাদিস সমূহের আলোকে বৈধ প্রমাণিত হবে। যেমন নামাযে সালাম ফিরানোর পর, জানাযার নামাযের পর, দাফনের পরে ইত্যাদি স্থান সমূহে হাত তুলে দু'আ করার নিষিদ্ধতা শরিয়তে প্রমাণিত নয়। সুতরাং উল্লেখিত স্থান সমূহে কেউ যদি হাত তুলে দু'আ করতে নিষেধ করে তাহলে এটা তার অজ্ঞতা, মুর্খামি ও নবী করীম আলাইহিস সালাম ও সাহাবায়ে কেরামের বিরোধীতা করা প্রমাণিত হবে।

হাত তুলে দু'আ সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন ও তার সমাধান

প্রশ্ন :- বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيٍّ مِنْ دُعَائِهِ اِلَّا فِيْ الْاِسْتِسْقَاءِ

অর্থাৎ :- হযরত আনাস রাদীআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইস্তিসকা (বৃষ্টি বর্ষণের জন্য দু'আ) ব্যতীত অন্য কোন দু'আয় হাত উত্তোলন করতেন না।

{বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ১৪০ নং পৃষ্ঠা, হাদিস ১০৩১,, মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড, হাদিস ২১১৩,, আবু দাউদ, ১ম খন্ড, হাদিস ১১৭২}

উপরোক্ত হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইস্তিসকা ব্যতীত অন্য কোথাও হাত তুলে দু'আ করতেন না।

উত্তর :- উপরোক্ত হাদিস -এর মুহাদ্দেসীন ও মুহাক্কেকীনগণ কয়েকটি ব্যাখ্যা করেছেন।

১) হয়তো হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু নবী পাক আলাইহিস সালামকে অন্য কোথাও হাত তুলে দু'আ করতে পত্যক্ষ করেন নি, তাই তিনি উক্ত মন্তব্যটি করেছেন। কিন্তু তিনার না দেখার ফলে সমস্ত সাহাবা কেরামগণের না দেখা অথবা নবী করীম আলাইহিস সালামের অন্য কোথাও হাত তুলে দু'আ না করা কখনও প্রমাণিত হবে না।

২) হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহুর উক্ত মন্তব্যের উদ্দেশ্য হল, নবী করীম আলাইহিস সালাম যতটা হাত উঁচু করে ইস্তিসকায় দু'আ করতেন ততটা অন্যান্য দুআয় হাত উঁচু করতেন না। সুতরাং উল্লেখিত হাদিস ও হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহুর মন্তব্য দ্বারা ইস্কিসকা ব্যতীত অন্যান্য স্থান সমূহে হাত তুলে দুআ করা নিষিদ্ধ কোন মতেই প্রমাণিত হবে না।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা দুটির দলীল নিম্নে প্রদত্ত হল-

১) বোখারী শরীফ, ১ম খন্ড, ১৪০ নং পৃষ্ঠা -এর টিকা নং ৪ -এ উল্লেখ করা হয়েছে-

قَالَ النَّوَوِىْ هَذَا الْحَدِيْثُ ظَاهِرُهُ يُوْهِمُ اَنَّهُ لَا يَرْفَعُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدَهُ اِلَّا فِيْ الْاِسْتِسْقَاءِ وَ لَيْسَ الْاَمْرُ كَذَالِكَ قَدْ ثَبَتَ رَفْعُ يَدَيْهِ فِيْ الدُّعَاءِ فِيْ مَوَاطِنَ غَيْرِ الْاِسْتِسْقَاءِ وَ هِيَ اَكْثَرُ مِنْ اَنْ تُحْصٰى فَيَتَنَاوَلُ هَذَا الْحَدِيْثُ عَلٰى اَنَّهُ لَمْ يَرْفَعِ الرَّفِيْعَ الْبَلِيْغَ بِحَيْثُ يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ اِلَّا فِيْ الْاِسْتِسْقَاءِ وَ اِنَّ الْمُرَادَ لَمْ اَرَهُ يَرْفَعُ وَ قَدْ رَأَهُ غَيْرُهُ يَرْفَعُ

অর্থাৎ :- মুসলিম শরীফের প্রখ্যাত ভাষ্যকার হযরত ইমাম নাবাবী আলাইহির রাহ্মা বলেন, এই হাদিসের বাহ্যিক দিক হতে এটা সন্দেহ হয় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইস্তিসকা (বৃষ্টি বর্ষণের দু'আ) ব্যতীত অন্য কোথাও হাত তুলে দু'আ করতেন না। কিন্তু আসল ব্যাপারটি এমন নয়। কারণ, নবী করীম আলাইহিস সালামের ইস্তিসকা ছাড়াও অন্যান্য এতগুলি স্থানে হাত তুলে দু'আ করা প্রমাণিত যা গণনার উর্ধে। সুতরাং উক্ত হাদিসটির সঠিক মর্মার্থ হল, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইস্তিসকায় যতটা হাত উঁচু করে দু'আ করতেন, ততটা অন্যত্রে হাত উঁচু করতেন না। অথবা হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু নবী করীমকে অন্যত্রে হাত তুলে দু'আ করতে দেখেননি, কিন্তু অন্যান্য সাহাবাগণ অবশ্যই নাবী পাক আলাইহিস সালামকে ইস্তিসকা ব্যতীত অন্যান্য স্থানে হাত তুলে দুআ করতে প্রত্যক্ষ করেছেন।

২) ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী আলাইহির রাহ্মা "ফাতহুল বারী শারহিল বুখারী" গ্রন্থে ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৬৩৯ -এ উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যা করেছেন-

قَوْلُهُ اِلَّا فِىْ الْاِسْتِسْقَاءِ ظَاهِرُهُ نَفِىُ الرَّفْعِ فِىْ كُلِّ دُعَاءٍ غَيْرَ الْاِسْتِسْقَاءِ وَ هُوَ مُعَارِضٌ بِالْاَحَادِيْثِ الثَّابِتَةِ بِالرَّفْعِ فِىْ غَيْرِ الْاِسْتِسْقَاءِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ اَنَّهَا كَثِيْرَةٌ وَ قَدْ اَفْرَدَهَا بِتَرْجَمَةٍ فِىْ كِتَابِ الدَّعْوَاتِ وَ سَاقَ فِيْهَا عِدَّةَ اَحَادِيْثَ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ اِلٰى اَنَّ الْعَمَلَ بِهَا اَوْلٰى وَ حَمَلَ حَدِيْثَ اَنَسٍ عَلٰى نَفِىْ رُؤْيَتِهٖ وَ ذٰلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفِىَ رُؤْيَتِهٖ غَيْرِهٖ

ভাবার্থ :- হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহুর মন্তব্য "ইস্তিসকা ব্যতীত" -এর বাহ্যিক অর্থ হল, ইস্তিসকা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত দু'আয় হাত তুলা যাবে না। আর এই অর্থ সেই সমস্ত হাদিস গুলির পরিপন্থি ও বিপরীত হবে যে সমস্ত হাদিস দ্বারা ইস্তিসকা ব্যতীত হাত তুলে দু'আ করা প্রমাণিত। আগেই বলা হয়েছে, (ইস্তিসকা ব্যতীত) অন্যান্য দু'আয় হাত তুলার অসংখ্য হাদিস রয়েছে। "কিতাবুদ দাওয়াত" -এ সেই হাদিসগুলিকে আলাদা ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কারণেই মুহাদ্দেসীনগণ বলেন, অন্যান্য হাদিস সমূহে আমল করাটাই হল উত্তম। আর হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহুর হাদিসটির অর্থ হবে, তিনি নবী করীম আলাইহিস সালামকে অন্যত্রে হাত তুলে দু'আ করতে প্রত্যক্ষ করেননি। কিন্তু তিনার না দেখা থেকে এটা কখনই প্রমাণিত হবে না যে, অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামগণও নবী করীম আলাইহিস সালামকে ইস্তিসকা ব্যতীত হাত তুলে দু'আ করতে দেখেন নি।

প্রিয় পাঠক! ইমাম নাবাবী ও ইমাম ইবনে হাজারী আসকালানী আলাইহিমার রাহ্‌মার ব্যাখ্যাদ্বয় থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইস্তিসকা ছাড়াও অন্যান্য বহু স্থান সমূহে হাত তুলে দু'আ করেছেন। কিন্তু হয়তো হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু সেই

স্থানগুলিতে ছিলেন না, অথবা নবী করীম আলাইহিস সালাম যতটা বৃষ্টি বর্ষণের জন্য দু'আর সময় হাত উঁচু করতেন ততটা অন্যান্য দু'আয় হাত উঁচু করতেন না তাই তিনি উক্ত মন্তব্যটি করেছেন। মূলত হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু ইস্তিসকায় হাত তুলা ও অন্যান্য দু'আয় হাত তুলার মধ্যে পার্থক্য করার উদ্দেশ্যে উক্ত মন্তব্যটি করেছেন। আর উভয় দু'আর মধ্যে হাত তুলার পার্থক্যটি ইমাম নাবাবী আলাইহির রাহ্‌মাও স্পষ্ট ভাবে ব্যাক্ত করেছেন। যা "ফাতহুল বারী শারহে বুখারী" ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৬৩৯ -এর মধ্যে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী আলাইহির রাহ্‌মা উল্লেখ করেছেন। যথা-

قَالَ النَّوَوِىُ قَالَ الْعَلَمَاءُ اَلسُّنَّةُ فِىْ كُلِّ دُعَاءٍ لِرَفْعِ الْبَلَاءِ اَنْ يُّرْفَعَ يَدَيْهِ جَاعِلًا ظُهُوْرَ كَفَّيْهِ اِلَى السَّمَاءِ وَ اِذَا دَعَا بِسُؤَالِ شَيْءٍ وَ تَحْصِيْلِهٖ اَنْ يَّجْعَلَ كَفَّيْهِ اِلَى السَّمَاءِ

অর্থাৎ: - মুসলিম শরীফের প্রখ্যাত ভাষ্যকার ইমাম নাবাবী আলাইহির রাহ্‌মা বলেন, বিশ্বস্ত উলামায়ে কেরাম বলেছেন, বালা-মুসিবত দূরীকরণ সংক্রান্ত প্রত্যেক দু'আয় হাত তুলার সুন্নাত পদ্ধতি হল, দু'হাতকে এতটা উত্তোলন করা যে হাতের বাহিরভাগ যেন আকাশের দিকে হয়। আর যখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কোন কিছু চাওয়া ও পাওয়ার আশায় দু'আ করবে তখন দু'খানা হাতকে এমন ভাবে তুলবে যাতে হাতের তালু আকাশের দিকে হয়।

***প্রিয় পাঠক বৃন্দ!** উপরোক্ত আলোচনার আলোকে এ বিষয়টি আপনাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইস্তিসকা (বৃষ্টি বর্ষণের দু'আ) ব্যতীত অন্য স্থান সমূহে হাত তুলে দু'আ করেছেন। আর ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী ও ইমাম নাবাবী আলাইহিমার রাহ্‌মার মন্তব্য অনুযায়ী নবী আলাইহিস সালাম ইস্তিসকা ব্যতীত এতগুলি স্থানে হাত তুলে দু'আ করেছেন যা গণনার বাইরে। সেই স্থান সমূহ হতে নিম্নে কিছু উদাহরণ আমি তুলে ধরলাম যা হতে

আপনাদের বিশ্বাস ও ঈমান সুদৃঢ় হবে।

ওযুর পর কারো জন্য হাত তুলে দু'আ

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ دَعَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ اَبِىْ عَمْرٍو رَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسَ

অর্থাৎ- হযরত আবু মুসা রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম একদা পানি চেয়ে ওযু করলেন। অতঃপর নিজের দু'খানা হাত এতটুকু তুলে দু'আ করলেন যে, আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি দু'আয় বললেন, ইয়া আল্লাহ্ তুমি উবাইদ আবু আমরকে ক্ষমা করে দাও। তিনি আরও বললেন, হে আল্লাহ্! তাকে তুমি কিয়ামতের দিন তোমার সৃষ্টি মানুষের মধ্যে অনেকের উপর উৎকৃষ্টতা প্রদান করো। *হাদিসটি সহিহ্।
{বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, ৯৪৪ নং পৃষ্ঠা,, মুসলিম শরীফ, হাদিস নং ৬৫৬২,, সহিহ্ ইবনে হাব্বান, হাদিস নং ৭১৯৪}

*উক্ত হাদিস থেকে স্পষ্ট ভাবে প্রমাণ হয় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম ওযুর পর হাত তুলে দুআ করেছেন।

অসন্তুষ্টি প্রকাশের উদ্দেশ্যে হাত তুলে দু'আ

وَ قَالَ اِبْنُ عُمَرَ رَفَعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدَيْهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ

অর্থাৎ :- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদীআল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম দু'হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! খালিদ যা করেছে আমি তা থেকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। *হাদিসটি সহিহ্।
{বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৯৩৮,, নাসাঈ শরীফ, হাদিস নং ৫৪২২,, সহিহ্ ইবনে হাব্বান, হাদিস নং ৪৭৪৫}

*উক্ত হাদিস থেকে প্রমাণ হয় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম যখন কারো কর্ম থেকে বারাআত ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার লক্ষে দু'আ করেছেন তখনও হাত তুলে দু'আ করেছেন।

কারো মাগফিরাত ও সুপারিশের জন্য হাত তুলে দু'আ

عَنْ سَعِدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ نُرِيْدُ الْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا كُنَّا قَرِيْبًا مِنْ عَزْوَرَاءَ نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا اللّٰهَ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيْلًا ثُمَّ قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيْلًا ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا قَالَ اِنِّىْ سَئَلْتُ رَبِّىْ وَشَفَعْتُ لِاُمَّتِىْ فَأَعْطَانِىْ ثُلُثَ اُمَّتِىْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّىْ شُكْرًا ثُمَّ

رَفَعْتُ رَأْسِىْ فَسَئَلْتُ رَبِّىْ لِاُمَّتِىْ فَأَعْطَانِىْ ثُلُثَ اُمَّتِىْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّىْ شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِىْ فَسَئَلْتُ رَبِّىْ لِاُمَّتِىْ فَاَعْطَانِىْ الثُّلُثَ الآخِرَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّىْ شُكْرًا

অর্থাৎ- হযরত সায়াদ বিন আবী ওয়াক্কাস রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম আলাইহিস সালামের সহিত মক্কা থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম। অতঃপর আমরা "আযওয়ারা" নামক স্থানের নিকটে পৌঁছলে তিনি বাহন থেকে নেমে আল্লাহ্‌র নিকট হাত তুলে কিছুক্ষণ দু'আ করে সাজদায় গেলেন। তিনি অনেকক্ষণ সাজদায় থাকলেন। অতঃপর সাজদাহ্ থেকে উঠে পুণরায় মহান আল্লাহ্‌র কাছে হাত তুলে কিছুক্ষণ দু'আ করে আবার সাজদায় গেলেন এবং অনেকক্ষণ সাজদাহ্ অবস্থায় থাকলেন। আবার উঠে দু'হাত তুলে দু'আ করলেন এবং সাজদাহ্ করলেন। অতঃপর নবী করীম আলাইহিস সালাম বললেন, আমি আমার রবের নিকট প্রার্থনা করেছি এবং আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করেছি। অতএব তিনি আমাকে এক-তৃতীয়াংশ উম্মতের জন্য শাফাআতের অনুমতি দেন। তাই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমি সাজদাহ্ করেছি। আবার মাথা তুলে আমার রবের নিকট উম্মতের জন্য আবেদন করেছি। তিনি আমাকে আমার উম্মতের জন্য আরো এক-তৃতীয়াংশ শাফাআতের অনুমতি দিলেন। আমি পুণরায় সাজদায় অবনত হয়ে রবের কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি পুণরায় মাথা তুলে আমার মহান রবের নিকট উম্মতের জন্য দু'আ করি। তিনি আমাকে আরো এক-তৃতীয়াংশ উম্মতের জন্য শাফাআত করার অনুমতি দেন। আমি আমার রবকে সাজদাহ্ করে শুকরিয়া জানাই।

*ইমাম আবু দাউদ হাদিসটির প্রসঙ্গে নিরব, যার অর্থ হল হাদিসটি গ্রহনযোগ্য। তাছাড়া ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী হাদিসটি হাসান বলেছেন।

{তাখরিজ মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৪২,, মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খন্ড,, আবু দাউদ শরীফ, হাদিস নং ২৭৭৭,, রেয়াজুস সালেহীন, হাদিস নং ১১৫৯}

*উক্ত হাদিস থেকে প্রমাণ হয় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম নিজ উম্মতের মাগফিরাত ও শাফাআতের জন্য একাধিকবার হাত তুলে প্রার্থনা করেছেন।

দানকারীর জন্য হাত তুলে দু'আ

হযরত উকবাহ্ বিন আমর বিন সালেবা রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত এক লম্বা হাদিস শরীফে কোন এক যুদ্ধে মুসলমানদের অসুবিধার কারণে হযরত উসমান রাদীআল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে দান ও সাহায্যের পর নবী করীম আলাইহিস সালামের দুআটি নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে-

فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رُؤِىَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ يَدْعُوْ لِعُثْمَانَ دُعَاءً مَا سَمِعْتُهُ دَعَا لِاَحَدٍ قَبْلَهُ

অর্থাৎ- আমি দেখলাম, নবী করীম আলাইহিস সালাম নিজের দু'খানা হাতকে এতটা তুললেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা পরিলক্ষিত হল। তিনি হযরত উসমানের জন্য এমন দু'আ করলেন যে, আমি অনুরূপ পূর্বে অন্য কারো জন্য দু'আ করতে তাঁকে শুনিনি।

*হাদিসটি ইমাম হাইসামী হাসান ও ইমাম সুয়ূতী সহিহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন।

{মাজমাউজ জাওয়াইদ, ৯বম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৯৮,, আল-খাসাঈসুল কুবরা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১০৫}

*উক্ত হাদিস থেকে প্রমাণ হয় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম সাহায্যকারী ও দানকারীর জন্য হাত তুলে দু'আ করেছেন।

সমস্ত উম্মতের মাগফিরাতের জন্য হাত তুলে দু'আ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ... اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَا فِىْ اِبْرٰهِيْمَ "رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهُ مِنِّىْ وَ مَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ" وَ قَالَ عِيْسٰى "اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ" فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اُمَّتِىْ وَ بَكٰى فَقَالَ اللّٰهُ يَاجِبْرِيْلُ اِذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيْهِ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَسَأَلَهُ فَاَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ فَقَالَ اللّٰهُ يَا جِبْرِيْلُ اِذْهَبْ اِلٰى مُحَمَّدٍ فَقُلْ اِنَّا سَنُرْضِيْكَ فِىْ اُمَّتِكَ وَ لَا نَسُوْؤُكَ (رواه مسلم و ابن حبان)

অর্থাৎ :- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নবী করীম আলাইহিস সালাম একদা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার একটি আয়াত তিলায়াত করলেন, "হে আমার রব! নিশ্চয়, প্রতিমাগুলো বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে; সুতরাং যে আমার সঙ্গ অবলম্বন করেছে সে তো আমার এবং যে আমার কথা অমান্য করেছে, তবে নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু।" আর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছেন "তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রতাময়" (সূরা মায়িদাহ আয়াত নং- ১১৮) তার পর

তিনি তার উঠালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্ ! আমার উম্মত, আমার উম্মত আর কেঁদে ফেললেন। তখন মহান আল্লাহ বল্লেন, হে জিবরীল! মুহাম্মাদের নিকট যাও, তোমর রব তো সবই জানেন তাকে জিজ্ঞেস কর, তিনি কাঁদছেন কেন ? জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছিলেন, তা তাকে অবহিত করলেন। আর আল্লাহ তো সর্বত্ত। তখন আল্লাহ তা'লা বললেন, হে জিবরীল! তুমি মুহাম্মাদ -এর কাছে যাও এবং তাকে বল, নিশ্চয় আমি (আল্লাহ) আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দিব, আপনাকে অসন্তুষ্ট করব না। (হাদিসটি সহিহ সনদে বর্ণিত)

{মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড হাদিস নং ৫২০,, মুস্তাখারাজ আবি আওয়ানা হাদিস নং ৪১৫,, সহিহ ইবনে হাব্বান হাদিস নং ৭২৩৫,, মিশকাত দ্বিতীয় খন্ড হাদিস নং ৫৫৭৭,, রিয়াজুস্ব স্বালেহীন হাদিস নং ৪২৫}

ব্যাখ্যা :- উপরোক্ত হাদিস শরীফ হতে প্রতিয়মান হল যে নবী করীম আলাইহিস সালাম সমস্ত উম্মতের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে দু'হাত তুলে দু'আ প্রার্থনা করেছেন। এবং তা আল্লাহ তা'লার নিকট গ্রহণও হয়েছে।

কোন গোত্রের হিদায়াতের উদ্দেশ্যে হাত তুলে দু'আ

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَدِمَ الطُّفَیْلُ بْنُ عَمْرٍو اَلدُّوْسِیْ وَ اَصْحَابُهٗ فَقَالَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَاَبَتْ فَادْعُ اللّٰهَ عَلَیْهَا قَالَ اَبُوْ هُرَیْرَةَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ یَدَیْهِ فَقُلْتُ هَلَکَتْ دَوْسٌ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَ ائْتِ بِهَا

অর্থাৎ :- হযরত আবু হুরাইরাহ রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোফৈল বিন আমর দাউসি ও তার সঙ্গিগণ নবী করীম আলাইহিস সালামের নিকট এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! দাউস গোত্রের লোকেরা (আপনার) নাফরমানী করেছে ও (ইসলাম গ্রহণ করতে) অস্বিকার করেছে, সুতরাং আপনি তাদের জন্য বদ-দু'আ করুন। আবু হুরাইরাহ বলেন, অতএব নবী করীম আলাইহিস সালাম নিজের দু'খানা হাত উত্তোলন করলেন। আমি ভাবলাম দাউস গোত্র বরবাদ হয়ে গেল। (কিন্তু) তিনি দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! তুমি দাউস গোত্রের লোকদের হিদায়াত প্রদান করো। *হাদিসটি বিভিন্ন গ্রন্থে সহিহ্ সনদে বর্ণিত।

{সহিহ্ ইবনে হাব্বান, হাদিস নং ৯৮০,, আল-বিদায়া ওয়াননিহায়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৯৮,, বুখারী শরীফ, হাদিস নং ৬৩৯৭/৪৩৯২/২৯৩৭,, মুসলিম শরীফ, হাদিস নং ৬৬১১}

কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে "হাত তুলা" শব্দটি বর্ণিত হয়নি।

{মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ৭০১৪}

কারো প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশের উদ্দেশ্যে হাত তুলে বদ-দু'আ

عَنْ عَلِیِّ بْنِ اَبِیْ طَالِبٍ اَنَّ امْرَأَةَ الْوَلِیْدِ بْنِ عُقْبَةَ اَتَتِ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَتْ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْوَلِیْدَ یَضْرِبُهَا قَالَ نَصْرُ بْنَ عَلِیٍّ فِیْ حَدِیْثِهٖ تَشْکُوْهُ قَالِ قُوْلِیْ لَهٗ قَدْ اَجَارَنِیْ قَالَ عَلِیٌّ فَلَمْ تَلْبَثْ اِلَّا یَسِیْرًا حَتّٰی رَجَعَتْ فَقَالَتْ مَا زَادَنِیْ اِلَّا ضَرْبًا فَاَخَذَ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهٖ فَدَفَعَهَا اِلَیْهَا فَقَالَ قُوْلِیْ لَهٗ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ قَدْ اَجَارَنِیْ فَلَمْ تَلْبَثْ اِلَّا یَسِیْرًا حَتّٰی رَجَعَتْ فَقَالَتْ مَا زَادَنِیْ اِلَّا ضَرْبًا فَرَفَعَ یَدَیْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلَیْکَ الْوَلِیْدَ اَثِمَ بِیَّ مَرَّتَیْنِ (رواه الهیثمی فی مجمع الزوائد ۳۳۵/۴ و قال رجاله ثقات)

অর্থাৎ :- হযরত আলী রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। ওয়ালীদ বিন উকবা-এর স্ত্রী নবী করীম আলাইহিস সালামের নিকট এসে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ওয়ালীদ তাঁকে প্রহার করছে। নাসর বিন আলী তার হাদিসে বলেন, মহিলাটি তাঁর নিকট অভিযোগ করল। নবী করীম আলাইহিস সালাম বললেন, তুমি তাকে বল, আমাকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। হযরত আলী বলেন, মহিলাটি কিছুক্ষুন পর আবার উপস্থিত হয়ে আরয করল, তিনি আমাকে আরো বেশি মার-ধর করেছে। অতঃপর নবী করীম আলাইহিস সালাম নিজ কাপর হতে কিছুটা অংশ নিয়ে তাকে দিয়ে বললেন, তুমি তাকে বলো, নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। কিছুক্ষন পরেই আবার মহিলাটি উপস্থিত হয়ে আরয করল, তিনি আমাকে আরো বেশি প্রহার করেছে। অতঃপর নবী করীম আআইহিস সালাম দু'হাত তুলে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ওলিদকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করো। কারণ সে আমার দুই দুই বার না-ফরমানী করেছে।
(হাদিসটি মাজমাউয জাওাঈদ-এ মজবুত সনদ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ হাদিসটি সহিহ)
{মাজমাউয জাওাঈদ খন্ড ৪ পৃষ্ঠা নং ৩৩৫,, মুসনাদ আহমাদ হাদিস নং ১৩০৪,, মুসনাদ আবী ইয়ালা হাদিস নং ৩৫১,, মুসনাদুল বাযযার হাদিস নং ৭৬৮,, কানযুল উম্মাল হাদিস নং ৩৭৫৪৬}

হযরত আবু বকরের জন্য
হাত তুলে দু'আ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ... لَمَّا صَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلَى الْغَارِ اَرَادَ اَنْ يَّدْخُلَهُ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ اَرْفِقْ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَدْخُلُ قَبْلَكَ لَا تَكُوْنُ فِيْهِ هَامَةٌ فَاِنْ كَانَ مِنْ شَىٍّ كَانَ لِىْ فَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَجَعَلَ يَلْتَمِسُ بِيَدَيْهِ كَمَا وَجَدَ حُجْرًا سَقَّ مِنْ ثَوْبِهٖ وَ سَدَّبِهِ الْحُجْرَ حَتّٰى لَمْ يَدَعْ مِنْ ذَالِكَ مَشِيْئًا وَ بَقٰى حُجْرٌ وَاحِدٌ وَ لَمْ يَبْقَ مِنَ الثَّوْبِ شَىٌّ يَسُدُّهٗ بِهٖ فَالْقَمَهُ عُقْبَهُ فَقَالَ ادْخُلْ فِدَاكَ اُمِّىْ وَ اَبِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَيْنَ ثَوْبُكَ يَا اَبَا بَكْرٍ؟ فَاَخْبَرَهُ قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدَهٗ وَ دَعَالَهٗ (رواه ابو نعيم فى حلية الاولياء)

অর্থাৎ :- হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম যখন গুহার কাছে পৌঁছে তার মধ্যে প্রবেশের ইরাদা করলেন, হযরত আবু বাকর সিদ্দিক রাদীআল্লাহু আনহু বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি আমার মাতা-পিতা কুরবান, আপনি একটু দাঁড়ান, আপনার পূর্বে আমি প্রবেশ করি যাহাতে সেখানে কোন ক্ষতিকারক বস্তু না থাকে। অতঃপর আবু বাকর গুহায় প্রবেশ করে নিজ হাতে তালাশ করতে লাগলেন, যেখানেই কোন ছিদ্র পেতেন নিজের

কাপড় ছিঁড়ে তা বন্ধ করে দিতেন। এভাবে তিনি একটি ছিদ্র ব্যতীত সমস্ত ছিদ্রগুলি বন্ধ করেদিলেন। তার কাছে আর কাপড় না থাকায় নিজের পিঠ সেখানে লাগিয়ে নবীজিকে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত, আপনি গুহায় প্রবেশ করুন। সকাল হলে নবী করীম আলাইহিস সালাম হযরত আবু বাকরকে জিজ্ঞেসা করলেন তোমার কাপড় কোথায়? হযরত আবু বাকর নবীজিকে বিষয়টি জানালেন। অতঃপর নবী করীম আলাইহিস সালাম হাত উত্তোলন করে তার জন্য দু'আ করলেন।

{হুলিয়াতুল আওলীয়া, ৭তম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩০৭}

সূর্যগ্রহণের নামাযের পর হাত তুলে দু'আ

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَزَادَ اَيْضَا ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ (رواه المسلم فى صلوة الكسوف)

অর্থাৎ- হযরত হিশাম বিন উরওয়াহ্ রাদীআল্লাহু আনহু থেকে একই সনদে বর্ণিত। তবে তিনি এ কথাটুকু বাড়িয়েছেন, "অতঃপর সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভূক্ত" এবং এ কথাটুকুও বাড়িয়েছেন, "অতঃপর নবী করীম আলাইহিস সালাম উভয় হাত তুলে বললেন- হে আল্লাহ্! আমি কি তোমার বানী পৌঁছিয়ে দিয়েছি?

{মুসলিম শরীফ, হাদিস নং ২১২৮}

আরফা মাঠে হাত তুলে দু'আ

عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُوْ

অর্থাৎ :- হযরত উসামাহ্ বিন যাঈদ রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম আলাইহিস সালামের সঙ্গে আরফায় একই বাহনে সাওয়ার ছিলাম। তিনি উভয় হাত উত্তোলন করে (সেখানে) দু'আ করলেন।

{নাসাঈ শরীফ, হাদিস নং ৩০২৪,, মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং ২৪১০৪,, সুনানুল কুবরা নাসাঈ, হাদিস নং ৩৯৯৩}

স্বাদকাহ আদায়কারীর / সংগ্রহকারীর ভূল মন্তব্য শুনে হাত তুলে দু'আ

عَنْ اَبِیْ حُمَیْدِ السَّاعِدِی اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ اسْتَعْمَلَ اِبْنَ الْاُتْبِیَّةِ عَلٰی صَدَقَاتٍ بَنِیْ سُلَیْمٍ فَلَمَّا جَاءَ اِلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ وَ حَاسَبَهُ قَالَ هٰذَا الَّذِیْ لَكُمْ وَهٰذِهٖ هَدِیَّةٌ اُهْدِیَتْ لِیْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ فَهَلَّا جَلَسْتَ فِیْ بَیْتِ اَبِیْكَ وَ بَیْتِ اُمِّكَ حَتّٰی تَاْتِیَكَ هَدِیَّتُكَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ وَ حَمِدَ اللّٰهَ وَ اثْنٰی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّیْ اَسْتَعْمِلُ رَجُلًا مِنْكُمْ عَلٰی اُمُوْرٍ مِمَّا وَلَّانِیَ اللّٰهُ فَیَاْتِیْ اَحَدُكُمْ فَیَقُوْلُ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذِهٖ هَدِیَّةٌ اُهْدِیَتْ لِیْ فَهَلَّا جَلَسَ فِیْ بَیْتِ اَبِیْهِ وَ بَیْتِ اُمِّهٖ حَتّٰی تَاْتِیَهُ هَدِیَّتُهٗ اِنْ كَانَ صَادِقًا فَوَاللّٰهِ لَا یَاْخُذُ اَحَدُكُمْ مِنْهَا شَیْئًا قَالَ هِشَامٌ بِغَیْرِ حَقِّهٖ اِلَّا جَاءَ اللّٰهُ یَحْمِلُهٗ یَوْمَ الْقِیَامَةِ اِلَّا فَلَاَعْرِفَنَّ مَاجَاءَ اللّٰهُ رَجُلٌ بِعِیْرًا لَهٗ رُغَاءٌ اَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ اَوْ شَاةً تَیْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ یَدَیْهِ حَتّٰی رَاَیْتُ بَیَاضَ اِبْطَیْهِ اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ

অর্থাৎ :- হযরত আবু হুমায়দ সাঈদী রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনু উৎবীয়্যাকে বানু সুলায়মের স্বাদকাহ সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করলেন। যখন সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে আসল এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে হিসাব চাইলেন, তখন সে বলল, এগুলো আপনাদের আর এগুলো হাদিয়া যা আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। তখন নবী করীম আলাইহিস সালাম বললেন, তুমি সত্যবাদী হলে তোমার হাদিয়া তোমার কাছে না আসা পর্যন্ত তুমি তোমার বাবার ঘরে ও মায়ের ঘরে থাকলে না কেন? এর পর নবী করীম আলাইহিস সালাম উঠে দাঁড়ালেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষন দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুনগান করলেন। তারপর বললেন; অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর যেসব দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন তা থেকে কিছু কাজের জন্য তোমাদের কতক লোককে নিযুক্ত করে থাকি। তাদের কেউ এসে বলে এগুলো আপনাদের আর এগুলো হাদিয়া যা আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। সে সত্যবাদী হলে সে তার বাবার ঘরে ও মায়ের ঘরে কেন বসে থাকল না। যাতে তার হাদিয়া তার নিকট আসে? আল্লাহ্র শপথ! তোমাদের কেউ যেন তা থেকে অন্যায় ভাবে কিছু গ্রহণ না করে। তা না হলে সে কিয়ামতের দিন তা বহন করে আল্লাহ্র নিকট আসবে। সাবধান আমি অবশ্যই চিনতে পারব যা নিয়ে আল্লাহ্র নিকট হাজির হবে। এক ব্যক্তি উট নিয়ে আসবে যা চেঁচাতে থাকবে যে শব্দটি হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে, অথবা বক্রী দিয়ে আসবে, যে বক্রী ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে। অতঃপর তিনি হাত দু'খানা উপরের দিকে এতটুকু উঠালেন যে, আমি তার বগলের শুভ্র উজ্জলতা দেখতে পেলাম। এবং বললেন শোন! আমি কি (আল্লাহ্র বিধান তোমাদের নিকট) পৌঁছিয়েছি। {বুখারী শরীফ, হাদিস নং ৭১৯৭,, মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং ২৩৫৯৮,, মুসলিম শরীফ, হাদিস নং ৪৮৪৩,, সহিহ্ ইবনে খুযাইমা, হাদিস নং ২৩৩৯,, আবু দাউদ শরীফ, হাদিস নং ২৯৪৬,, মুসনাদুল বাযযার, হাদিস নং ৩৭০৭}

সাফা পাহাড়ে হাত তুলে দু'আ

قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ..... فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ اَتٰى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيْهِ حَتّٰى نَظَرَ اِلَى الْبَيْتِ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللّٰهَ وَ يَدْعُوْ بِمَا شَاءَ اَنْ يَدْعُوْ

অর্থাৎ :- হযরত আবু হুরাইরাহ রাদীআল্লাহু আনহু (মক্কাহ্ বিজয়ের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে) বলেন, এরপর কাবা শরীফের তাওয়াফ শেষে তিনি সাফা পাহাড়ের দিকে গেলেন। এরপর তাতে আরোহন করে কাবা শরীফের দিকে চেয়ে দেখলেন এবং উভয় হাত তুলে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং তাঁর যা দু'আ করার ছিল তাই দু'আ করলেন। *হাদিসটি সহিহ্ সনদে বর্ণিত।

{মুসলিম শরীফ, হাদিস নং ৪৭২২,, সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং ১৮৭২,, সহিহ্ ইবনে খুযাইমা, হাদিস নং ২৭৫৮}

হযরত আলীর শাক্ষাতের জন্য হাত তুলে দু'আ

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ عَلِيًّا فِىْ سَرِيَّةٍ فَرَأَيْتُهُ رَافِعًا يَدَيْهِ وَ هُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَا تُمِتْنِىْ حَتّٰى تُرِيَّنِىْ عَلِيًّا (رواه الطبرانى فى المعجم الكبير)

অর্থাৎ :- হযরত উম্মে আতীয়া রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলীকে কোন এক সেনাদলে প্রেরণ করলেন। অতঃপর আমি দেখলাম, তিনি উভয় হাত তুলে দু'আ করছেন, হে আল্লাহ্! আলীকে দ্বিতীয় বার দেখানোর পূর্বে আমাকে তুমি মৃত্যু প্রদান করো না।

{মুজামে কাবীর তাবরানী, হাদিস নং ১৬৮,, ফাযাইলুস সাহাবা লি আহমাদ, হাদিস নং ১০৩৯,, মুজামুল আওসাত তাবরানী, হাদিস নং ২৪৩২}

কোন গোত্রের প্রতি বরকতের উদ্দেশ্যে হাত তুলে দু'আ

عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفَطَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَافِعًايَدَيْهِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى خِيَلِ اَحْمَسَ وَ رِجَالِهَا

অর্থাৎ :- হযরত খালিদ বিন আরফাহ্ রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম নবী করীম আলাইহিস সালাম উভয় হাত তুলে দু'আ করছেন, হে আল্লাহ্! তুমি আহমাস গোত্রের ঘোড়া ও তাদের পুরুষদের প্রতি বরকত নাযিল করো।

{মুজামে কারীম তাবরানী, হাদিস নং ৪১১০,, আল-মাজমাউজজাওয়ায়িদ, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৫৪}

কারো উপহারের দরুন হাত তুলে দু'আ

عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَرَأٰى لَحْمًا فَقَالَ مَنْ بَعَثَ بِهٰذَا قُلْتُ عُثْمَانُ قَالَتْ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْ لِعُثْمَانَ

অর্থাৎ :- হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদীআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম আমার নিকট এসে কিছু মাংস দেখতে পেলেন। অতএব তিনি জিজ্ঞেসা করলেন, এই মাংসটি কে পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হযরত উসমান পাঠিয়েছে। আয়েশা বলেন, অতঃপর আমি দেখলাম, নবী করীম আলাইহিস সালাম উভয় হাত তুলে হযরত উসমানের জন্য দু'আ করছেন।

{আল-মাজমাউজ জাওয়াইদ, ৯বম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৮৮,, ফাতহুল বারী, ১১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৪৮}

দুই জামরার নিকট হাত তুলে দু'আ

عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِىْ تَلِىَ مَسْجِدَ مِنٰى يُرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمٰى بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ اَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْ وَ كَانَ يُطِيْلُ الْوُقُوْفَ ثُمَّ يَاتِى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَّةَ فَيُرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصِيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمٰى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِىَ الْوَادِىَ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْ ثُمَّ يَاتِى الْجَمْرَةَ الَّتِىْ عِنْدَ الْعُقْبَةَ فَيُرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصِيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حُصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا

অর্থাৎ :- হযরত যুহরী রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। মসজিদে মিনার দিকে হতে প্রথমে অবস্থিত জামরায় যখন নবী করীম আলাইহিস সালাম কঙ্কর মারতেন, সাতটি কঙ্কর মারতেন এবং প্রত্যেকটি কঙ্কর মারার সময় তিনি তাকবীর বলতেন। এরপর সামনে এগিয়ে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উভয় হাত তুলে দু'আ করতেন, এবং এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। অতঃপর দ্বিতীয় জামরায় এসে সাতটি কঙ্কর মারতেন এবং প্রতিটি কঙ্কর মারার সময় তিনি তাকবীর বলতেন। অতঃপর বাঁদিকে মোড় নিয়ে ওয়াদীর কাছে এসে কিবলা মুখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং উভয় হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন। অবশেষে আকবার কাছে জামরায় এসে তিনি সাতটি কঙ্কর মারতেন এবং প্রতিটি কঙ্কর মারার সময় তাকবীর বলতেন। এরপর ফিরে যেতেন, এখানে বিলম্ব করতেন না।

{বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, হাদিস নং ১৭৫৩,, নাসাঈ শরীফ, হাদিস নং ৩০৯৬,, সুনান দারেমী শরীফ, হাদিস নং ১৯৫৫,, সুনান দারে কুতনী, হাদিস নং ২৭১৫,, মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং ৬১১৬}

মৃত ব্যক্তির জন্য হাত তুলে দু'আ

عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ..... اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَفَدَ يَوْمَ حُنَيْنٍ لِاَبِىْ عَامِرِ الْاَشْعَرِىِّ عَلٰى خَيْلِ الطَّلَبِ فَلَمَّا انْهَزَمَتْ هُوَ ازَنَ طَلَبَهَا حَتّٰى اَدْرَكَ دُرَيْدُ مِنَ الصَّمِةِ فَاسْرَعَ بِهٖ فَرَسَهُ فَقَتَلَ اِبْنُ دُرَيْدٍ اَبَا عَامِرٍ قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى فَشَدَرْتُ عَلٰى اِبْنِ دُرَيْدٍ فَقَتَلْتُهُ وَاَخَذْتُ اللِوَاءَ وَ انْصَرَفْتُ بِالنَّاسِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمَّا رَأَنِىْ وَ اللِوَاءِ بِيَدِىْ قَالَ اَبَا مُوْسٰى قَتَلَ اَبُوْ عَامِرٍ؟ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُوْ لَهٗ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اَبَا عَامِرٍ اِجْعَلْهُ فِىْ الْاَكْثَرِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ :- হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাদীয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদিসে শেষাংশে রয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু মুসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি আবু আমির কে শহিদ করা হয়েছে ? হযরত আবু মুসা বল্লেন, হ্যাঁ ইয়া রাসুলাল্লাহ্। অতঃপর নবী করীম আলাইহিস সালাম দু'হাত তুলে দু'আ করলেন, 'ইয়া আল্লাহ তুমি আবু আমিরকে কিয়ামতের দিন তোমার বহু মাখলুকাতের উপর উৎকৃষ্টতা প্রদান করো।

{মুসনাদ আহমাদ হাদিস নং ১৯৫৬৭,, মুসনাদ আবি ইয়ালা হাদিস নং ৭২২২,,সহিহ জামিউল মাসানিদ ওয়াস সুনান হাদিস নং ১৩০৭৫,, মুসনাদুল জামেয় হাদিস নং ৮৯২৫}

নিজের জন্য হাত তুলে দু'আ

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا رَأَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدْعُوْ رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُوْلِ اللّٰهُمَّ اِنَّمَا اَنَابَشَرٌ

অর্থাৎ :- হযরত আয়েশা রাদীআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। নিশ্চয় তিনি দেখেছেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম উভয় হাত তুলে দু'আ করছেন, হে আল্লাহ্! আমি একজন মানুষ.....

{মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং ৩২৪৮,, মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং ২৫২৬৫,, মুযমাউয যাওয়াইদ, হাদিস নং ১৭৩৩৫,, ফাতহুল বারী শারহে বুখারী, ১১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৪৭}

প্রতিটি মুসিবতে হাত তুলে দু'আ

عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا اَصَابَتْهُ شِدَّةٌ دَعَا وَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ

অর্থাৎ :- হযরত বারায়া বিন আজিব রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নবী করীম আলাইহিস সালাম যখনই কোন সংকটে পতিত হতেন তিনি উভয় হাত এতটা উত্তোলন করে দু'আ করতেন যে তার বগলের সাদা রং দেখা যেত।

{ফাদ্দুল ওয়ায়ে লি সুয়ূতি, হাদিস নং ৩৭}

উপসংহার :- উপরোক্ত হাদিস সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম (ইস্তিসকা) বৃষ্টি বর্ষণের দু'আ ব্যতীত অন্যান্য বহু স্থানে হাত তুলে দু'আ করেছেন। উপরে **১৯**টি স্থান উল্লেখ করা হয়েছে, ইহা ছাড়াও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-

২০-বৃষ্টি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে, ২১-ইন্তেকালের কিছু পূর্বে হযরত উসামাহ্ বিন যায়েদ-এর জন্য, ২২-নামাজের পর, ২৩-দাফনের পর ও ২৪-কবর যিয়ারতের সময় কবর বাসীদের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যেও হাত তুলে দু'আ করেছেন।

উল্লেখিত ২৪-টি স্থান ও সময় ছাড়া আরোও এতগুলি স্থানে তিনি হাত তুলে দু'আ করেছেন যা ইমাম নাবাবী আলাইহির রাহমার মতে গণনা করা মুশকিল। সুতরাং হাত তুলে দু'আ থেকে মানুষকে বিরত রাখা মুর্খামি বটে।

কারণ, নবী করীম আলাইহিস সালামের হাদিস সমূহের পর্যবেক্ষণ আমাদেরকে জ্ঞাত করায় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম যে স্থান ও সময়ে হাত তুলে দু'আ করেছেন সেই স্থান সমূহে হাত তুলে দু'আ করা সব সময় হত না। যা থেকে প্রমাণ হয় যে, শরীয়তে হাত তুলে দু'আ কোন স্থান ও সময়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট নয়। বরং এটি দুআ কবুল হওয়ার একটি উত্তম পদ্ধতি। সুতরাং এই পদ্ধতিটি ততক্ষন পর্যন্ত ব্যবহার করা বৈধই থাকবে যতক্ষন পর্যন্ত শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন নির্দিষ্ট দু'আয় হাত উত্তোলন করা নিশেধ না হয়েছে।

দু'আর শেষে মুখমন্ডলে হাত বুলানোর প্রমাণ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ..... سَلُوْ اللّٰهَ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا فَاِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَكُمْ

অর্থাৎ :- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করো নিজ হাতের তালুর দিক থেকে আর হাতের পিঠ উপর দিকে রেখে দু'আ করবে না। অতঃপর দু'আর শেষে হাতের তালু দিয়ে মুখমন্ডল বুলিয়ে নেবে।

{মিশকাত শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৯৫,, আবু দাউদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২১৬,, সুনান কুবরা বাইহাকী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২১২,, জামেয় সাগীর লি সুয়ূতী, হাদিস নং ৪৬৯০}

জামেয় সাগীরে হাদিসটি সহিহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ

অর্থাৎ :- হযরত সাঈদ বিন ইয়াযিদ রাদীআল্লাহু আনহু নিজ পিতার সুত্রে বর্ণনা করেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম যখন দু'আ করতেন উভয় হাত উত্তোলন করতেন এবং দু'আর শেষে উভয় হাত দ্বারা চেহারা মুবারক বুলিয়ে নিতেন। *হাদিসটি হাসান।

{আবু দাউদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২১৬,, নাসবুর রাইয়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৫১,, জামেয় সাগীর, হাদিস নং ৬৬৬৭}

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِىْ الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتّٰى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

অর্থাৎ :- হযরত উমর বিন খাত্তাব রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম দু'আ করার সময় তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করতেন, তিনি তা দিয়ে তাঁর মুখমন্ডল বুলায়ন না করা পর্যন্ত নামাতেন না। *ইমাম তিরমিজী আলাইহির রাহমা বলেন, হাদিসটি সহিহ্।

{তিরমিজী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৭৪, হাদিস নং ৩৭১৪,, তাবরানী আওসাত, হাদিস নং ৮০৫৩}

ব্যাখ্যা :- সংকলিত তিনটি হাদিস সমূহ দ্বারা স্পষ্ট ভাবেই প্রতীয়মান হল যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম দু'আর শেষে উত্তোলিত হাত দ্বারা মুখমন্ডল বুলানোর উম্মতিকে আদেশ দিয়েছেন এবং নিজেও তা বাস্তবায়ন করেছেন। সুতরাং দু'আর শেষে চেহারায় হাত বুলানোকে বিদ্আত বলে আখ্যায়িত করা চরম মুর্খামি বলে গন্য হবে।

ইমাম তাবরানী রাহ্মাতুল্লাহ্ আলাইহি তার "আদ-দু'আ" গ্রন্থে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যা নিম্নে প্রদত্ত হল-

عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ الْمُغِيْثِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى جَاعِلٌ فِىْ يَدَيْهِ بَرَكَةً وَ رَحْمَةً فَلَا يَرُدُّهُمَا حَتّٰى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

অর্থাৎ :- হযরত ওয়ালীদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আবু মুগীস রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ

করেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ দু'আ করার সময় হাত উত্তোলন করে আল্লাহ তা'আলা সেই হাতে রহমত ও বরকত নাযিল করেন। সুতরাং তোমরা হাতদ্বয় নিচে নামানোর পূর্বে মুখমন্ডলে বুলিয়ে নাও। {তাফসীরে দুর্রুল মানসূর, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৭৪১,, ফাদ্দুল ওয়ায়ে লি সুয়ূতী, হাদিস নং ৫০,, কাশফুল সেফা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২০৭}

*এবং হযরত শাইখ আব্দুল হাক মুহাদ্দিস দেহলবী আলাইহির রাহ্মা "লামআত" গ্রন্থে ইরশাদ করেন-

فِىْ وَجْهِ الْمَسْحِ بِالْوُجُوْهِ اَىْ تَبَرُّكًا كَاَنَّهَا فَاضٍ مِنْ اَنْوَارِ الْاِجَابَةِ وَاتِّصَالِهَا بِالْوَجْهِ الَّذِىْ هُوَ اَشْرَفُ الْاَعْضَاءِ وَ اَقْرَبِهَا

অর্থাৎ :- দু'আর শেষে হাতদ্বয় মুখমন্ডলে বুলানোর কারণ হল, বরকত অর্জন করা। কারণ, আল্লাহ্র নিকট দু'আ করার ফলে সেই হাতদ্বয়ে গ্রহণযোগ্যতার নূর পতিত হয়েছে। সুতরাং তা মানুষের সর্বাত্তম অংশ চেহারায় পৌঁছানো উত্তম।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা ও হাদিস দ্বারা বুঝা গেল যে, দু'আর শেষে উত্তোলিত হাতকে মুখমন্ডলে লাগানো ও বুলানোর পিছনে কারণ হল, দু'আর সময় আল্লাহ্ প্রদত্ত রহমত ও বরকতকে নিজের সর্বাত্তম অংশ চেহারায় লাগিয়ে নেওয়া। উপরোক্ত দলীল সমূহের আলোকে এটাও প্রমাণিত হল যে, যে সমস্ত ব্যক্তিরা দু'আর শেষে উত্তোলিত হাতদ্বয় মুখমন্ডলে বুলানোকে বিদআত বলে আখ্যায়িত করে তারা শরীয়ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথবা পথভ্রষ্ট।

কুরআন শরীফ ও তাফসীর গ্রন্থ হতে ফরজ নামাজ পর দু'আ করার প্রমাণ

প্রিয় পাঠক! পূর্বের আলোচনাগুলি হতে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে, দু'আ হলো আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সব থেকে পছন্দনীয় ও সম্মানিত ইবাদত যা কোন স্থান, নিয়ম অথবা সময়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট নয়। অতএব ফরজ নামাজ -এর পর দু'আর প্রমাণ পূর্বের দলীল সমূহ থেকেই পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান সময়ে মুসলিম সমাজের মধ্যে ফিতনা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক নামধারী আলীম ফরজ নামাজ পরে দু'আ করা থেকে সাধারন মানুষদেরকে বিরত রাখার অপচেষ্টা করছে এবং উক্ত কর্মকে বিদ্আত ও নাজায়েয আখ্যা দিচ্চে। যা ভূল ও সুন্নাত বিরধী ফাতুয়া।

কারণ, অসংখ্য হাদিস শরীফ থেকে প্রমাণিত যে, নবী করীম আলাইহিস সালাত ও তাসলীম ও সাহাবা কেরামগণ ফরজ নামাজ শেষে দু'আ করতেন। অতঃপর বিগত সালফে সালেহীনগণও ফরজ নামাজে সালাম ফিরানোর পর যিকর ও দু'আকে গুরুত্ব দিতেন এবং নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতেন।

তাছাড়া পবিত্র কুরআন শরীফ থেকেও ফরজ নামাজ বাদ দু'আ করার নির্দেশ প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা শারাহ্ আয়াত নং ৭-এ ইরশাদ করেন-

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ

অর্থাৎ :- অতএব যখন আপনি (নামাজ থেকে) অবসর হবেন তখন (দু'আর মধ্যে) পরিশ্রম করুন।

*তাফসীরে জালালাইন শরীফে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী আলাইহির রাহ্মা উক্ত আয়াতের তাফসীর করেন-

فَاِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلٰوةِ فَانْصَبْ اِتْعَبْ فِىْ الدُّعَاءِ

অর্থাৎ :- (হে মেহবুব) অতএব যখন আপনি নামাজ সমাপ্ত করবেন তখন দু'আর মধ্যে পরিশ্রম করুন।

*তাফসীর কাবীরে উক্ত আয়াতের একটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে-

اِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلٰوةِ فَاتْعَبِ الدُّعَاءَ وَ سَلْهُ حَاجَتَکَ

অর্থাৎ :- যখন আপনি নামাজ হতে অবসর হবেন তখন দু'আর জন্য পরিশ্রম করুন এবং আল্লাহর নিকট নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু চান।

*তাফসীরে তাবরীর মধ্যে উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে-

مَعْنَاهُ فَاِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِکَ فَانْصَبْ اِلٰی رَبِّکَ فِیْ الدُّعَاءِ وَ سَلْهُ حَاجَاتِکَ

অর্থাৎ :- আয়াতের অর্থ হল, অতএব যখন আপনি নিজের নামাজ থেকে অবসর হবেন তখন নিজের রবের নিকট দুআয় লেগে যান এবং তার নিকট নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু সমূহ প্রার্থনা করুন।

ইমাম তাবারী আগে উল্লেখ করেন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ يَقُوْلُ فَاِذَا فَرَغْتَ مِمَّا فُرِضَ عَلَيْکَ مِنَ الصَّلٰوةِ فَسَلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ :- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদীআল্লাহু আনহু বলেন, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, অতএব যখন আপনি সেই নামাজ থেকে ফারিগ হবেন যা আপনার প্রতি ফরজ করা হয়েছে তখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন।

*তাফসীরে কুরতাবী -এর মধ্যে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে-

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ قَتَادَةُ فَاِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِکَ فَانْصَبْ اَیْ بَالِغْ فِیْ الدُّعَاءِ وَسَلْهُ حَاجَتَکَ

অর্থাৎ :- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ রাদীআল্লাহু আনহুমা বলেন, (আয়াতের অর্থ হল) অতএব যখন আপনি নিজ নামাজ হতে অবকাশ পাবেন তখন দু'আয় খুব মেহনত করুন এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রয়োজনীয় বস্তুর প্রার্থনা করুন।

*তাফসীরে মুয়ালিমুত তানযীলের মধ্যে ইমাম বাগবী আলাইহির রাহ্মা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিপিবদ্ধ করেন-

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ قَتَادَةُ وَ الضِّحَاکُ وَ مُقَاتِلُ وَ الْکَلْبِیُ فَاِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلٰوةِ الْمَکْتُوْبَةِ فَانْصَبْ اِلٰی رَبِّکَ فِیْ الدُّعَاءِ وَ ارْغَبِ اللّٰهَ فِیْ الْمَسْئَلَةِ يُعْطِکَ

وَرَوٰی عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مَجَاهِدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اِذَا صَلَّيْتَ فَاجْتَهِدْ فِیْ الدُّعَاءِ

অর্থাৎ :- হযরত ইবনে আব্বাস, ক্বাতাদা, যেহাক, মোকাতিল ও কালবী রাদীআল্লাহু আনহুম বলেন, (আয়াতের অর্থ হল) যখন আপনি ফরজ নামাজ থেকে আবসর হবেন তখন দু'আর মধ্যে পরিশ্রম করুন এবং বিনয় নম্রতার সহিত তার নিকট প্রার্থনা করুন। তিনি আপনাকে প্রদান করবেন। আর হযরত আব্দুল ওহ্হাব বিন মুজাহিদ নিজ পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, (আয়াতের অর্থ হল) যখন আপনি নামাজ সমাপ্ত করবেন তখন দুআয় মেহনত করুন।

*আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী আলাইহির রাহ্মা "তাফসীরে দুর্রুল মানসূর" -এ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিপিবদ্ধ করেন-

عَنِ الضِّحَاکِ فَاِذَا فَرَغْتَ قَالَ مِنَ الصَّلٰوةِ الْمَکْتُوْبَةِ وَ اِلٰی رَبِّکَ فَارْغَبْ قَالَ فِیْ الْمَسْئَلَةِ وَ الدُّعَاءِ

অর্থাৎ :- প্রখ্যাত মুফাসসির হযরত যেহাক রাদীআল্লাহু আনহু বলেন, (আয়াতটির অর্থ হল) যখন আপনি ফরজ নামাজ হতে অবসর হবেন তখন নিজ প্রতিপালকের নিকট দু'আ ও প্রার্থনায় পরিশ্রম করুন।

***প্রিয় পাঠকবৃন্দ!** উপরোক্ত পবিত্র কুরআন মাজিদের আয়াত ও তাঁর তাফসীর মমূহ হতে আপনাদের নিকট দিবালোকের ন্যায় বিষয়টি পরিস্কার হয়ে গেছে যে, ফরজ নামাজে সালাম ফিরানোর পর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ-প্রার্থনায় রত হওয়া আল্লাহ্ তা'আলার একটি নির্দেশ। আর আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিটি নির্দেশকে নিজ জীবনে বাস্ত বায়ন করাই হল বান্দার সব থেকে বড়ো কর্তব্য। সুতরাং প্রতিটি মুসলমানকে উক্ত কর্মের উপর আমল করা উচিত।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুরআনুল মাজিদের প্রতিটি নির্দেশের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন বি-জাহে সাইয়্যেদিল মুরসালীন আলাইহিস সালাত ওয়া তাসলীম।

হাদিস শরীফ হতে ফরজ নামাজ পর দুআর প্রমাণ সমূহ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্য হাদিস শরীফ হতে ফরজ নামাজ সমাপ্তের পর দু'আ করার বৈধতা ও গুরুত্ব প্রমাণিত। সে সমস্ত হাদিস সমূহ এই ক্ষুদ্র বইয়ে বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। তবে আপনাদের আস্থা অক্ষুন্ন রাখার জন্য ও বিশ্বাসে বিব্রতা আনার উদ্দেশ্যে তন্মধ্যে কিছু হাদিস নিম্নে প্রদত্ত হল-

☆ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهَ اَىُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفَ الْلَيْلِ الآخِرِ وَ دُبَرَ الصَّلٰواتِ الْمَكْتُوْبَاتِ (قال هذا حديث حسن)

অর্থাৎ :- হযরত আবু উমামাহ্ রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন সময়ের দু'আ বেশি গ্রহণযোগ্য হয়? তিনি বললেন, শেষ রাতের মাঝভাগের দু'আ ও ফরজ নামাজগুলোর পরের দু'আ।

*ইমাম তিরমিজী বলেন, হাদিসটি হাসান। ইমাম মুনযিরি হাদিসটি সহিহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন।

{তিরমিজী শরীফ, ২য় খন্ড, হাদিস নং ৩৮৩৮,, সুনান কুবরা নাসাঈ, হাদিস নং ৯৯৩৬,, তারগীব ওয়া তারহীব, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩৯৬}

☆ وَ اَخْرَجَ الطَّبَرِىْ مِنْ رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ الصَّادِقِ قَالَ اَلدُّعَاءُ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ اَفْضَلُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَةِ كَفَضْلِ الْمَكْتُوْبَةِ عَلَى النَّافِلَةِ

অর্থাৎ :- ইমাম তাবারী হযরত জা'ফর বিন মুহাম্মাদ সাদিক রাদীআল্লাহু আনহুর সুত্রে বর্ণনা করেছেন, ফরজ নামাজ সমাপ্তির পর দু'আ করা নফল নামাজ পর দু'আ করা অপেক্ষা তেমনি উত্তম যেমন ফরজ নামাজ নফল নামাজ অপেক্ষা অধিক উত্তম।

{ফাতহুল বারী শারহিল বুখারী, ১১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৫৩,, তাহফাতুল আহ্ওয়াযি, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৬৯}

*সংকলিত হাদিসদ্বয় থেকে যেখানে ফরজ নামাজ সমাপ্তির পর দু'আর বৈধতা ও গুরুত্ব প্রমাণ হয় সেখানে এটাও প্রমাণ হয় যে, ফরজ নামাজ সমূহের পরের দু'আ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। আর এই কারণেই নবী করীম আলাইহিস সালাম প্রত্যেক ফরজ নামাজের সালাম ফিরানোর পর নিজেই দু'আ করতেন এবং সাহাবায়ে কেরামদের দু'আ করার নির্দেশ দিতেন। যেমন-

☆ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا سَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ وَتَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ

অর্থাৎ :- হযরত আয়েশা রাদীআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। নিশ্চয় নবী করীম আলাইহিস সালাম যখন নামাজে সালাম ফিরাতেন তখন (এই দু'আটি) পাঠ করতেন-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ وَتَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ

{নাসাঈ শরীফ, ১ম খন্ড, হাদিস নং ১৩৪৬,, আবু দাউদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২১২,}

☆ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اِسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ وَتَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ

অর্থাৎ :- হযরত সাওবান রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম যখন নামাজ হতে অবসর হতেন তখন তিনবার আসতাগফিরুল্লাহ্ বলতেন এবং (এই দু'আ) পাঠ করতেন -

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ وَتَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ

{মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড, হাদিস নং ১৩৬২,, তিরমিজী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৬৬, হাদিস নং ৩০১,, ইবনে মাজাহ্, ১ম খন্ড, হাদিস নং ৯৮১,, সুনান দারেমী, হাদিস নং ১৩৯৯,, নাসাঈ শরীফ, ১ম খন্ড, হাদিস নং ১৩৪৫}

*তিরমিজী শরীফে بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا سَلَّمَ অর্থাৎ সালাম ফিরানোর পর কি দু'আ পাঠ করবে?-এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে-

☆ وَ رُوِىَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থাৎ :- বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম আলাইহিস সালাম যখন নামাজে সালাম ফিরাতেন তখন (এই দু'আটি) পাঠ করতেন -

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

{তিরমিজী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৬৬}

☆ وَ قَدْ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّهُ کَانَ یَقُوْلُ بَعْدَ التَّسْلِیْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِیْ وَ یُمِیْتُ وَ هُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَیْتَ وَ لَا مُعْطِیَ لِمَا مَنَعْتَ وَ لَا یَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْکَ الْجَدُّ

অর্থাৎ :- নবী করীম আলাইহিস সালামের নিকট হতে বর্ণিত হয়েছে, নিশ্চয় তিনি নামাজে সালাম ফিরানোর পর এ দু'আ পাঠ করতেন-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِیْ وَ یُمِیْتُ وَ هُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَیْتَ وَ لَا مُعْطِیَ لِمَا مَنَعْتَ وَ لَا یَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْکَ الْجَدُّ

{তিরমিজী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৬৬, হাদিস নং ৩০০}

☆ عَنْ عَلِیِّ بْنِ اَبِیْ طَالِبٍ قَالَ کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلٰوةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا أَخَّرْتُ وَ مَا أَسْرَرْتُ وَ مَا اَعْلَنْتُ وَ مَا اَسْرَفْتُ وَ مَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّیْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ اَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

অর্থাৎ :- হযরত আলী রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম নামাজে সালাম ফিরানোর পর এ দু'আ করতেন-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا أَخَّرْتُ وَ مَا أَسْرَرْتُ وَ مَا اَعْلَنْتُ وَ مَا اَسْرَفْتُ وَ مَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّیْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ اَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

{আবু দাউদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২১২}

☆ عَنِ الْمُغِیْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ کَتَبَ مُعَاوِیَةُ اِلَی الْمُغِیْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَیُّ شَیْءٍ کَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ یَقُوْلُ اِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلٰوةِ فَأَمْلَاهَا الْمُغِیْرَةُ عَلَیْهِ وَ کَتَبَ اِلٰی مُعَاوِیَةَ کَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ لَا اَلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْکَ لَهٗ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَیْتَ وَ لَا مُعْطِیَ لِمَا مَنَعْتَ وَ لَا یَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْکَ الْجَدُّ

অর্থাৎ :- হযরত মুগীরাহ্ বিন শু'বাহ রাদীআল্লাহু আনহুর সুত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজে সালাম ফিরানোর পর কোন দু'আ পাঠ করতেন তা জানার জন্য মুআবিয়াহ্ রাদীআল্লাহু আনহু মুগীরাহ্ ইবনে শু'বাহ্র কাছে পত্র লিখলেন। অতঃপর মুগীরাহ্ রাদীআল্লাহু আনহু মুআবিয়াহ্র নিকট পত্রের জবাব লিখে পাঠালেন যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম সালাম ফেরানোর পর দু'আ করতেন-

لَا اَلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْکَ لَهٗ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَ لَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَ لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

*হাদিসটি সহিহ্।

{আবু দাউদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২১২}

✯ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدْعُوْ رَبِّ اَعِنِّىْ وَ لَا تُعِنْ عَلَيَّ وَ انْصُرْنِىْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَ امْكُرْ لِىْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَ اهْدِنِىْ وَ يَسِّرْ هُدَايَ اِلَيَّ وَ انْصُرْنِىْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَيَّ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ لَكَ شَاكِرًالَكَ ذَاكِرًالَكَ رَاهِبًا لَكَ مِطْوَاعًا اِلَيْكَ مُخْبِتًا اَوْ مُنِيْبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِىْ وَ اغْسِلْ حَوْبَتِىْ وَ أَجِبْ دَعْوَتِىْ وَ ثَبِّتْ حُجَّتِىْ وَ اهْدِ قَلْبِىْ وَ سَدِّدْ لِسَانِىْ وَ اسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِىْ (رواه ابو داؤد فى باب ما يقول الرجل اذا سلم)

অর্থাৎ :- হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম আলাইহিস সালাম (নামাজে সালাম ফিরানোর পর) দু'আ করতেন-

رَبِّ اَعِنِّىْ وَ لَا تُعِنْ عَلَيَّ وَ انْصُرْنِىْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَ امْكُرْ لِىْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَ اهْدِنِىْ وَ يَسِّرْ هُدَايَ اِلَيَّ الخ

*হাদিসটি সহিহ্ সনদে বর্ণিত।

{আবু দাউদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২১১, হাদিস নং ১৫১২}

✯ عَنْ اَبِىْ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلٰوةِ يَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اَلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَ لَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ اَهْلُ النِّعْمَةِ وَ الْفَضْلِ وَ الثَّنَاءِ الْحُسْنِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَ لَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

অর্থাৎ :- আবু যুবাইর রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনু যুবাইর রাদীআল্লাহু আনহুকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণে বলতে শুনেছি, নবী করীম আলাইহিস সালাম ফরজ নামাজ শেষে এ দু'আ করতেন-

لَا اِلٰهَ اَلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَ لَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ اَهْلُ النِّعْمَةِ وَ الْفَضْلِ وَ الثَّنَاءِ الْحُسْنِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَ لَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

*হাদিসটি সহিহ্।

{আবু দাউদ শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২১১, হাদিস নং ১৫০৮}

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْكَمَ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللّٰهَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ وَ قَالَ سُلَيْمَانُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

يَقُوْلُ دُبُرَ صَلٰوتِهٖ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ رَبَّ كُلِّ شَيٍّ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّكَ اَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ رَبَّ كُلِّ شَيٍّ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ و رَسُوْلُكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ رَبَّ كُلِّ شَيٍّ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ اِخْوَةٌ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ رَبَّ كُلِّ شَيٍّ اجْعَلْنِىْ مُخْلِصًا لَكَ وَ اَهْلِىْ فِىْ كُلِّ سَاعَةٍ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ اسْمَعْ وَ اسْتَجِبْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ

অর্থাৎ :- হযরত যায়েদ বিন আরকাম রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। এবং হযরত সুলাইমান রাদীআল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামাজের পর এ দু'আ পাঠ করতেন-

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ رَبَّ كُلِّ شَيٍّ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّكَ اَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ رَبَّ كُلِّ شَيٍّ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ و رَسُوْلُكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ رَبَّ كُلِّ شَيٍّ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ اِخْوَةٌ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ رَبَّ كُلِّ شَيٍّ اجْعَلْنِىْ مُخْلِصًا لَكَ وَ اَهْلِىْ فِىْ كُلِّ سَاعَةٍ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ يَا ذَا

الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ اسْمَعْ وَ اسْتَجِبْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَ الْاَرْضِ

{আবু দাউদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২১১, হাদিস নং ১৫১০,, নাইলুল আওতার, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩৫১}

☆ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ يَا مَعَاذُ اِنِّىْ وَ اللّٰهِ لَاُحِبُّكَ فَلَا تَدَعْ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ اَنْ يَّقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ (اخرجه ابو داؤد و النسائى و ابن حبان و الحاكم)

অর্থাৎ :- হযরত মুয়ায বিন জাবাল রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নিশ্চয় নবী করীম আলাইহিস সালাম তাকে বলেন, হে মুয়ায! নিশ্চয় আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। সুতরাং প্রত্যেক নামাজে সালাম ফিরানোর পর এ দু'আ পাঠ করা ছেড়ো না। অর্থাৎ-

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, উক্ত হাদিসটি ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ নিয়ে এসেছেন এবং ইমাম ইবনে হাব্বান ও ইমাম হাকিম হাদিসটিকে সহিহ্ বলেছেন।

{ফাতহুল বারী শারহুল বুখারী, ১১তম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৫৩,, সহিহ্ ইবনে হাব্বান, হাদিস নং ২০২১,, তাখরীজ মিশকাত লি আসকালানী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২৬,, মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং ২১১০৩}

☆ عَنْ اَبِىْ بُكْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْفَقْرِ وَ عَذَابِ

الْقَبْرِ

অর্থাৎ :- হযরত আবু বাকরাহ্ রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। নিশ্চয় নবী করীম আলাইহিস সালাম প্রত্যেক নামাজের পর এই দু'আটি পাঠ করতেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْکُفْرِ وَ الْفَقْرِ و عَذَابِ الْقَبْرِ

{মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং ১৯৫১৪,, ফুতুহাত রাব্বানীয়াহ্, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৬১,, উমদাতুল কারী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২১১}

☆ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَی الْمُغِیْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ کَتَبَ الْمُغِیْرَةُ اِلٰی مُعَاوِیَةَ بْنِ اَبِیْ سُفْیَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ کَانَ یَقُوْلُ فِیْ دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ اِذَا سَلَّمَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَیْتَ وَ لَا مُعْطِیَ لِمَا مَنَعْتَ وَ لَا یَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْکَ الْجَدُّ۔ (وَ فِیْ رِوَایَةٍ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ کَانَ یَقُوْلُ فِیْ دُبُرِ کُلِّ صَلَاةٍ مَکْتُوْبَةٍ)

অর্থাৎ :- হযরত ওয়ার্রাদ রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মুগীরাহ্ রাদীআল্লাহু আনহু হযরত মুআবিয়াহ্ বিন সুফীয়ান রাদীআল্লাহু আনহুর নিকট এক পত্রে লিখেন যে, নিশ্চয় নবী করীম আলাইহিস সালাম প্রত্যেক নামাজে সালাম ফিরানোর পর এই দু'আ পাঠ করতেন। অর্থাৎ-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ

عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَیْتَ وَ لَا مُعْطِیَ لِمَا مَنَعْتَ وَ لَا یَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْکَ الْجَدُّ

দারেমী ও বুখারী শরীফের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, নিশ্চয় নবী করীম আলাইহিস সালাম প্রত্যেক ফরজ নামাজ সমাপ্তের পর এই দু'আটি পাঠ করতেন।

{বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৯৩৭,, বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১১৭,, মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড, হাদিস নং ১৩৬৬,, সুনান দারেমী, হাদিস নং ১৪০০,, সুবুলুস সালাম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩১০}

তবে মুসলিম শরীফে হাদিসটি নিম্নরূপ বর্ণিত রয়েছে-

☆ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَی الْمُغِیْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ کَتَبَ الْمُغِیْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ اِلٰی مُعَاوِیَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ کَانَ اِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلٰوةِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ الخ

অর্থাৎ :- হযরত ওয়ার্রাদ রাদীআল্লাহু আনহু বলেন, মুগীরাহ্ রাদীআল্লাহু আনহু মুআবিয়াহ্ রাদীআল্লাহু আনহুর নিকট পত্রে জানান যে, নিশ্চয় নবী করীম আলাইহিস সালাম যখন নামাজ হতে অবসর হয়ে সালাম ফিরাতেন তখন এই দুআটি পাঠ করতেন-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ الخ

{মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড, হাদিস নং ১৩৬৬}

*ইমাম বুখারী উল্লেখিত হাদিসটি বুখারী শরীফ ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৯৩৭ -এ بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ অর্থাৎ নামাজের পর দু'আর বর্ণনা - এ লিপিবদ্ধ করেছেন। আর ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি "ফাতহুল বারী শারহে বুখারী, ১১তম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৫২"-এ

বুখারী শরীফের উল্লেখিত অধ্যায়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন-

قَوْلَهُ بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ اَیْ اَلْمَكْتُوْبَةِ وَ فِیْ هٰذِهِ التَّرْجَمَةِ رَدٌّ عَلٰی مَنْ زَعِمَ اَنَّ الدُّعَاءَ بَعْدَ الصَّلٰوةِ لَا یَشْرَعُ

অর্থাৎ- "নামাজের পর দু'আ" অর্থাৎ ফরজ নামাজের পর দু'আর বর্ণনা। আর উক্ত অধ্যায় দ্বারা ইমাম বুখারী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি সেই সমস্ত ব্যক্তিদের খন্ডন করেছেন যারা মনে করে ফরজ নামাজের পর দু'আ শরিয়াতে বৈধ নয়।

✯ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ یَقُوْلُ اِذَا صَلَّی الصُّبْحَ حِیْنَ یُسَلِّمُ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَ رِزْقًا طَیِّبًا وَ عَمَلًا مُتَقَبَّلًا

অর্থাৎ :- হযরত উম্মে সালমাহ্ রাদীআল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত। নিশ্চয় নবী করীম আলাইহিস সালাম ফজরের নামাজে সালাম ফিরানোর পর এ দু'আ পাঠ করতেন। *হাদিসটি সহিহ্।-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَ رِزْقًا طَیِّبًا وَ عَمَلًا مُتَقَبَّلًا

{ইবনে মাজাহ্, ১ম খন্ড, হাদিস নং ৯৭৮,, মুজমাউজজাওয়াইদ, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১১৪,, আল-ফতুহাতুর রাব্বানীয়াহ্, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৮০}

✯ عَنْ اَبِی الزُّبَیْرِ قَالَ كَانَ ابْنُ الزَّبَیْرِ یَقُوْلُ فِیْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِیْنَ یُسَلِّمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِیْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَا

اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِیَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَ لَهُ الْفَضْلُ لَهُ الثَّنَاءُ الْحُسْنُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ - (وَ فِیْ رِوَایَةٍ فِیْ دُبُرِ الصَّلٰوةِ اِذَا سَلَمَ وَ فِیْ رِوَایَةٍ كَانَ یَقُوْلُ فِیْ دُبُرِ الصَّلٰوةِ اِذَا سَلَّمَ قِیْلَ اَنْ یَّقُوْلَ)

অর্থাৎ :- হযরত আবুয যুবাইর রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনু যুবাইর রাদীআল্লাহু আনহু প্রত্যেক নামাজে সালাম ফিরানোর পর এই দু'আটি পাঠ করতেন-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِیْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِیَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَ لَهُ الْفَضْلُ لَهُ الثَّنَاءُ الْحُسْنُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি উক্ত দুআটি নামাজের শেষে সালাম ফিরিয়ে পাঠ করতেন তার পর দাঁড়াতেন।

{সহিহ্ ইবনে হাব্বান, হাদিস নং ২০০৯,, মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড, হাদিস নং ১৩৭১/১৩৭৪}

✯ عَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلٰوةِ قَالَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوْنَ وَ سَلَامٌ عَلَی الْمُرْسَلِیْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

অর্থাৎ :- হযরত আবু সাঈদ রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নিশ্চয় নবী করীম আলাইহিস সালাম যখন নামাজে সালাম ফিরাতেন তখন এই দু'আটি তিন বার পাঠ করতেন,

سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ

وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

{সুনান আবী দুউদ ত্বায়ালিসী, ৩য় খন্ড, , পৃষ্ঠা নং ৬৫৭, হাদিস নং ২৩১২,, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ্, হাদিস নং ৩০৯৭}

উপসংহার :- উপরে সংকলিত সমস্ত হাদিস সমূহ হতে পরিস্কার ভাবে প্রতীয়মান হল যে-

১) নবী করীম আলাইহিস সালাম প্রত্যেক ফরজ নামাজে সালাম ফিরানোর পর দুআ করতেন। সুতরাং এটি হল সুন্নাত।

২) ফরজ নামাজে সালাম ফিরানোর পর দুআ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বেশি গ্রহণযোগ্য হয়। সুতরাং এটি ছেড়ে দেওয়া অথবা এই দুআকে অবহেলার বস্তু বানানো মুর্খামি বটে।

৩) নবী করীম আলাইহিস সালাম ফরজ নামাজে সালাম ফিরানোর পরের দু'আকে খুব গুরুত্ব প্রদান করতেন। এবং নিজ সাহাবা কেরামদের এই দুআর শিক্ষা প্রদান করতেন।

৪) নবী করীম আলাইহিস সালাম নামাজের পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের দু'আ করতেন।

৫) সাহাবা কেরামগণও উক্ত দু'আকে খুব গুরুত্ব প্রদান করতেন। তাই তিনারা পত্র দ্বারা নবী করীম আলাইহিস সালামের উক্ত দু'আকে জানার চেষ্টা করেছেন ও এক অপরকে তার শিক্ষা প্রদান করেছেন।

৬) ইমাম বুখারী আলাইহির রাহ্মা তাঁর যুগে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের খন্ডন করেছেন যারা ফরজ নামাজের পর দুআকে শরীয়ত সম্মত মনে করতেন না।

৭) সমস্ত বিশ্বস্ত মুহাদ্দেসীন ও উলামায়ে কেরাম রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন নিজ নিজ প্রন্থে ফরজ নামাজ বাদ দু'আ সংক্রান্ত হাদিস সংকলন করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিজী, ইমাম ইবনে মাজা, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তাহাবী, ইমাম তাবরানী, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল, ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী, ইমাম নাবাবী, ইমাম কুসতুলানী, ইমাম দারেমী, ইমাম হায়তামী, ইমাম মুনযিরী, ইমাম বাইহাক্বী (রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন) ইত্যাদি ইমাম ও মুহাদ্দেসীনগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুতরাং নামাজে সালাম ফিরানোর পর দু'আটি যে ভাবে নবী করীম আলাইহিস সালাম ও সাহাবা কেরাম রাদীআল্লাহু আনহুম -এর সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত তেমনী বিশ্বস্ত মুহাদ্দেসীন ও মুহাক্কেকীনগণের মত ও পথ দ্বারাও প্রমাণিত।

ফরজ নামাজ বাদ দু'আ সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন ও তার সমাধান

প্রশ্ন :- মুসলিম শরীফ ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে একটি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে যা নিম্নে প্রদত্ত হল-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ اِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ

অর্থাৎ :- হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদীআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজে সালাম ফিরানোর পরে এতটুকু সময় বসতেন-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ

এ দু'আটা পাঠ করতে যতটুকু সময় লাগে।

{মুসলিম শরীফ, হাদিস নং ১৩৬৩}

উল্লেখিত হাদিস হতে বুঝা যায় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম নামাজে সালাম ফিরানোর পর বেশিক্ষন বসতেন না বরং উপরোক্ত দু'আটি পাঠ করতে যতক্ষন সময় লাগে ততক্ষন বসে থাকতেন। সুতরাং ফরজ নামাজে সালাম ফিরানোর পর দীর্ঘ সময় ধরে দু'আ করা অথবা পূর্বের অধ্যায়ে বর্ণিত দু'আ সমূহ পাঠ করা কি ভাবে সম্ভব হতে পারে?

উত্তর :- বোখারী শরীফের প্রখ্যাত ভাষ্যকার ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী আলাইহির রাহ্‌মা "ফাতহুল বারী শারহে বোখারী" গ্রন্থে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর এই ভাবে প্রদান করেছেন, যথা-

وَ الْجَوَابُ اَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّفْيِ الْمَذْكُوْرِ نَفْيُ اِسْتِمْرَارِهٖ جَالِسًا عَلٰى هَيْئَةٍ قَبْلَ السَّلَامِ اِلَّا بِقَدْرِ اَنْ يَّقُوْلَ مَا ذَكَرَهُ فَقَدْ ثَبَتَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا صَلّٰى اَقْبَلَ عَلٰى اَصْحَابِهٖ فَيُحْمِلُ مَا وَرَدَ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ عَلٰى اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ بَعْدَ اَنْ يُّقْبِلَ بِوَجْهِهٖ عَلٰى اَصْحَابِهٖ

ভাবার্থ :- (উত্তর হল), হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদীআল্লাহু আনহার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম সালাম ফিরানোর পর এই দু'আ ব্যতীত অন্য কোন দু'আ পাঠ করতেন না। বরং তাঁর উদ্দেশ্য হল, নবী করীম আলাইহিস সালাম সালাম ফিরানোর পূর্বে যেই অবস্থায় (কিবলা মুখী হয়ে) থাকতেন সেই অবস্থায় উক্ত দু'আটি পাঠ করার সময়ের বেশি বসতেন না। আর এটি প্রমাণিত যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম নামাজে সালাম ফিরানোর পরে সাহাবায়ে কেরামগণের দিকে মুখ করে বসতেন। সুতরাং উত্তরটির সারাংশ হল, নবী করীম আলাইহিস সালাম সালাম ফিরানোর পর কিবলা মুখী হয়ে শুধু হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদীআল্লাহু আনহার হাদিসে বর্ণিত দু'আটি পাঠ করতেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামগণের দিকে মুখ করে বসতেন এবং অন্যান্য হাদিস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত দু'আ সমূহ পাঠ করতেন।

{ফাতহুল বারী শারহে বুখারী, ১১তম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৫২}

প্রশ্ন :- পূর্বের অধ্যায়ে সংকলিত হাদিস সমূহে دُبُرَ الصَّلٰوةِ (নামাজের শেষে) বাক্যটি উল্লেখ হয়েছে, যার অর্থ হল, তাশাহ্‌হুদের পর সালাম ফিরানোর পূর্বে। সুতরাং সেই সমস্ত হাদিস দ্বারা নামাজে সালাম ফিরানোর পরে দুআ করার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং সালামের পূর্বে দু'আর প্রমাণ হয়, যা বিতর্কিত নয়।

উত্তর :- পূর্বের অধ্যায়ে সংকলিত হাদিস সমূহে دُبُرَ الصَّلٰوةِ (নামাজের শেষে) বাক্যটি শুধু বর্ণিত হয়নি। বরং কিছু হাদিস সমূহে اِذَا سَلَّمَ (অর্থাৎ যখন তিনি নামাজে সালাম ফিরাতের তখন পাঠ করতেন) বাক্যটিও বর্ণিত হয়েছে, যেমন আবু দাউদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২১২ এবং নাসাঈ শরীফ, হাদিস নং ১৩৪৬ -এ রয়েছে كَانَ اِذَا سَلَّمَ قَالَ অর্থাৎ- যখন তিনি সালাম ফিরাতেন তখন দু'আ পাঠ করতেন। তিরমিজী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৬৬, হাদিস নং ৩০০ -এ রয়েছে اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ অর্থাৎ- নিশ্চয় তিনি সালামের পরে দু'আ পাঠ করতেন। আবু দাউদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২১২ -এর আর এক হাদিসে রয়েছে يَقُوْلُ اِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلٰوةِ অর্থাৎ- যখন তিনি নামাজ হতে সালাম ফিরাতেন তখন দু'আ পাঠ করতেন। বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৯৩৭, সুনান দারেমী, হাদিস নং ১৪০০ -এ রয়েছে كَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ اِذَا سَلَّمَ অর্থাৎ- তিনি প্রত্যেক নামাজের শেষে যখন সালাম ফিরাতেন তখন দু'আ পাঠ করতেন। মুসলিম শরীফ, হাদিস নং ১৩৬৬ -এ রয়েছে كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلٰوةِ وَ سَلَّمَ قَالَ অর্থাৎ- তিনি যখন নামাজ সমাপ্ত করে সালাম ফিরাতেন তখন দুআ পাঠ করতেন। সুতরাং প্রমাণ হল যে, হাদিস শরীফে শুধু دُبُرَ الصَّلٰوةِ (নামাজের শেষে) কথাটি উল্লেখ হয়নি, বরং "সালাম ফিরানোর" কথাটিও উল্লেখ হয়েছে। সুতরাং পূর্বের অধ্যায়ে সংকলিত হাদিস সমূহ হতে নামাজে সালাম ফিরানোর পূর্বের দুআকে প্রমাণ করা সঠিক নয়।

তাছাড়া সংকলিত হাদিস সমূহে دُبُرَ الصَّلٰوةِ/ دُبُرَ الصَّلٰوةِ (নামাজের শেষে) -এর অর্থ তাশাহ্হুদের পর ও সালামের পূর্বে করাও সঠিক নয়। বরং সমস্ত মুহাদ্দেসীনগণ বলেছেন, সংকলিত হাদিস সমূহে دُبُرَ الصَّلٰوةِ (নামাজের শেষে) -এর অর্থ হল, নামাজে সালাম ফিরানোর পর। আর এটাই ব্যাখ্যা করেছেন বোখারী শরীফের প্রখ্যাত ভাষ্যকার হযরত ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী আলাইহির রাহ্মা "ফাতহুল বারী" ১১তম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৫৩-এ যা নিম্নে প্রদত্ত হল-

فَاِنْ قِيْلَ : اَلْمُرَادُ بِدُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ قُرْبُ آخِرِهَا وَ هُوَ التَّشَهُّدُ قُلْنَا قَدْ وَرَدَ الْاِبْرَ بِالذِّكْرِ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَ الْمُرَادُبِهٖ بَعْدَ السَّلَامِ اِجْمَاعًا فَكَذَ هٰذَا حَتّٰى يَثْبُتَ مَا يُخَالِفُهُ

প্রশ্ন :- পূর্বের অধ্যায়ে সংকলিত হাদিস সমূহে "ফরজ নামাজ" উল্লেখ নেই। সুতরাং সেই সমস্ত হাদিস সমূহ থেকে ফরজ নামাজের পর দু'আকে প্রমাণ করা কি ভাবে সঠিক হতে পারে?

উত্তর :- পূর্বের অধ্যায়ে সংকলিত সমস্ত হাদিস সমূহে যদিও "ফরজ নামাজ" উল্লেখ নেই, তবুও সেই সমস্ত হাদিস দ্বারা ফরজ নামাজে সালাম ফিরানোর পর দু'আ করা প্রমাণিত হবে। কারণ- ১) সেই হাদিস সমূহের মধ্যে অধিকাংশ হাদিসে دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ (প্রত্যেক নামাজের শেষে) কথাটি উল্লেখ হয়েছে। আর ফরজ নামাজ "প্রত্যেক নামাজের" অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং হাদিস সমূহে বর্ণিত دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ হতেই ফরজ নামাজের পর দু'আ করা প্রমাণিত হবে। ২) ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী আলাইহির রাহ্মা বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৯৩৭ এ লিপিবদ্ধ بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ -এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন-

بَابُ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ : اَىِ الْمَكْتُوْبَةِ

অর্থাৎ :- নামাজ বাদ দু'আ থেকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে ফরজ নামাজ বাদ দু'আ।

৩) বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১১৭ -এ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এই ভাবে-

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ

অর্থাৎ :- নিশ্চয় নবী করীম আলাইহিস সালাম প্রত্যেক ফরজ নামাজ সমাপ্ত করে দু'আ করতেন।

উপরোক্ত আলোচনা ও উত্তরসমূহ হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হল যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম ফরজ নামাজে সালাম ফিরানোর পর দু'আ করেছেন যা আমাদেরকে করা উচিত।

প্রশ্ন :- পূর্বের অধ্যায়ে বর্ণিত হাদিস সমূহ হতে বুঝা যায় যে, ফরজ নামাজ শেষে দু'আ শুধু নবী করীম আলাইহিস সালাম করতেন, সাহাবায়ে কেরামগণ করতেন না। সুতরাং এটা নবী করীম আলাইহিস সালামের জন্য নির্দিষ্ট।

উত্তর :- পূর্বের অধ্যায়ে সংকলিত হাদিস সমূহ হতে এটা কোন ভাবেই প্রমাণ হয় না যে, সাহাবায়ে কেরামগণ দু'আ করতেন না। বরং পরোক্ষ ভাবে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ফরজ নামাজে সালাম ফিরানোর পর নবী করীম আলাইহিস সালামের সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামগণও দু'আ করতেন। কারণ- ১) এটা অসম্ভব যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম ফরজ নামাজের শেষে দু'আয় রত হতেন, আর সাহাবায়ে কেরামগণ দুআ ছেড়ে দিয়ে সুন্নাত অথবা অন্য কাজে মগ্ন হয়ে যেতেন। কারণ, সাহাবাগণ হলেন সেই মহৎ ব্যক্তিবর্গ যারা নবী করীম আলাইহিস সালামকে যখনই কোন আমল করতে দেখতেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই আমল করতে আরম্ভ করে দিতেন যতক্ষন না নবী করীম আলাইহিস সালাম নিজেই কোন কারণে তাদের সেই কর্ম হতে বারণ করতেন। এ কারণেই সাহাবাগণ যখন নবী করীম আলাইহিস সালামকে "সাউমে বেসাল" অর্থাৎ এক সাহরীতে দু-তিন দিনের রোজা রাখতে দেখলেন তারাও তা করতে শুরু করলেন। কিন্তু তাদের অবস্থার দিকে লক্ষ করে তিনি সাহাবাদেরকে "সাউমে বেসাল" হতে নিষেধ করলেন। সুতরাং বুঝা গেল সাহাবায়ে কেরামগণ হলেন সেই গোষ্ঠী যারা নবী করীম আলাইহি সালামের প্রতিটি কর্ম ও আমলকে নিজ নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করার আপ্রান চেষ্টায় লেগে থাকতেন যতক্ষন পর্যন্ত না নবী করীম আলাইহিস

সালাম তাদের জন্য সেই কর্মের উদ্দেশ্যে "না বাক্য" প্রয়োগ করতেন। আর অন্য কোন হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণ করা অতি দুর্লভ ও অসম্ভব যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম কখনো কোন সাহাবাকে ফরজ নামাজ পরে দু'আ করতে নিষেধ করেছেন। বরং পূর্বের অধ্যায়ে সংকলিত হাদিস সমূহ হতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি সাহাবায়ে কেরামগণকে ফরজ নামাজ পরে দু'আ করার গুরুত্ব ও আল্লাহর নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হওয়ার জ্ঞান প্রদান করেছেন। এবং হযরত মুয়াজ বিন জাবালকে নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করে ফরজ নামাজ শেষে দু'আ ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন।

২) তাছাড়া বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদিসে রয়েছে যে, সাহাবাগণ সর্বদা নামাজের সময় ডান দিকে থাকার চেষ্টা করতেন। কারণ নবী করীম আলাইহিস সালাম বেশির ভাগ ফরজ নামাজে সালাম ফিরানোর পর ডান দিকে চেহারা করে দুআয় রত হতেন। তাদের ইচ্ছা হত যে, হুজুরের মোবারক দৃষ্টি যেন তাদের উপর পড়ে। উক্ত হাদিস থেকে বুঝা গেল যে, সাহাবাগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুআর সময় তাঁর দৃষ্টি গোচর থাকার চেষ্টা করতেন। যদি হুজুরের দুআর সঙ্গে সাহাবাগণের কোন সম্পর্ক না থাকতো অথবা হুজুরের দুআর সময় অন্যথায় চলে যেতেন তাহলে তারা কখনও হুজুরের সম্মুখে থাকার উদ্দেশ্যে ডান পাশে থাকার জন্য বিচলিত হতেন না।

৩) এছাড়াও বহু হাদিস হতে প্রমাণিত যে, সাহাবায়ে কেরামগণও ফরজ নামাজের পরে দু'আ করতেন। যেমন- বোখারী শরীফ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৯৩৭ থেকে প্রমাণিত যে, সাহাবায়ে কেরামগণ এক অপরকে এই দু'আর শিক্ষা দিতেন। মুসলিম শরীফ, হাদিস নং ১৩৭১ ও ১৩৭৪ থেকে প্রমাণিত যে, হযরত ইবনুয যুবাইর ফরজ নামাজ বাদ দু'আ করতেন। মুসনাদ আহমাদের হাদিস থেকে প্রমাণিত যে, হযরত আবু বাক্‌রাহ রাদীআল্লাহু আনহু প্রত্যেক ফরজ নামাজ পরে দু'আ করতেন। মুসনাদ আহমাদ হাদিস নং ২১১০৩, সহিহ্ ইবনে হাব্বান, হাদিস নং

২০২১ ও ফাতহুল বারী হতে প্রমাণিত যে, হযরত মুয়াজ বিন জাবাল রাদীআল্লাহু আনহু প্রত্যেক ফরজ নামাজ বাদ দু'আ করতেন, ইত্যাদি।

ফরজ নামাজের পর
হাত তুলে দুআর প্রমাণসমূহ

প্রিয় মুসলিম সমাজ! পূর্বের অধ্যায় সমূহ অধ্যয়ন করে আপনারা নিশ্চয় জ্ঞাত হয়েছেন যে, হাত তুলে দু'আ করা নবী করীম আলাইহিস সালাম -এর অসংখ্য হাদিস সমূহ হতে প্রমাণিত। এবং হাত তোলা শরীয়তের পক্ষ হতে কোন সময়, স্থান ও বস্তুর সঙ্গে নির্দিষ্ট নয় বরং এটি হল আল্লাহ্ তা'আলা নিকট দু'আ গ্রহণ হওয়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি। সুতরাং যেখানে যেখানে দুআ করার বৈধতা প্রমাণিত হবে অথবা সম্ভব হবে সেখানে সেখানে হাত তুলা আল্লহ্র নিকট সেই দু'আ গ্রহণযোগ্য হওয়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি প্রমাণিত হবে। যতক্ষন না কোন নির্দিষ্ট দু'আয় হাত তুলা শরীয়তের পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ হয়েছে।

আর পূর্বের অধ্যায়ে সংকলিত অসংখ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, ফরজ নামাজে সালাম ফিরানোর পর দু'আ করা নবী করীম আলাইহিস সালাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাদীআল্লাহু আনহুমের সুন্নাত এবং সেই দু'আয় হাত উত্তোলন করা শরীয়তের কোন দলীল দ্বারা নিষিদ্ধ প্রমাণিত নয়। সুতরাং পূর্বের আলোচনার পরিপেক্ষিতেই ফরজ নামাজে সালাম ফিরানোর পর হাত তুলে দু'আ করার বিষয়টি পরিস্কার। তথাপি আপনাদের জ্ঞান ও আস্থার মজবুতির উদ্দেশ্যে কিছু দলীল নিম্নে উপস্থাপন করছি, যা দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম ফরজ নামাজে সালাম ফিরানোর পরে হাত তুলে দু'আ করার অনুমতি প্রদান করেছেন এবং নিজে হাত তুলে দু'আ করেছেন।

দলীল নং- ১ :-

عَنِ الْمُطَّلِب عَنِ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَلصَّلٰوةُ مَثْنٰى مَثْنٰى اَنْ تَشَهَّدَ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اَنْ تَبَاءَ سَ وَ تَمَسْكَنَ وَ تُقْنِعَ بِيَدَيْكَ وَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَهِىَ خِدَاجٌ

অর্থাৎ :- হযরত মুত্তালীব রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, নামাজ হল দুই দুই রাকায়াত। এবং তুমি প্রতি দুই রাকায়াতের পর তাশাহ্হুদ পাঠ করবে। অতঃপর তুমি তোমার বিপদাপদ ও দারিদ্রের কথা দু'হাত তুলে দু'আ করবে, হে আল্লাহ্! হে আল্লাহ্! যে ব্যক্তি এরূপ করে না তার নামাজ হবে ত্রুটিপূর্ণ।

{আবু দাউদ, ১ম খন্ড, হাদিস নং ১২৯৮,, সুনান কুবরা নাসাঈ, হাদিস নং ১৪৪১,, মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং ১৬৮৬৭/১৬৮৭১,, সহিহ্ ইবনে খুযাইমাহ্, হাদিস নং ১২১২}

দলীল নং- ২ :-

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلصَّلٰوةُ مَثْنٰى مَثْنٰى تَشَهَّدُ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ تَخَشَّعُ وَ تَضَرَّعُ وَ تَمَسْكَنُ وَ تَذَرَّعُ وَ تُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُوْلُ تَرْفَعُهُمَا اِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ وَ تَقُوْلُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَهُوَ كَذَا كَذَا قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَ قَالَ غَيْرُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَهِىَ خِدَاجٌ

অর্থাৎ :- হযরত ফাযল বিন আব্বাস রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নামাজ হল দুই দুই রাকায়াত। প্রতি দুই রাকায়াত পর তাশাহ্হুদ পাঠ করতে হবে, নামাজীকে বিনয়ী হতে হবে, মিনতির সাথে প্রার্থনা করতে হবে; কপর্দকহীন হতে হবে। কোন কিছুকে ওয়াসীলা করে চাইতে হবে। অতঃপর তোমার প্রতিপালকের দরবারে নিজের দু'হাত তুলবে, হাতের তালু তোমার চেহারার দিকে থাকবে, তারপর বলবে, হে প্রতিপালক, হে প্রতিপালক! যে ব্যক্তি এমনটি করবে না তার নামাজ এরূপ এবং এরূপ হবে। ইমাম তিরমিজী বলেন, অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি এরূপ করবেনা তার নামাজ ত্রুটিপূর্ণ হবে।

{তিরমিজী শরীফ, ১ম খন্ড, হাদিস নং ৩৮৬,, তারীখে কাবীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২৮৩,, সুনান কুবরা নাসাঈ, হাদিস নং ৬১৫,, মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং ১৬৮৬৮/১৭০৩,, মুসনাদ আবী ইয়ালা, হাদিস নং ৬৭৩৩,, সুনান কুবরা বাইহাক্বী, হাদিস নং ৪২৫১}

ব্যাখ্যা :- উপরোক্ত হাদিসদ্বয় হতে স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হল যে, নামাজকে ত্রুটিমুক্ত ও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য করার জন্য কতিপয় বিষয়াদী লক্ষ রাখা জরুরী, যথা- তাশাহ্হুদ, খুশু-খুযু, বিনয় প্রকাশ, ধীরস্থির ভাব ও নামাজ শেষে বিনয়ের সহিত নিজের দুখানা হাত তুলে আল্লাহর নিকট দু'আ করা। সুতরাং সংকলিত হাদিসদ্বয় হতে নামাজের পর হাত তুলে দু'আ ও তার গুরুত্ব প্রমাণিত।

*এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, উল্লেখিত হাদিসদ্বয় অধিকাংশ হাদিস গ্রন্থে নফল নামাজ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এগুলি হাদিস থেকে নফল নামাজের পর হাত তুলে দু'আ প্রমাণিত হয়, ফরজ নামাজের শেষে নয়।

উল্লেখিত প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর হবে। **প্রথম :-** উল্লেখিত হাদিসদ্বয় যেভাবে নফল নামাজের জন্য উপযুক্ত তেমনি ফরজ নামাজের জন্যও উপযুক্ত। কারণ, হাদিস সমূহে "নফল" শব্দটির উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয় :- কেউ যদি হাদিসের বাক্য "নামাজ হল দুই দুই রাকায়াত" থেকে উল্লেখিত নামাজকে নফল নামাজের সঙ্গে শুধু নির্দিষ্ট করে তাহলে সেটা তার মুর্খামি হবে। কারণ, দিন ও রাত্রির ফরজ নামাজও প্রথম দিকে দুই দুই রাকায়াত করেই ফরজ হয়েছিল, পরক্ষনে হিজরতের পর কিছু ফরজ নামাজে এক বা দুই রাকায়াত বৃদ্ধি করা হয়, যা বোখারী ও মুসলিম শরীফের নিম্নের হাদিস থেকে স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত। যথা-

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِيْ الْحَضْرِ وَ السَّفَرِ فَاُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَ زِيْدَ فِيْ صَلَاةِ الْحَضَرِ

অর্থাৎ :- হুজুর নবী করীম আলাইহিস সালামের স্ত্রী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদীআল্লাহু আনহা বলেন, (প্রথম দিকে) বাড়ি ও সফরের অবস্থায় নামাজ দুই দুই রাকায়াত ফরজ করা হয়েছিল। পরে সফরের নামাজ পূর্বের অবস্থায় রাখা হয়, কিন্তু মুকিমের নামাজে বৃদ্ধি করা হল।

{বুখারী শরীফ, ১ম খন্ড, হাদিস নং ৩৫০/১০৯০,, মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড, হাদিস নং ১৪৪৩}

তৃতীয় :- যদি উল্লেখিত হাদিসদ্বয় শুধু নফল নামাজের সঙ্গে নির্দিষ্ট মেনে নেওয়া হয়, তথাপি আমাদের উদ্দেশ্যে কোনও প্রকার সমস্যা আসবেনা। কারণ, যেভাবে নফল নামাজ অপেক্ষা ফরজ নামাজ অধিক গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ফরজ নামাজ সমাপ্তের পর দু'আ করা নফল নামাজ সমাপ্তের পর দু'আ করা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ফাতহুল বারী শারহে বোখারী, ১১তম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৫৩ -এ ইমাম জাফর বিন মুহাম্মাদ সাদিক রাদীআল্লাহু আনহুর বর্ণনায় বলা হয়েছে-

اَلدُّعَاءُ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ اَفْضَلُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَةِ كَفَضْلِ الْمَكْتُوْبَةِ عَلَى النَّافِلَةِ

অর্থাৎ :- ফরজ নামাজ শেষে দু'আ করা নফল নামাজ শেষে দু'আ করা অপেক্ষা এতটাই উত্তম যতটা ফরজ নামাজ নফল নামাজ অপেক্ষা উত্তম।

সুতরাং উপরোক্ত হাদিসদ্বয় থেকে যদি নফল নামাজ শেষে হাত তুলে দু'আ করার গুরুত্ব ও প্রমাণ সাব্যস্ত হয় তাহলে ওই হাদিসগুলি থেকেই ফরজ নামাজ শেষে হাত তুলে দু'আ করা অধিক গুরুত্ব ও প্রমাণ সাব্যস্ত হবে।

দলীল নং- ৩ :-

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِیْ یَحْیٰی قَالَ رَأَیْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَیْرِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ وَ رَائٰی رَجُلًا رَافِعًا یَدَیْهِ یَدْعُوْ قَبْلَ اَنْ یَّفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهٖ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ لَهٗ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ لَمْ یَکُنْ یَرْفَعُ یَدَیْهِ حَتّٰی یَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهٖ

অর্থাৎ- হযরত মুহাম্মাদ বিন আবী ইয়াহ্ইয়া রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর রাদীআল্লাহু আনহুকে দেখলাম যে, তিনি এক ব্যক্তিকে নামাজ সমাপ্তের পূর্বেই হাত তুলে দু'আ করতে প্রত্যক্ষ করলেন। অতঃপর যখন সেই ব্যক্তি নিজের নামাজ সমাপ্ত করলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর তাকে বললেন, নিশ্চয় নবী করীম আলাইহিস সালাম নামাজ সমাপ্ত করার পূর্বে হাত তুলে দু'আ করতেন না।

*ইমাম হাইসামী ও ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহিমা বলেন, হাদিসটি সহিহ্ সনতে বর্ণিত।

{আল-মাজমাউজজাওয়াইদ, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৪৯,, মুজামে কাবীর তাবরানী, হাদিস নং ১৪৯০৭/৩২৪,, তোহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী, ২য় খন্ড, ১০০ নং পৃষ্ঠা,, আল-আহাদিসুল মুখতারা, হাদিস নং ৩০৩}

ব্যাখ্যা :- উপরোক্ত হাদিস শরীফ হতে স্পষ্ট ভাবে যেখানে প্রমাণ হয় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম নামাজের অভ্যন্তরে সালাম ফিরানোর পূর্বে হাত তুলে দু'আ করতেন না, সেখানে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম নামাজে সালাম ফিরানোর পর হাত তুলে দু'আ করতেন। সুতরাং উক্ত হাদিস শরীফ থেকেও ফরজ নামাজে সালাম ফিরানোর পর হাত তুলে দু'আ করার বৈধতা ও সুন্নাত হওয়া প্রমাণিত। তাই মুবারাকপুরী তোহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১০০ -এ বলেন-

وَ اُسْتَدَلَّ بِالْحَدِیْثِ عَلَی مَشْرُوْعِیَةِ الرَّفْعِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ وَ هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُوْرِ

অর্থাৎ :- উক্ত হাদিস দ্বারা নামাজের পরে হাত তুলে দু'আ প্রমাণ করা হয়েছে আর এটাই হল সংখ্যাগরিষ্ট উলামার মত।

দলীল নং- ৪ :-

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ کَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ یَدَیْهِ ثُمَّ لَمْ یَرْفَعْهُمَا حَتّٰی یَفْرُغَ (وَ فِیْ رِوَایَةٍ ثُمَّ لَمْ یَرْفَعْهُمَا حَتّٰی انْصَرَفَ وَ فِیْ رِوَایَةٍ ثُمَّ لَمْ یَعُدْ اِلٰی شَیْءٍ مِنْ ذَالِکَ حَتّٰی فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهٖ)

অর্থাৎ :- হযরত বারায়া বিন আযিব রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম নামাজ শুরু করার সময় হাত উত্তোলন করতেন, অতঃপর নামাজ সমাপ্তের পূর্বে হাত তুলতেন না। *হাদিসটি হাসান সুত্রে বর্ণিত।

{শারহে আবী দাউদ লি আইনী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩৫২,, জামেউল উসূল, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩০৩,, নাসবুর রায়াহ্, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৪০৩,, আবু দাউদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২৯৩}

ব্যাখ্যা :- উক্ত হাদিস হতে প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম নামাজে তাকবীরে তাহরীমায় হাত উত্তোলন করতেন, অতঃপর নামাজ সমাপ্তের পূর্বে হাত উত্তোলন করতেন না। এ থেকে স্পষ্ট ভাবেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি নামাজ সমাপ্তের পর হাত উত্তোলন করতেন আর নামাজ সমাপ্তের পর দু'আ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে হাত তুলার প্রশ্নই আসে না।

দলীল নং- ৫ :-

عَنِ الْاَسْوَدِ الْعَامِرِی عَنْ اَبِیْهِ قَالَ صَلّیْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ اِنْحَرَفَ وَ رَفَعَ یَدَیْهِ وَ دَعَا

অর্থাৎ- হযরত আসওয়াদ আমরী রাদীআল্লাহু আনহু নিজ পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী করীম আলাইহিস সালামের সহিত ফজরের নামাজ আদায় করলাম। অতঃপর যখন তিনি নামাজে সালাম ফিরালেন চেহারা মোবারক (মুক্তাদিগণের দিকে) ফিরিয়ে দু'হাত তুলে দু'আ করলেন।

{মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ্, ১ম খন্ড, , পৃষ্ঠা নং ২২৯, হাদিস নং ৩০৯৩,, তোহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৭১}

*হাদিসটি যদিও যয়ীফ, তারপরেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দেসীনগণের মতে আমালের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য।

দলীল নং- ৬ :-

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مُرْشِدٍ وَ اِسْمَاعِیْلَ بْنِ اُمَیَّةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ کَانَ اِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهٖ رَفَعَ یَدَیْهِ وَ ضَمَّهُمَا وَ قَالَ یَارَبِّ اغْفِرْ لِیْ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا اَخَّرْتُ وَ مَا اَسْرَرْتُ وَ مَا اَعْلَنْتُ وَ مَا اَسْرَفْتُ وَ مَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّیْ اَنْتَ الْمُقَلَّمُ وَ اَنْتَ

الْمُؤَخَّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ لَکَ الْمُلْکُ وَ لَکَ الْحَمْدُ (رواه عبد اللّٰه من المبارک فی الزهد و هو حدیث مرسل رجاله ثقات)

অর্থাৎ- হযরত আলকামাহ্ বিন মিরসাদ ও ইসমাঈল বিন উমাইয়াহ্ রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত নিশ্চয় নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায হতে ফারেগ হতেন নিজের দু'খানা হাত তোলে ও উভয়কে মিলিয়ে এ দু'আ পাঠ করতেন, যথা-

یَا رَبِّ اغْفِرْ لِیْ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا اَخَّرْتُ وَ مَا اَسْرَرْتُ وَ مَا اَعْلَنْتُ وَ مَا اَسْرَفْتُ وَ مَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّیْ اَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَ اَنْتَ الْمُؤَخَّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ لَکَ الْمُلْکُ وَ لَکَ الْحَمْدُ

*হাদিসটি যদিও মুরসাল কিন্তু হাদিসটির সমস্ত বর্ণনাকারীগণ হলেন মজবুত। আর এটা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য।

{কিতাবুয যুহদ, পৃষ্ঠা নং ৪০৫, হাদিস নং ১১৫৪}

ব্যাখ্যা :- উপরোল্লেখিত দুই দলীল হতেও স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরজ নামাজে সালাম ফিরানোর পর হাত উত্তোলন করে দু'আ ও মুনাজাত করতেন। সুতরাং নামাজের পরে হাত তুলে দু'আ করা এখান থেকে সুন্নাত প্রমাণিত হল। অতএব উক্ত কর্মকে বিদ্আত বলা চরম মুর্খতা ও অজ্ঞতার প্রকাশ ছাড়া আর কিছু হবে না।

এছাড়া আরও বহু দলীল দ্বারা উক্ত কর্মের সুন্নাত হওয়া প্রমাণিত হয় যা নিম্নে প্রদত্ত হল-

দলীল নং- ৭,৮ :-

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ رَفَعَ یَدَیْهِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ خَلِّصِ الْوَلِیْدَ بْنَ الْوَلِیْدِ وَ عَبَّاسَ بْنَ اَبِیْ رَبِیْعَةَ وَ سَلْمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَ ضِعْفَةَ الْمُسْلِمِیْنَ اَلَّذِیْنَ مَنْ لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ حِیْلَةً وَ لَا یَهْتَدُوْنَ سَبِیْلًا مِنْ اَیْدِی الْکُفَّارِ

وَ قَالَ ابْنُ حَرِیْرٍ حَدَّثَنَا الْمُثَنّٰی حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِیِّ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ کَانَ یَدْعُوْ فِیْ دُبُرِ صَلَاةِ الظُّهْرِ اَللّٰهُمَّ خَلِّصِ الْوَلِیْدَ وَ سَلْمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَ عِیَاشَ بْنَ اَبِیْ رَبِیْعَةَ وَ ضِعْفَةَ الْمُسْلِمِیْنَ مِنْ اَیْدِی الْمُشْرِکِیْنَ اَلَّذِیْنَ لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ حِیْلَةً وَ لَا یَهْتَدُوْنَ سَبِیْلًا

অর্থাৎ :- হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নিশ্চয় নবী করীম আলাইহিস সালাম নামাজে সালাম ফিরানোর পরে কিবলা মুখী অবস্থায় নিজের দু'খানা হাত উত্তোলন করে এই দুআ করলেন-

اَللّٰهُمَّ خَلِّصِ الْوَلِیْدَ بْنَ الْوَلِیْدِ عِیَاشَ بْنَ اَبِیْ رَبِیْعَةَ وَ سَلْمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَ ضِعْفَةَ الْمُسْلِمِیْنَ اَلَّذِیْنَ لَا یَسْتَطِعُوْنَ حِیْلَةً وَ لَا یَهْتَدُوْنَ سَبِیْلًا مِنْ اَیْدِی الْکُفَّارِ

অন্য এক বর্ণনায় হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাদীআল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম জহরের নামাজ সমাপ্ত করে এই দু'আটি করতেন।

*হাফিজ ইবনে কাসীর বলেন, উক্ত হাদিসটির সহিহ্ হাদিসে শাহিদ বিদ্যমান। ইমাম উকাইলী বলেন, উক্ত হাদিসটি সহিহ্ সনদেও বর্ণিত হয়েছে।

{তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৭২,, আল-মাজমাউজ জাওয়াইদ, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২৩২,, তোহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৭০,, তাফসীর ইবনু আবী হাতিম, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১০৪৮,, তাফসীরে তাবারী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১১০}

উক্ত হাদিস শরীফ থেকেও ফরজ নামাজে সালাম ফিরানোর পর নবী করীম আলাইহিস সালামের হাত তুলে দু'আ করা স্পষ্ট ভাবেই প্রমাণিত।

দলীল নং- ৯ :-

عَنْ طَلْحَةَ مِنَ الْبَرَاءِ (فَذَکَرَ قِصَّةَ طَلْحَةَ) وَ قَالَ فَلَمَّا صَلَّی النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ الصُّبْحَ سَأَلَ عَنْهُ فَاخْبَرُوْهُ بِمَوْتِهٖ وَ مَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ یَدَهُ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَلْقِهٖ وَ هُوَ یَضْحَکُ اِلَیْکَ وَ اَنْتَ تَضْحَکُ اِلَیْهِ

অর্থাৎ :- হযরত তালহাহ্ বিন বারায়া রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত (তিনি হযরত তালহাহ্ রাদীআল্লাহু আনহুর মৃত্যুর ঘটনাটি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করার পরে) বলেন, যখন নবী করীম আলাইহিস সালাম ফজরের নামাজ আদায় করলেন, তিনি তালহার প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, অতএব তাকে তালহার মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করা হলো। অতঃপর নবী করীম আলাইহিস সালাম হাত তুলে দু'আ করলেন-

اَللّٰهُمَّ اَلْقِهُ وَ هُوَ يَضْحَكُ اِلَيْكَ وَ اَنْتَ تَضْحَكُ اِلَيْهِ

*ইমাম হাইসামী বলেন হাদিসটি মুরসাল এবং বর্ণনাকারীগণের মধ্যে আব্দু বাব্বেহীকে আমি চিনিনা, আর বাকী রাবীগণ মজবুত। কিন্তু ইবনে হাব্বান তাকে মজবুত রাবীগণের মধ্যে গণ্য করেছেন।

{মুজামে কাবীর তাবরানী, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩১১,, আল-মাজমাউজজাওয়াইদ, ৯বম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৬০৯}

দলীল নং- ১০ :-

عَنْ اَنَسٍ فِىْ قِصَّةِ الْقُرَّأِ مِنْ اَهْلِ الصُّفَّةِ فَذَكَرَ قِصَّةَ اسْتِشْهَادِهِمْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ ثُمَّ قَالَ اَنَسٌ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كُلَّمَا صَلَّى الْغَدَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ اَوْ لَهُمْ

অর্থাৎ :- হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি আসহাবে সুফ্ফা রাদীআল্লাহু আনহুমের শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করার পরে বলেন, আমি দেখেছি যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম প্রত্যেক ফজরের নামাজের পরে দু'হাত তুলে হত্যাকারীদের জন্য বদ-দু'আ করতেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তাদের জন্য দুআ করতেন। *হাদিসটি সহিহ্ সনদে বর্ণিত।

{আল মুজামূল আওসাত তাবরানী হাদিস নং ৩৭৩৯,, মুসনাদ আহমাদ হাদিস নং ১২৪০২,, সুনান কুবরা বাইহাকী হাদিস নং ৩১৪৫}

দলীল নং- ১১ :-

قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ فِىْ الْبِدَايَةِ وَ النِّهَايَةِ وَ فِىْ بَعْضِ اَلْفَاظِ

الصَّحِيْحِ..... وَ فِيْهِ اَنَّ فَاطِمَةَ لَمَّا اَلْقَتْهُ عَنْهُ اَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ فَسَبَّتْهُمْ وَ اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ رَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَوْا ذَالِكَ سَكَنَ عَنْهُمُ الضِّحْكُ وَ خَافُوْا دَعْوَتَهُ

অর্থাৎ :- (কাবা গৃহে নবী করীম আলাইহিস সালামের নামাজ এবং কাফিরদের হাসি, মাযাক ও উটের ভুড়ি নবী পাকের মোবারক পৃষ্টে চাপানোর ঘটনাটি বর্ণনা করে) ইবনে কাসীর বলেন, সহিহ্ বাক্য দ্বারা প্রমাণিত, নবী করীম আলাইহিস সালাত ওয়া তাসলীম যখন নামাজ হতে ফারেগ হলেন, দু'খানা হাত উত্তোলন করে তাদের জন্য বদ-দুআ করলেন। যা দেখে কাফিরেরা হাস্য ও ব্যঙ্গ করা বন্দ করে দিল। *হাদিসটি সহিহ্।

{আল-বেদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৪৪}

ব্যাখ্যা :- উপরোক্ত তিনটি দলীল থেকেও নামাজে সালাম ফিরানোর পর হাত তুলে দু'আ করার বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়। কেউ যদি সন্দেহ করে যে, এগুলো হাদিস থেকে বুঝা যায় যে নবী করীম আলাইহিস সালাম শুধু কোন প্রয়োজন হলে হাত তুলে দু'আ করেছেন, তাহলে তাকে আমি বলবো, আপনার ও আমার সবসময় কোন না কোন বস্তুর প্রয়োজন থাকে। সুতরাং আপনার মতেও আমাদেরকে সবসময় দু'আ করা উচিত। তাছাড়া নিম্নের দলীলকে লক্ষ করুন।

দলীল নং- ১২, ১৩ :-

عَنِ الْمُغِيْرَةِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ اَخْرَجَهُ الْبُجَارِى فِىْ تَارِيْخِهٖ

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

يَدْعُوْ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ رَبَّ كُلِّ شَيٍّ الحديث

اخرجه العسقلانى فى فتح البارى

অর্থাৎ- হযরত মুগীরাহ্ রাদীআল্লাহু আনহু বলেন, নিশ্চয় নবী করীম আলাইহিস সালাম প্রত্যেক নামাজে সালাম ফিরানোর পর দু'আ করতেন। অন্য এক হাদিসে হযরত যায়েদ বিন আরকাম রাদীআল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালামকে প্রত্যেক নামাজের শেষে এ দু'আ পাঠ করতে শুনেছি, অর্থাৎ- اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ رَبَّ كُلِّ شَيٍّ الى الآخر

*হাদিসগুলি সহিহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

{আত-তারীখুল কাবীর লি বুখারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৮০,, নাসবুর রায়াহ্, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২৩৫,, ফাতহুল বারী, ১১তম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৩৩,, আল-দিরায়া ফি তাখরীজে আহাদিসিল হিদায়া, ১ম খন্ড, ২২৫}

উপরোক্ত হাদিসদ্বয় হতে স্পষ্ট ভাবেই প্রমাণিত যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম প্রত্যেক নামাজে সালামের পর দু'আ করতেন, শুধু কোন বস্তু বা বিষয়ের প্রয়োজন হলে না। আর আবু দাউদ হাদিস নং ১৪৯২ -এ রয়েছে-

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا دَعَا رَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ

অর্থাৎ- হযরত সাঈব বিন ইয়াযিদ রাদীআল্লাহু আনহু নিজ পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম যখন দু'আ করতেন তখন নিজের দু'খানা হাত উত্তোলন করতেন। দু'আর শেষে হাতদ্বয় মুখোমন্ডলে বুলিয়ে নিতেন।

উপরোক্ত হাদিসগুলির সারাংশ এটাই বের হয় যে, নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামাজের শেষে দু'হাত উত্তোলন করে দু'আ করতেন। যা বাস্তবায়ন করা আমাদের জন্য হল সুন্নাত ও নেকির কাজ।

দলীল নং- ১৪ :-

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ انه قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ بَسَطَ كَفَّيْهِ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلَا ةٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِلٰهِىْ وَ اِلٰهُ اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْحَاقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ اِلٰهُ جِبْرِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَ اِسْرَافِيْلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَسْأَلُكَ اَنْ تَسْتَجِيْبَ دَعْوَتِىْ فَاِنِّىْ مُضْطَى وَ تُعْصِمَنِىْ فِىْ دِيْنِىْ فَاِنِّىْ مُبْتَلٰى وَ تَنَالِىْ بِرَحْمَتِكَ فَاِنِّىْ مُذْنَبٌ وَ تُنَقِّىْ عَنِّى الْفَقْرَ فَاِنِّىْ مُتَمَسِّكٌ اِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَا يَرُدَّ يَدَيْهِ خَائِبَتَيْنِ

অর্থাৎ :- হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নিশ্চয় নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজ সমাপ্তির পরে উভয় হাতের তালু প্রসার করে এই দু'আটি পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ اِلٰهِىْ وَ اِلٰهُ اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْحَاقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ اِلٰهُ جِبْرِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَ اِسْرَافِيْلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَسْأَلُكَ اَنْ تَسْتَجِيْبَ دَعْوَتِىْ فَاِنِّىْ مُضْطَى وَ تُعْصِمَنِىْ فِىْ دِيْنِىْ فَاِنِّىْ مُبْتَلٰى وَ تَنَالِىْ بِرَحْمَتِكَ فَاِنِّىْ مُذْنَبٌ وَ تُنَقِّىْ عَنِّى الْفَقْرَ فَاِنِّىْ مُتَمَسِّكُن

তখন আল্লাহ্র কর্তব্য হয়ে যায় তার দুই হাতকে নিরাশ অবস্থায় ফিরিয়ে না দেয়া।

{আমালুল ইয়াউম ওয়াল লাইলাহ্, হাদিস নং ১৩৮,, তোহফাতুল আহওয়াযী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৭১}

উপরোক্ত হাদিস শরীফ হতেও প্রতীয়মান হল যে, প্রত্যেক নামাজের সালাম ফিরানোর পরে হাত তুলে দু'আ করা মুস্তাহাব ও নবী করীম আলাইহিস সালামের কাওলী হাদিস দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত।

প্রিয় পাঠক বৃন্দ! উপস্থিত অধ্যায়ের ১৪টি দলীল অধ্যায়ন করার পরেও কোন ব্যক্তি যদি নামাজে সালাম ফিরানোর পর হাত তুলে দু'আকে বিদ্আত ও না-জায়েয বলে আখ্যায়িত করে তাহলে অবশ্যই সে ধর্ম বিষয়ে মুর্খ ও অজ্ঞ প্রমাণিত হবে। কারণ- ১) নামাজে সালাম ফিরানোর পর হাত উত্তোলন করে দুআ করার অসংখ্য দলীল বিদ্যমান। ২) নামাজে সালাম ফরানোর পর হাত তুলে দুআ করার বিপক্ষে কোনই দলীল নেই। এর পরেও সেই দুআকে না-জায়েয বলা হয়তো অজ্ঞতার কারণে হবে নচেত মুসলিম সমাজের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর উদ্দ্যেশে হবে।

প্রিয় মুসলিম সমাজ! ফরজ নামাজে সালাম ফিরানোর পর যেভাবে একাকি হাত তুলে দু'আ করা নেকির কাজ ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, তেমনি বহু দলীল দ্বারা এটাও প্রমাণিত যে, ফরজ নামাজের শেষে একাকি দু'আ করা অপেক্ষা এক সঙ্গে দলবদ্ধ ভাবে দুআ করা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য ও নেকির কাজ। সুতরাং ফরজ নামাজ সমাপ্তের পরে ইমাম ও মুক্তাদি উভয়কে একসঙ্গে হাত তুলে দু'আ করা উচিত যাহাতে তাদের দুআ আল্লাহর নিকট দ্রুত গ্রহণযোগ্য হয় এবং তাদের আকাঙ্খিত বস্তু অর্জিত হয়। এক সঙ্গে ও সম্মিলিত দু'আ করার পক্ষে কয়েকটি দলীল নিম্নে প্রদত্ত হল।

দলীল নং- ১৫ :-

عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ اَنْ يَّنْظُرَ فِىْ جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتّٰى يَسْأَذِنَ فَاِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ وَ لَا يَؤُمُّ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ فَاِنْ فَعَلَ

فَقَدْ خَانَهُمْ وَ قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ ثَوْبَانَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ

অর্থাৎ :- হযরত সাওবান রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী করীম আলাইহিস সালাম বলেন, বাড়ির মালিকের অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তির পক্ষেই তার ঘরের মধ্যে তাকানো জায়েয নয়। যদি সে তাকায় তবে সে যেন বিনা অনুমতিতেই তার ঘরে ঢুকলো। কোন ব্যক্তির পক্ষেই এটা শোভনীয় নয় যে, লোকদের ইমামতি করে এবং তাদেরকে (মুক্তাদিদের) বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্য দু'আ করে। যদি সে এমনটি করে তবে সে যেন শঠতা (বিশ্বাস ভঙ্গ) করল। *ইমাম তিরমিজী বলেন হাদিসটি হাসান।

{তিরমিজী শরীফ, ১ম খন্ড, হাদিস নং ৩৫৮,, সুনান ইবনে মাজাহ্, ১ম খন্ড, হাদিস নং ৯২৩,, মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং ২২১৫২,, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ১০৯৩}

*উক্ত হাদিস শরীফে ইমামের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, সে যেন মুক্তাদিগণকে বাদ দিয়ে একাকি দু'আ না করে। আর তিরমিজী শরীফের এক হাদিস থেকে আমি আগেই প্রমাণ করেছি যে, ফরজ নামাজের পরের দু'আ আল্লাহর নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। সুতরাং উভয় হাদিসের সারাংশ হবে, ইমামের জন্য মুক্তাদিগণকে সঙ্গে নিয়ে সম্মিলিত ভাবে দু'আ আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। যদি ইমাম এমনটা না করে তবে সে বিশ্বাস ভঙ্গকারী প্রমাণিত হবে।

দলীল নং- ১৬ :-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا ..... اَلدَّاعِىَ وَ الْمُؤَمِّنُ شَرِيْكَانِ فِىْ الْاَجْرِ وَ الْقَارِىْ وَ الْمُسْتَمِعُ فِىْ الْاَجْرِ شَرِيْكَانِ

অর্থাৎ :- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদীআল্লাহু আনহু হতে মারফূয় বর্ণিত হয়েছে, দু'আকারী ও আমীন বলনে ওয়ালা সমান নেকির অধিকারী হবে। কুরআন তেলাওয়াত কারী ও শ্রোতা সমান নেকির

হকদার হবে।

{মুসনাদ দাইলামী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২২৫}

উক্ত হাদিস শরীফে সম্মিলিত দু'আ করার প্রতি স্পষ্ট ভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে, দু'আ কারীর দু'আয় যদি কেউ আমীন বলে তাহলে নেকি শুধু দু'আ কারী পাবেনা, বরং আমীন বলনে ওয়ালাও তার নেকিতে সমান ভাবে অংশিদার হবে। সুতরাং ফরজ নামাজের পর ইমামের দু'আয় মুক্তাদিগণের আমীন বলা ক্ষতিকারক নয় বরং মুস্তাহাব ও লাভ জনক প্রমাণিত হল।

দলীল নং- ১৭-১৮ :-

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اُعْطِيْتُ آمِيْنَ فِيْ الصَّلٰوةِ وَ عِنْدَ الدُّعَاءِ لَمْ يُعْطَ اَحَدٌ قَبْلِيْ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مُوْسٰى كَانَ مُوْسٰى يَدْعُوْ وَ هَارُوْنَ يُؤَمِّنُ فَاخْتَمُوْا الدُّعَاءَ بِآمِيْنِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَسْتَجِيْبُهُ لَكُمْ

অর্থাৎ :- হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম বলেন, আমাকে "আমীন" প্রদান করা হয়েছে নামাজের মধ্যে ও দু'আর সময়। আমার পূর্বে কাউকে তা প্রদান করা হয়নি। শুধু মুসা আলাইহিস সালাম। কারণ, তিনি যখন দু'আ করতেন হারুন আলাইহিস সালাম আমীন বলতেন। সুতরাং তোমরা দু'আকে সমাপ্ত করো আমীন দ্বারা। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সেই দু'আকে গ্রহণ করবেন।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اُعْطِيْتُ ثَلَاثُ خِصَالٍ صَلَاةٌ فِيْ الصُّفُوْفِ وَ اُعْطِيْتُ السَّلَامُ وَ

هُوَ تَحِيَّةُ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَ اُعْطِيْتُ آمِيْنَ وَ لَمْ يُعْطَهَا اَحَدٌمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى اَعْطَاهَا هَارُوْنَ فَاِنَّ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَدْعُوْ وَ يُوَمِّنُ هَارُوْنُ

অর্থাৎ :- হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, আমাকে তিনটি জিনিস প্রদান করা হয়েছে, ১) কাতার (লাইনে নামাজ আদায় করা), ২) এক অপরকে সালাম করা যা জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য, ৩) আর আমাকে প্রদান করা হয়েছে আমীন, যা তোমাদের পূর্বে কাউকে প্রদান করা হয়নি। শুধু পূর্বে আল্লাহ তা'আলা হারুন আলাইহিস সালামকে "আমীন" প্রদান করেছিলেন। ফলে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম দু'আ করতেন আর হারুন আলাইহিস সালাম আমীন বলতেন।

{আল-মাতালিবুল আলীয়া, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৭৭,, সহিহ্ ইবনে খুযাইমাহ্, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩৯,, কানযুল উম্মাল, হাদিস নং ২০৫৮৫,, মিরকাত শারহে মিশকাত, ৯বম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩৬৭৫,, মুসনাদুল হারিস, হাদিস নং ১৭২}

উপরোক্ত হাদিসদ্বয় হতে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ তা'আলা সম্মিলিত দুআকে বেশি গ্রহণ করেন। সম্মিলিত দুআ নবী করীম আলাইহিস সালাম ও তার উম্মতকে বিশেষ ভাবে প্রদান করা হয়েছে। সম্মিলিত দু'আর মধ্যে বিশেষ ফজিলত বিদ্যমান।

দলীল নং- ১৯-২০ :-

عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَلْمَةَ الْفَهْرِى ..... قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَجْتَمِعُ مَلَاءٌ فَيَدْعُوْ بَعْضُهُمْ وَ يُؤَمِّنُ الْبَعْضُ اِلَّا اَجَابَهُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ :- হযরত হাবীব বিন মাসলামাহ্ ফাহরী কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম আলাইহিস সালামকে বলতে শুনেছি, যখনি কোন দল একত্রিত হয়, অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ দুআ করে আর কেউ আমীন বলে তখন আল্লাহ তা'আলা তা অবশ্যই গ্রহণ করেন। *হাদিসটি সহিহ্ সনদে বর্ণিত।

{মুস্তাদরাক আলাস সহিহাইন, ৩য় খন্ড,, পৃষ্ঠা নং ৩৯০, হাদিস নং ৫৪৭৮,, ইত্তেহাফুল মেহরা লি আসকালানী, হাদিস নং ৪১৩৪,, ফাতহুল বারী, ১১তম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২০০,, আল-খাসাইসুল কাবরা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৪৯৮,, ইরশাদুস সারী শারহে বুখারী, ৯বম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২২৬,, কানযুল উম্মাল, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১০৭, হাদিস নং ৩৩৬৭}

عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَلْمَةَ الْفَهْرِى وَ كَانَ مُسْتَجَابًا اَنَّهُ اُمِّرَ عَلٰى جَيْشٍ فَدَرَبَ الدُّرُوْبَ فَلَمَّا لَقِىَ الْعَدُوَ وَ قَالَ لِلنَّاسِ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَجْتَمِعُ مَلَاءٌ فَيَدْعُوْ بَعْضُهُمْ وَ يُؤَمِّنُ سَائِرُهُمْ اِلَّا اَجَابَهُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ :- হযরত হাবীব বিন মাসলামাহ্ রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি মুস্তাজাবুদ দু'আ (যার দু'আ আল্লাহর নিকট বেশি গ্রহণ হয়) ছিলেন। তাকে একদা বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করা হয়। যুদ্ধের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের পর তিনি যখন শত্রুর সম্মুখিন হলেন, তখন লোকদের বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যখনি কোন দল একত্র হয়, তারপর তাদের মধ্যে কোন একজন দুআ করে আর বাকি সমস্ত ব্যক্তিরা তার দু'আয় আমীন বলে তখন আল্লাহ তা'আলা তা অবশ্যই কবুল করে নেন। *হাদিসটি সহিহ্ সনদে বর্ণিত।

{মুজামে কাবীর তাবরানী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২১, হাদিস নং ৩৫৩৬,,

মাজমাউজজাওয়াইদ, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৭০, হাদিস নং ১৭৩৪৭}

উপরোক্ত হাদিসদ্বয় হতেও স্পষ্টভাবে সম্মিলিত দু'আর ফজিলত ও গুরুত্ব প্রতীয়মান হল। সুতরাং নামাজের শেষে ইমাম ও মুক্তাদিগণ উভয় মিলে সম্মিলিত ভাবে দু'আ করা বিদ-আত নয় বরং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

দলীল নং- ২১ :-

عَنْ سَلْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا رَفَعَ قَوْمٌ اَكُفَّهُمْ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَسْاَلُوْنَهُ شَيْئًا اِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَّضَعَ فِىْ اَيْدِيْهِمِ الَّذِىْ سَاَلُوْا

অর্থাৎ :- হযরত সালমান রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, যখন কোন জামায়াত (কিছু মানুষের সমষ্ঠি) তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার আশায় আল্লাহ তা'আলার নিকট হাত তুলে দু'আ করে তখন আল্লাহর উপর হক হয়ে যায় প্রার্থিত বিষয় উক্ত জামাতের হাতে প্রদান করা। *হাদিসটি মজবুত সনদে বর্ণিত।

{আল-মুজামুল কাবীর তাবরানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২৫৪, হাদিস নং ৬১৪২,, আত-তারগীব ফি ফাযাঈলে আমাল, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৫৩, হাদিস নং ১৪৪,, মাজমাউজ জাওয়াইদ, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৬৯, হাদিস নং ১৭৩৪১,, তাফসীরে দুর্রুল মানসুর, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৪৭১,, ফাদ্দুল ওয়ায়েজিন ফি আহাদীসে রাফয়িল ইয়াদাইন বিদ-দু'আ, হাদিস নং ২৩,, কানযুল উম্মাল, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৬৬, হাদিস নং ৩১৪৫}

দলীল নং- ২২ :-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنَ الْبَيْتِ اِلَى الْمَسْجِدِ وَ قَوْمٌ فِىْ الْمَسْجِدِ رَافِعِىْ اَيْدِيْهِمْ

يَدْعُوْنَ اللّٰهَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هَلْ تَرَ مَا اَرٰى بِاَيْدِى الْقَوْمِ؟ فَقُلْتُ مَا تَرٰى فِىْ اَيْدِيْهِمْ؟ فَقَالَ نُوْرٌ قُلْتُ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يُّرِيَنِيْهِ قَالَ فَدَعَا فَرَأَيْتُهُ فَقَالَ يَا اَنَسُ اسْتَعْجَلْ بِنَا حَتّٰى نُشْرِكَ الْقَوْمَ فَاسْرَعْتُ مَعَ نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَرَفَعْنَا اَيْدِيْنَا

অর্থাৎ :- হযরত আনাস রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম আলাইহিস সালামের সহিত বাড়ি থেকে মসজিদের দিকে রেব হলাম। (লক্ষ করলাম) একদল মানুষ মসজিদে বসে দুহাত তুলে আল্লাহর নিকট দু'আয় রত আছেন। নবী করীম আলাইহিস সালাম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি তাদের হাতে তা দেখতে পাচ্ছো যা আমি দেখতে পাচ্ছি? আরজ করলাম, হুযুর আপনি তাদের হাতে কি দেখতে পাচ্ছেন? তিনি বললেন, আমি তাদের হাতে নূর দেখতে পাচ্ছি। আরজ করলাম, আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন যাহাতে আমিও সেই নূর দেখতে পাই। তিনি দু'আ করলেন এবং আমি সেই নূর দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি বললেন, হে আনাস! তাড়াতাড়ি চলো যাহাতে তাদের দু'আয় আমরাও শামিল হতে পারি। অতএব আমি নবী করীম আলাইহিস সালামের সহিত দ্রুত চলতে লাগলাম এবং আমরাও তাদের সহিত হাত তুলে দু'আ করতে লাগলাম।
{আত-তারীখুল কাবীর লি বুখারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২০২,, দালাঈলুন নাবুওয়াহ্ বাইহাকী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৯৭}

প্রিয় মুসলিম সমাজ! দলীল নং ১৯, ২০, ও ২১ হতে স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, মুসলমানদের সম্মিলিত ও দলবদ্ধ ভাবে দু'আ অর্থাৎ হাত তুলে কোন একজনের দু'আ ও সমস্ত ব্যক্তিদের আমীন বলা

আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় ও খুব গ্রহণযোগ্য একটি ইবাদাত। সম্মিলিত দু'আর প্রতি সর্বদা নবী করীম আলাইহিস সালাম উৎসাহ প্রদান করেছেন।

সেই সমস্ত হাদিস শরীফে কোন স্থান বা সময়ের উল্লেখ নেই যার অর্থ হল, শরীয়তের তরফ হতে বাধা ও নিষেধাজ্ঞা না আসা পর্যন্ত যে কোন স্থান ও সময়ে একত্রিত ও সম্মিলিত হয়ে কোন দল যদি দু'আ করে তবে আল্লাহ তা'আলার নিকট অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে। নবী করীম আলাইহিস সালাম উল্লেখিত হাদিস সমূহে কোন স্থান ও সময়ের দু'আর ফজিলত ব্যাক্ত করেন নি, বরং স্বাধীন ভাবে ইসলামের একটি সূত্র প্রদান করেছেন, যা সমস্ত স্থান ও সময়ে প্রয়োগ করা বৈধই হবে। এবং দলীল নং ২২ -এ সংকলিত হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, সম্মিলিত হাত তুলে দু'আর ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের হাতে নূর প্রদান করেন। উক্ত হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে হযরত আনাস ও নবী করীম আলাইহিস সালাম সেই দলটিকে হাত তুলে একত্রিত ভাবে দু'আ করতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যারা মসজিদে দু'আয় রত ছিলেন। একত্রিত ভাবে হাত তুলে দু'আয় অংশগ্রহণ নবী করীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর প্রিয় সাহাবাগণের সুন্নাত। অতএব একত্রে হাত তুলে দু'আর সময় দু'আয় অংশগ্রহণ না করে পালিয়ে যাওয়া অবশ্যই বিদ-আত প্রমাণিত হবে।

প্রিয় পাঠক! আলোচ্য অধ্যায়ে সংকলিত সমস্ত হাদিস থেকে সম্মিলিত দু'আর (অর্থাৎ একজন ব্যক্তির দু'আ করা ও বাকী সমস্ত ব্যক্তিদের আমীন বলার) বৈধতা, ফজিলত ও গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। তাহলে কোন দলীলের ভিত্তিতে সম্মিলিত দু'আকে আজ বিদ-আত বলে আখ্যায়িত করা হয়? ইসলামের অকাট্য দলীল দ্বারা যখন সম্মিলিত দু'আ প্রমাণিত তখন তাকে বিদ-আত ও না-জায়েয বলা অবশ্যই মুর্খ বা পথভ্রষ্ট ব্যক্তিদের কাজ হবে। যদি কোন ব্যক্তি বলে এগুলো হাদিস দ্বারা সম্মিলিত দুআর ফজিলত প্রমাণিত হয় কিন্তু নামাজের পরে সম্মিলিত দু'আর ফজিলত প্রমাণিত হয় না। তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করুন এ

সমস্ত হাদিস সমূহে তো কোন বিশেষ সময় ও স্থানের উল্লেখ নেই, তাহলে এগুলি হাদিস আমরা কোথায় কোথায় প্রয়োগ করতে পারি এবং তার দলীল কি? এ সমস্ত হাদিসে সূত্র দেওয়া হয়েছে কি না? নবী করীম আলাইহিস সালাম কোন স্থান ও সময়ের সম্মিলিত দুআর ফজিলত উক্ত হাদিস সমূহে বর্ণনা করেছেন ও তার দলীল কি? তারা মরা পর্যন্ত আপনার উপরোক্ত জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না।

প্রিয় মুসলিম সমাজ! পূর্বে আমি অসংখ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণ করেছি যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম ও তার সাহাবা কেরামগণ প্রত্যেক ফরজ নামাজে সালাম ফিরানোর পর দু'আ করতেন, এবং নবী করীম আলাইহিস সালাম সেই দু'আয় নিজের হাত মুবারক উত্তোলন করতেন, যা থেকে স্পষ্ট ভাবেই প্রতীয়মান হয়েছে যে, ফরজ নামাজ পরে হাত তুলে দু'আ করা প্রিয় নবীজির সুন্নাতে আমালী। অতঃপর নবী করীম আলাইহিস সালামের বহু হাদিস দ্বারা সম্মিলিত হাত তুলে দু'আর বৈধতা ও ফজিলত প্রমাণ করলাম। সুতরাং ফরজ নামাজের পর সম্মিলিত ভাবে হাত তুলে দু'আ করা হবে নবী করীম আলাইহিস সালামের আমালী ও কাওলী সুন্নাত। কারণ তিনি নিজেও সম্মিলিত হাত তুলে দু'আয় অংশগ্রহণ করেছেন ও হাত তুলে সম্মিলিত দু'আর প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

এর পরেও যদি কোন ব্যক্তি বলে ফরজ নামাজের পরে হাত তুলে সম্মিলিত দু'আ করা না-জায়েয, তাহলে তাকে না-জায়ের হওয়ার অর্থাৎ ফরজ নামাজ শেষে হাত তুলে দু'আ না-জায়েয হওয়ার উপর দলীল দিতে বলুন। যদি কেউ দিতে পারে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসুন, আমি তাকে পুরস্কৃত করবো। দেখবেন কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত তারা কোন দলীল উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে না। আর যদি বলে, আমরা ফরজ নামাজের শেষে সম্মিলিত দু'আর কোন দলীল পাইনি তাই এটি বিদ-আত তাহলে তাদের বলুন, আপনাদের না পাওয়াটা শরীয়তের দলীল? আপনাদের বা আপনার না পাওয়ার অর্থ বিদ-আত এর দলীল

কোথায়? আপনার জ্ঞান কি নবী করীম আলাইহিস সালামের গোটা জীবনকে পরিবেষ্ঠন করে আছে? আপনি কি নবী করীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর সমস্ত প্রিয় সাহাবা ও তাবেয়ীনগণের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ও কর্মকে জেনে নিয়েছেন? যদি তার উত্তর "না" হয় তাহলে তাদের বলুন এর পরেও কিসের ভিত্তিতে আপনাদের অজ্ঞতা শরীয়তের দলীল হয়ে গেল?

প্রিয় পাঠক! বিদ-আত বলা হয়, শরীয়তে এমন কিছু নতুন জিনিস চালু করা যা নবী করীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর প্রিয় সাহাবাগণের যুগে ছিলোনা, এবং যা দ্বারা কোন সুন্নাত বিলুপ্ত হয় বা যা কোন সুন্নাতের বিরোধীতা করে। আর ফরজ নামাজের পর হাত তুলে দু'আ ও সম্মিলিত দু'আ কোন সুন্নাতের বিরোধীতা করে না, বরং নবী করীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর প্রিয় সাহাবাগণের সুন্নাতকে প্রচার, প্রসার ও জীবিত করে। যা পূর্বে সংকলিত দলীল সমূহ হতে স্পষ্ট ভাবে আপনারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। সুতরাং ফরজ নামাজের পর সম্মিলিত দু'আকে কি ভাবে বিদ-আত বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে? নবী করীম আলাইহিস সালামের পর তাঁর প্রিয় সাহাবা ও তাবেয়ীনগণ এই দু'আ করেছেন। যেমন-

দলীল নং- ২৩ :-

আল্লামা ইবনে কাসীর তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ "আল-বেদায়া ওয়ান নিহায়া" -এ সনদসহ লম্বা একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যার সারমর্ম হল-

হযরত আলাআ বিন হাযরামী একজন বিশিষ্ট ও মুস্তাজাবুদ দু'আ সাহাবি ছিলেন। একদা বাহ্‌রাইনের কোন এক জিহাদ থেকে ফেরার পথে এক স্থানে যাত্রা বিরতি করলে খাবার ও তাবুর রসদসহ উটগুলো পালিয়ে যায়। তখন গভীর রাত। সবাই পেরেশান। ফজরের সময় হয়ে গেলে আযান দেওয়া হয়। সবাই নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষ করে আলাআ বিন হাযরামী রাদীআল্লাহু আনহু সহ সবাই হাত তুলে সূর্য

উদিত হওয়া ও সূর্যের কিরণ গায়ে লাগা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে দুআ করতে থাকেন। হাদিসটি আরবী ভাষায় নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ হয়েছে-

وَ قَدْ كَانَ الْعَلَاءُ مِنْ سَادَاتِ الصَّحَابَةِ الْعُلَمَاءِ الْعِبَادِ مُجَابَى الدَّعْوَةِ اِتَّفَقَ لَهُ فِىْ هٰذِهِ الْغَزْوَةِ اَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلًا فَلَمْ يَسْتَقِرّ النَّاسُ عَلَى الْاَرْضِ حَتّٰى نَفَرَتِ الْاِبِلُ بِهَا عَلَيْهَا مِنْ زَادِ الْجَيْشِ وَ خِيَامِهِمْ وَ شَرَابِهِمْ وَ بِقَوْلِ عَلَى الْاَرْضِ لَيْسَ مَعَهُمْ شَئٌ سِوٰى ثِيَابِهِمْ وَ ذَالِكَ لَيْلًا وَ لَمْ يَقْدِرُوْا مِنْهَا عَلٰى بَعِيْرٍ وَاحِدٍ فَرَكَبَ النَّاسُ مِنَ الْهَمّ وَ الْغَمّ مَالَا يُحَدُّ وَ لَا يُوْصَفُ وَ جَعَلَ بَعْضُهُمْ يُوْحِى اِلٰى بَعْضٍ فَنَادٰى مُنَادِى الْعَلَاءِ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ اِلَيْهِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اَلَسْتُمُ الْمُسْلِمِيْنَ؟ اَلَسْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ اَلَسْتُمْ اَنْصَارَ اللّٰهِ؟ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَابْشِرُوْا فَوَاللّٰهِ لَا يَخْذُلُ اللّٰهُ مَنْ كَانَ فِىْ مِثْلِ حَالِكُمْ وَ نُوْدِىَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ جَثَّا عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَ جَثَّا النَّاسُ وَ نَصَبَ فِىْ الدُّعَاءِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ فَعَلَ النَّاسُ مِثْلَهُ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ جَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُوْنَ اِلٰى سَرَابِ الشَّمْسِ يَلْمَعُ مَرَّةً بَعْدَ اُخْرٰى وَ هُوَ يَجْتَهِدُ فِىْ الدُّعَاءِ

{আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩২৮}

উপরোক্ত হাদিসে অসংখ্য সাহাবা কেরামের ফজরের ফরজ নামাজের সালাম ফিরানোর পর একসঙ্গে দলবদ্ধ ভাবে হাত তুলে অনেক্ষন ধরে দু'আ করলেন, এবং তন্মধ্যে কেউ উক্ত কর্মকে বিদ-আত বলে আখ্যায়িত করে দু'আ ছেড়ে দেন নি। অথচ তারা আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশি নবী করীম আলাইহিস সালামের হাদিস ও আল্লাহ তা'আলার কালাম কুরআনুল মাজীদকে বুঝতেন ও তা বাস্তবায়ন করতেন।

কবর যিয়ারত ও কবরস্থানে হাত তুলে দু'আর প্রমাণ

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا

অর্থাৎ :- হযরত বুরাইদাহ্ রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, ইতি পূর্বে তোমাদেরকে আমি কবর যিয়ারত হতে নিষেধ করেছিলাম। তবে (এখন থেকে) তোমরা কবর যিয়ারত করো।

{মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২৯, হাদিস নং ১১৮০৪,, মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং ২৩০৫২,, মিশকাত শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৫৪,, মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩১৪, হাদিস নং ৫২২৯}

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَخَّصَ فِىْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ

অর্থাৎ :- হযরত আয়েশা রাদীআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। নিশ্চয় নবী করীম আলাইহিস সালাম কবর যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন। {ইবনে মাজাহ্, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১১২,, আল-মুসনাদুল জামেয়, হাদিস নং ১৬৩৯৮,, মুসনাদ ইসহাক, হাদিস নং ১২৪৭}

عَنْ اَبْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُزَهِّدُ فِىْ الدُّنْيَا وَ تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

অর্থাৎ :- হযরত ইবনে মাসউদ রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নিশ্চয় নবী করীম আলাইহিস সালাম বলেছেন, আমি তোমাদেরকে ইতি পূর্বে কবর যিয়ারত হতে নিষেধ করেছিলাম। তবে (এখন থেকে) তোমরা কবর যিয়ারত করো। কারণ, তা মানুষকে দুনিয়া হতে বেজার ও আখেরাত স্বরণ করিয়ে দেয়।
{ইবনে মাজাহ্, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১১২,, মিশকাত শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৫৪}

*এক হাদিসে নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম আমার নিকট এসে আরজ করলেন-

اِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ اَنْ تَاْتِىَ اَهْلَ الْبَقِيْعِ وَ تَسْتَغْفِرَلَهُمْ

অর্থাৎ :- নিশ্চয় আপনার রাব আপনাকে জান্নাতুল বাকী (মদিনার কবরস্থান) গিয়ে কবর বাসীদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করার নির্দেশ দিচ্ছেন।
{মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩১৪,, মুসনাদ আহমাদ, হাদিস নং ২৪৬৭১}

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَخْرُجُ

مِنْ آخِرِ الْلَيْلِ اِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَ اَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُؤَجَّلُوْنَ وَ اِنّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ

অর্থাৎ :- হযরত আয়েশা রাদীআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল, যেদিন আমার কাছে নবী করীম আলাইহিস সালামের রাত্রি যাপনের পালা আসত, তিনি শেষ রাত্রে উঠে জান্নাতুল বাকীর কবরস্থানে চলে যেতেন, এবং এভাবে দু'আ করতেন- তোমাদের উপর সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক, ওহে ঈমানদার কবরবাসীগণ! তোমাদের কাছে পরকালে নির্ধারিত যে সব বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তা তোমাদের নিকট এসে গেছে। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব। হে আল্লাহ্! বাকী দারকাদ কবরবাসীদেরকে ক্ষমা করে দাও।
{মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩১৩,, নাসাঈ শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২২২,, আমালুল ইয়াউম ওয়াল লাইল, হাদিস নং ৫৯২,, সহিহ্ ইবনে হাব্বান, হাদিস নং ৪৫২৩}

প্রিয় পাঠক বৃন্দ! উপরোক্ত হাদিস সমূহ হতে প্রতীয়মান হয় যে, কোন কারণ বসত নবী করীম আলাইহিস সালাম পূর্বে মুসলমানদেরকে কবর যিয়ারত হতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু পরক্ষনে তিনি কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করেছেন এবং নিজেও কবর যিয়ারত করেছেন এবং কবরবাসীদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করেছেন। সুতরাং কবর যিয়ারতের বৈধতা ও কবরবাসীদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ লাভজনক হওয়া দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হল। আর যখন কবরস্থানে দুআ করা প্রমাণিত তখন সেই দু'আয় হাত উত্তোলন করাও বৈধ ও মুস্তাহাব প্রমাণিত হবে। কারণ পূর্বেই বহু হাদিস ও দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ১) দু'আর উত্তম পদ্ধতিই হল হাত উত্তোলন করা, ২) নবী করীম আলাইহিস

সালাম দু'আর সময় হাত উত্তোলন করার নির্দেশ দিয়েছেন, ৩) হাত উত্তোলন করে দু'আ করা আল্লাহ তা'আলার নিকট বেশি গ্রহণযোগ্য।

তাছাড়া কবর যিয়ারতের সময় হাত উত্তোলন করে দু'আ করা নবী করীম আলাইহিস সালামের স্পষ্ট হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত, যেমন-

عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ وَحْوِحٍ ..... فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِيْنَ اَصْبَحَ فَجَاءَ حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى قَبْرِهٖ فِيْ قِطَارِهٖ بِالْعُصْبَةِ فَصَفَّ وَ صَفَّ النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَلْقِ طَلْحَةَ تَضْحَكُ اِلَيْهِ وَ يَضْحَكُ اِلَيْكَ ثُمَّ انْصَرَفَ

অর্থাৎ :- হযরত হুস্বাইন বিন ওয়াহ্ওয়াহ্ রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক (একটি লম্বা হাদিসে রয়েছে) সকাল হলে নবী করীম আলাইহিস সালামকে (তাঁর মৃত্যুর) সংবাদ প্রদান করা হল। অতঃপর তিনি তার কবরের পাশে এসে দাঁড়ালেন ও সাহাবাগণ তাঁর সহিত কাতারে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর নবী করীম আলাইহিস সালাম নিজের দু'হাত তুলে দু'আ করলেন-

اَللّٰهُمَّ اَلْقِ طَلْحَةَ تَضْحَكُ اِلَيْهِ وَ يَضْحَكُ اِلَيْكَ

*হাদিসটি তামহীদ গ্রন্থে হাসান সুত্রে বর্ণিত হয়েছে।

উপরোক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয় যে, নবী করীম আলাইহিস সালাম কবরস্থানে জানাযা নামাজের পরে হাত তুলে দু'আ করেছেন।

*হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদীআল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত একটি লম্বা হাদিস শরীফে তিনি নবী করীম আলাইহিস সালামের মদিনার কবরস্থান জান্নাতুল বাকী-এ যিয়ারত করার নিয়মটি নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন-

جَاءَ الْبَقِيْعَ فَقَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ - (وَ فِيْ

رِوَايَةٍ جَاءَ الْبَقِيْعَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَاَطَالَ)

অর্থাৎ :- নবী করীম আলাইহিস সালাম (মদিনার) বাকী কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে অনেক্ষন দাঁড়িয়ে (কিছু পাঠ করতে) থাকলেন। অতঃপর তিন তিন বার হাত উত্তোলন করে দু'আ করলেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মদিনার) বাকী কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে (কবরবাসীদের জন্য) তিন তিন বার উভয় হাত তুলে অনেক্ষন ধরে দু'আ করলেন। *হাদিসটি সহিহ্।

{মুসলিম শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩১৩, হাদিস নং ২৩০১,, নাসাঈ শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২২২, হাদিস নং ২০৪৯,, মুসনাদ আহমাদ বিন হাম্বাল, হাদিস নং ২৫৮৫৫,, জামউল ফারাঈদ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৪৪৮, হাদিস নং ২৬৬০,, সহিহ্ ইবনে হাব্বান, হাদিস নং ৭১১০,, আত-তারগীব ওয়া তারহীব, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২৫৮, হাদিস নং ১৫৪২,, ফাতহুল বারী, ১১তম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৪২,, মুসনাদ বায্যার, হাদিস নং ২২৪}

মুসলিম শরীফের প্রখ্যাত ভাষ্যকার হযরত ইমাম নাবাবী আলাইহির রাহ্মা উল্লেখিত হাদিসের ব্যাখ্যায় ইরশাদ করেন-

فِيْهِ اَسْتِحْبَابُ اِطَالَةِ الدُّعَاءِ وَ تَكْرِيْرِهٖ وَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَ فِيْهِ اَنَّ دُعَاءَ الْقَائِمِ اَكْمَلُ مِنْ دُعَاءِ الْجَالِسِ فِيْ الْقُبُوْرِ

অর্থাৎ :- উক্ত হাদিস থেকে প্রতীয়মান হল যে, কবরস্থানে লম্বা দুআ করা, বার বার দু'আ করা, ও সেই দু'আয় হাত তুলা মুস্তাহাব কর্ম। তৎসঙ্গে এটাও প্রমান হয় যে, কবরস্থানে বসে দু'আ করা অপেক্ষা দাঁড়িয়ে দু'আ করা অধিক পুর্ণাঙ্গ।

{হাশিয়া মুসলিম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩১৩}

উপসংহার :- উপরোক্ত, আলোচনা ও দলীল সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত যে, ১) কবর যিয়ারত করা, ২) কবরবাসীদের প্রতি জীবিত ব্যক্তিদের ন্যায় সালাম প্রদান করা, ৩) কবরবাসীদের জন্য

মাগফিরাতের দু'আ করা, ৪) দু'আর পূর্বে কিছুক্ষন তাসবীহ্ তাহলীল ইত্যাদি পাঠ করা, ৫) কবরবাসীদের জন্য কবরস্থানে হাত তুলে দুআ করা, ৬) কবরস্থানে দাঁড়িয়ে দু'আ করা, ৭) বেশিক্ষন ধরে দু'আ করা, ৮) কবরস্থানে বার বার দু'আ করা, ৯) রাত্রে কবর যিয়ারত করা, ১০) বেশি বেশি কবর যিয়ারত করা ইত্যাদি কর্মসমূহ সহিহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত ও নবী করীম আরাইহিস সালামের সুন্নাত।

দাফনের পর দু'আর প্রমাণ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভূক্ত বেশির ভাগ এলাকায় মাইয়্যেতকে কবরস্থ করার পর তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে উক্ত মাইয়্যাতের মাগফিরাত ও আখিরাত কল্যাণের উদ্দেশ্যে পুনরায় দু'আ ও কবর যিয়ারত করার প্রথা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। কিন্তু বর্তমান "সালাফী ও ওহাবী" নামক এক গোষ্ঠি উক্ত প্রথা ও কর্মকে বিদ-আত বলে আখ্যায়িত করছে। তাই সাধারণ মুসলিম সমাজকে তাদের বিভ্রান্তি কর ফতুয়ার কবলে পড়া থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে নিম্নে উক্ত প্রসঙ্গে কিছু দলীল প্রদত্ত হলো-

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اِسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ وَ اسْأَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ فَاِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

অর্থাৎ :- হযরত উসমান বিন আফ্ফান রাদীআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আলাইহিস সালাম যখন কোন মৃত ব্যক্তির দাফনের কাজ সমাপ্ত করতেন তখন তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বলতেন, তোমরা তোমাদের এই ভাইয়ের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করো এবং তার অটল থাকার জন্য প্রার্থনা করো। কারণ তাকে এখন প্রশ্ন করা হবে। *হাদিসটি বহু গ্রন্থে সহিহ ও হাসান সনদে বর্ণিত।

{মিশকাত শরীফ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২৬,, আবু দাউদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১০৩, হাদিস নং ৩২২৩,, আমালুল ইয়াউম ওয়াল লাইল, হাদিস নং ৫৮৫,, আস-সুনানুল কুবরা লি বাইহাকী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৯৩,, রিয়াজুস স্বালেহীন, হাদিস নং ৯৪৬,, কানযুল উম্মাল, হাদিস নং ১৮৫১৪,
বলুগুল মারাম, হাদিস নং ৫৮১}

*ইমাম নাবাবী আলাইহির রাহ্মা উপরোক্ত হাদিসের "রিয়াজুস স্বালেহীন" গ্রন্থে অধ্যায় বেধেছেন নিম্নরূপ-

بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ وَ الْقُعُوْدِ عِنْدَ قَبْرِهِ سَاعَةً لِلدُّعَاءِ لَهُ وَ الْاِسْتِغْفَارِ وَ الْقِرَأةِ

অর্থাৎ :- দাফনের পরে মৃত্যু ব্যক্তির জন্য দু'আ করার এবং তার কবরের পাশে কিছুক্ষন বসে মাইয়্যেতের জন্য দু'আ, ইস্তিগফার এবং কুরআন তিলাওয়াতের বর্ণনা।

*ইমাম আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি "আবু দাউদ" ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১০৩-এ অধ্যায় বেঁধেছেন এই ভাবে-

بَابُ الْاِسْتِغْفَارِ عِنْدَ الْقَبْرِ لِلْمَيِّتِ فِىْ وَقْتِ الْاِنْصِرَافِ

অর্থাৎ :- দাফনের পর (বাড়ি) ফিরার সময় মৃত ব্যক্তির জন্য কবরের পাশে দু'আয়ে মাগফিরাতের বর্ণনা।

প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত হাদিস এবং ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাবাবী আলাইহিমার রাহ্মার অধ্যায় দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হল যে, দাফনের পর মাইয়্যেতের জন্য দু'আ ও ইস্তিগফার করার নির্দেশ নবী করীম আলাইহিস সালাম সাহাবাগণকে নিজেই প্রদান করেছেন। সুতরাং উক্ত কর্মটি হল নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর প্রিয় সাহাবাগণের সুন্নাত ও মৃত ব্যক্তির জন্য লাভজনক।

এবার প্রশ্ন হল, দাফনের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করার সময় হাত উত্তোলন বৈধ না অবৈধ? তার উত্তর হবে, যেহেতু দাফনের পর

দু'আ করার বৈধতা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে আর এই দু'আয় হাত তোলা কোন হাদিস দ্বারা নিষেধ নেই, সেহেতু উক্ত দু'আয় হাত উত্তোলন করা মুস্তাহাব ও দু'আ কবুল হওয়ার কারণ হবে। কেননা, পূর্বেই বহু হাদিস দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, দু'আর পদ্ধতিই হলো হাত তুলা এবং উত্তোলিত হাতের দু'আ আল্লাহ তা'আলা বেশি পছন্দ ও গ্রহণ করে থাকেন। তাছাড়া দাফনের পর হাত উত্তোলন করে দু'আ করা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্পষ্ট হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত, যেমন-

"ফাতহুল বারী শারহে বোখারী, ১১তম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৬৫ -এ ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী আলাইহির রাহমা বলেন-

وَ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِىْ قَبْرِ عَبْدِ اللّٰهِ ذِى النَّجَادَيْنِ الْحَدِيْثِ وِ فِيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِهٖ اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ اَخْرَجَهٗ اَبُوْ عِوَانَةَ فِىْ صَحِيْحَهٖ

অর্থাৎ :- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদীআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত এক হাদিসে তিনি বলেন, আমি নবী করীম আলাইহিস সালামকে আব্দুল্লাহ জুল বাজাদাইন -এর কবরে নামতে প্রত্যক্ষ করেছি, তার পর যখন তিনি দাফন কর্ম হতে ফারেগ হলেন কিবলামুখী হয়ে উভয় হাত তুলে তার জন্য দু'আ করলেন। *হাদিসটি সহিহ্।

অন্য গ্রন্থে রয়েছে-

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِهٖ اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَمْسَيْتُ عَنْهُ رَاضِيًا فَارْضَ عَنْهُ

অর্থাৎ :- নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সেই সাহাবীর দাফন কর্ম হতে ফারেগ হলেন কিবলামুখী হয়ে দু'খানা হাত উত্তোলন করে তার জন্য এ দু'আটি করলেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَمْسَيْتُ عَنْهُ رَاضِيًا فَارْضَ عَنْهُ

{মিরকাতুল মাফাতীহ্, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১২২২,, মাজমাউজ জাওয়াইদ, ৯বম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩৬৯,, হুলিয়াতুল আউলিয়াহ্, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১২২}

এছাড়া পূর্বের অধ্যায়ে আমি কয়েকটি হাদিস দ্বারা কবর যিয়ারতের সময় হাত তুলে দু'আ করা প্রমাণ করেছি, যা থেকে প্রমাণ হয় যে, দাফনের পর মাইয়্যেতের জন্য দু'আ করার সময় হাত তোলা শরীয়তে বৈধ ও অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'আলা সমস্ত মুসলমানদেরকে নবী করীম আলাইহিস সালামের সুন্নাত ও সাহাবায়ে কেরাম রাদীআল্লাহু আনহুম আজমাঈন -এর সুন্নাতকে নিজ নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করুন। আমীন বি-জাহে সাইয়্যেদিল মুরসালীন আলাইহিস সালাত ওয়া তাসলীম।

تمت بالخير

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ اسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ أَتُوْبُ اِلَيْهِ

ইতি

মুহাম্মাদ আমজাদ হুসাইন সিমনানী

২২/০৪/২০১৮